CLASSIQUES

ভিক্টোর হুগো'র

লা-মিজারেবল

BanglaBook.org

TEXTE INTÉGRAL
+ LES CLÉS DE L'ŒUVRE

www.BanglaBook.org

ভিক্টোর হুগো'র

লা-মিজারেবল

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেটা আঠারো শতকের কথা। দক্ষিণ ফ্রান্সের ব্রাই প্রদেশের একটি ছোট কুটির থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের এই কাহিনী। ব্রাই প্রদেশের এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েছিল একটি শিশু। তার নাম জাঁ ভালজাঁ। তার বাবা ছিলো বড্ড গরীব। স্ত্রী, ভালজাঁ আর এক মেয়ে—এই নিয়ে ছোট সংসার। মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল; তবু এই ছোট্ট সংসারের ভরণপোষণের ব্যাপারেই ভালজাঁর বাবা হিমসিম খেয়ে যেতো।

জাঁ ভালজাঁকে ছোট রেখে তার মা মারা যায়। অভাবে বিনে চিকিৎসায় তার মৃত্যু হয়েছিল। বাবা ছিল কাঠুরে। স্ত্রীর মৃত্যুর ক'দিন পর গাছ থেকে পড়ে গিয়ে সেও মারা গেল। সংসারে আপন একমাত্র বোন ছাড়া জাঁ ভালজাঁর তখন আর কেই নেই। অসহায় ভালজাঁ বোনের সংসারে আশ্রয় পেলো। দারিদ্র্য আর দুর্বিপাকে জাঁ ভালজাঁর লেখাপড়া শেখা হলো না।

ভালজাঁর বয়স যখন পঁচিশ। কয়েকদিনের অসুখে হঠাৎ ভালজাঁর ভগ্নিপতি মারা গেল। ভগ্নিপতি আর ভালজাঁর আয়ে সংসারটি কোন রকম চলে যেতো। ভালজাঁ দিন মজুরী করে সামান্য কিছু রোজগার করতো। এবার ভগ্নিপতির মৃত্যুতে ভালজাঁ যেন সমুদ্রে পড়ল। বিধবা বোন আর ছোট-ছোট সাতটি ছেলেমেয়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব তাকে মাথা পেতে নিতে হলো। ভাগ্নেদের মধ্যে সবচেয়ে বড়টির বয়স তখন মাত্র আট।

যৌবনের সব স্বপ্নসাধ প্রায় বিলীন হয়ে গেলো ভালজাঁর। সংসার চালাবার জন্য সে কঠোর পরিশ্রম করছে। তবু দু'বেলা খাবার জোটে না। ফ্রান্সে তখন খাদ্যের চড়া দাম ও অভাব।

বোন আর ভাগ্নে-ভাগ্নীদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে ভালজাঁ সব দুঃখ-বেদনা হাসিমুখে সহ্য করে যায়। বাবার পেশা গাছীর কাজকেই ভালজাঁ বেছে নিয়েছিল। তার বোনও টুকটাক কাজ করতো কিন্তু দু'জনের যা রোজগার, তাতে দু'বেলা খাবার জোটে না। দিনমুজুরী, খেতে-খামারে কাজ, ঘাস শুকানো, গরু চরানোর বাড়তি কাজ শুরু করলো ভালজাঁ। এতে সামান্য কিছু রোজগার বাড়লো কিন্তু অবস্থার তেমন হেরফের হলো না। এদিকে বোনও কেমন সব দিন-দিন স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। ভালজাঁর রোজগারের সব পয়সা হাতিয়ে নেয়ার জন্য তার চেষ্টা। ভালজাঁরও তা' নজর এড়ায় না। আগের মত আন্তরিকতা বোনের নেই। ভালজাঁ এর কোন প্রতিবাদ করে না। এদিকে অভাব দিন-দিন বেশিই হচ্ছে। অশান্তি বাড়ছে। ভালজাঁর মাথা ঠিক রাখাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেবার দক্ষিণ ফ্রান্সে খুব শীত পড়লো। শীতের জন্য বাইরের কাজকর্ম গেল থেমে। কাঠ কেটে আর আগের মতো রোজগার হয় না। অন্য কোন কাজও মিলছে না ভালজাঁর। অবস্থা দিন-দিন কঠিন হয়ে উঠলো।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পর-পর কয়েকদিন ভালজাঁ কোন কাজ পেল না। এক টুকরো রুটি যোগাড় করাও কঠিন অবস্থা। না খেতে পেয়ে বোনের ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে নির্জীবের মতো পড়ে রয়েছে। দরোজায়-দরোজায় ভালজাঁ সাহায্যের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সবই নিষ্ফল চেষ্টা।

রোববারের সাপ্তাহিক ছুটির এক রাতে মহল্লার মনোহারী দোকানী সবেমাত্র দোকানপাট বন্ধ করে ঘুমোবার আয়োজন করছে—এমন সময় সে চমকে উঠলো। কি ব্যাপার! দোকানের পাশের কাঁচে কিসের যেন আওয়াজ হলো। দোকানী চুপি-চুপি পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এলো শোবার ঘর থেকে। বেরিয়ে সে দেখতে পেলো দোকানের কাঁচের একটি বন্ধ জানালার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। জানালার কাঁচের একটি পাল্লা ভেঙে ফেলেছে লোকটি। ফোঁকরের মধ্যে হাত দিয়ে সে একটি পাউরুটি বের করে নিল। তার হাত কাঁপছে। চারিদিকে ভীত-চকিতভাবে তাকালো লোকটি, তারপর সে জোরে হাঁটতে শুরু করলো।

দোকানী চুপ করে দাঁড়িয়ে লোকটির কাণ্ড-কারখানা দেখছিল। লোকটি দোকান ছেড়ে পা বাড়াতেই চোর-চোর বলে চিৎকার করে তার পিছু ধাওয়া শুরু হলো দোকানীর। এদিকে লোকটিও দোকানীর হাঁকডাক শুনে ছুটতে শুরু করেছে। বার-বার সে হোঁচট খাচ্ছিলো। সে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়লো। দোকানী দৌড়ে এসে লোকটির চুল চেপে ধরলো। লোকটি তার হাতের রুটি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ততক্ষণে সেখানে লোকজন এসে জমেছে। এদের মধ্যে একজন বললো,—ব্যাটা কে হে, আচ্ছা শিক্ষা দিয়ে দাও ওকে?

সমানে কিলঘুষি পড়তে লাগলো। লোকটির ডান হাত দিয়ে তখনো রক্ত ঝরছে। কাঁচের জানালা ভাঙতে গিয়ে তার হাতের স্থানে-স্থানে কেটে গেছে। রক্তমাখা সেই হাত তুলে সে বললো,—আজ তিন চার দিন কিছু খেতে পাইনি। ঘরে সাতটি ছোট ছেলে-মেয়ে। আমি তাদের বলেছি, আজ তাদের জন্য রুটি এনে দেবই।

তার কথায় কেউ কান দিল না। উল্টো আরও বেশি কিলঘুষি পড়তে লাগলো তার উপর। এ লোকটিই জাঁ ভালজাঁ।

আদালতে হাজির করা হলো ভালজাঁকে চুরি করার অপরাধে। তার সশ্রম কারাদণ্ড হলো পাঁচ বছরের।

ভালজাঁর স্বভাব ছিল অদ্ভুত। কোমলে-কঠোরে গড়া তার মন। খুব চিন্তিত থাকলেও তাকে দেখে তা বুঝা যেতনা। সে যে খুব বেশি উদ্বিগ্ন বা বিষন্ন হয়ে পড়েছে, তাও কখনো মনে হতো না। মনে হতো, কোন কিছুতেই বুঝি তার উৎসাহ নেই। সাধারণ চেহারা, তাতে নেই কোন বুদ্ধির প্রতিফলন। কিন্তু কারাদণ্ডের আদেশ শোনার সময় তার চোখ দুটো যেন একবার জ্বলে উঠেছিলো।

তুলোই কারাগারে পাঠানো হবে ভালজাঁকে ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে।

কারাগারে পাঠানোর আগে ভালজাঁর শরীরে যখন লোহার বেড়ী পরিয়ে দেয়া হচ্ছিলো, তখন সে আকুল কণ্ঠে কেঁদে উঠেছিলো সে গরীব। তার জীবনে যে দুর্যোগ

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেমে এসেছে, তার ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে সে বারেবার শিউরে উঠছিল। কান্নায় তার কণ্ঠ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে সে বলেছিল,—সে সামান্য এক গরীব কাঠুরে। ফেবারুলে সে কাজ করতো। ভালজাঁ তার ডান হাত শূন্যে উঠিয়ে কি যেন বলতে চাচ্ছিলো। শূন্যে সাতটি অদৃশ্য বস্তুর উপর সে যেন হাত বুলাচ্ছে। মনে হচ্ছিল, সে যেন সাতটি ছোট বড় ছেলেমেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে চাইছে,—আমি অন্যায় করেছি সত্যি, কিন্তু তা আমার নিজের জন্য নয়—অন্যায় করেছি আমার বোনের সাতটি ক্ষুধার্ত অবুঝ দেবতুল্য ছেলেমেয়ের জন্যে।

সাতাশদিন পর তুলোঁই কারাগারে পৌঁছোলো ভালজাঁ। গলায় লোহার শিকল গায়ে লাল জামা। কয়েদী নম্বর ২৪৬০১ জাঁ ভালজাঁর শুরু হলো কারা জীবন। ভালজাঁর বোনের কি অবস্থা হলো, আমরা কেউ তা জানি না। সহায় সম্বলহীন সাতটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ভালজাঁর আশ্রয়কেই সে আঁকড়ে ধরেছিল। তার সে আশ্রয় টুটে গেল, তারা দেশান্তরী হল। ভালজাঁ সেটা জানতেও পারলো না—তারা কোথায় গেল।

কারাগারের কঠিন দেয়ালে ভালজাঁর সব দুঃখ, বেদনা, কামনা, আর্তি মাথা কুটতে লাগলো। কারাগারের দেয়াল ভালজাঁর মনের দুয়ারও এঁটে দিতে লাগলো। মন থেকে তার বোন আর তার ছেলেমেয়েদের স্মৃতি মুছে যেতে লাগলো দিন-দিন।

কারাবাসের চতুর্থ বৎসর চলছে। ভালজাঁ খবর পেল, তার বোন তখন পুরনো প্যারিসে রয়েছে। প্যারিসের এক অতি সাধারণ বস্তিতে বাস করে। তার সাত ছেলেমেয়ের মধ্যে বড় দুয়টির কোন খবর নেই—জীবন সংগ্রামে দু'টি ক্ষুদে ছেলেমেয়ে যে কোথায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে, তা কেউ বলতে পারে না। কেবল ছোট ছেলেটি তার মায়ের কাছে থাকে। ছোট ছেলেটির বয়স তখন সাত বছর। ভালজাঁর বোন এক ছাপাখানায় কাজ করে। ছেলেটিকে ছাপাখানার লাগোয়া এক ইস্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে।

বোনের খবর পেয়ে তার মনের মধ্যে পুরনো ব্যথা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। কারাবাসের চতুর্থ বছরের শেষের দিকে সে অন্য কয়েদীদের সাহায্যে কারাগার থেকে পালালো। দুটো দিন ভীতসন্ত্রস্তভাবে এখানে-সেখানে সে পালিয়ে বেড়ালো। এই দু'দিন সে কিছু খায়নি, একটুও ঘুমোয়নি। এই দু'দিন তার দারুণ ভয়ে-ভয়ে কেটে গেল। সামান্য শব্দ, কুকুরের ঘেউ-ঘেউ, অশ্বের খুরধ্বনি, উদ্গত চিমনীর ধোঁয়া—সব কিছুতেই সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতো। অবশেষে পলায়নের পর দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় সে ধরা পড়লো। কারাগার থেকে পালাবার অপরাধের জন্যে বিশেষ বিচার হলো তার।

কারাবাসের মেয়াদ আরো তিন বছর বাড়িয়ে দেয়া হলো, নবমিলিয়ে তার মেয়াদ দাঁড়ালো আট বৎসর। ছ'বছরের মাথায় সে আবার পালাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সান্ধ্য হাজিরা ডাকার সময় রক্ষীরা টের পেয়ে গেল। কারাগারে পড়ে গেল পাগলা ঘন্টি, চললো খোঁজ। রাতের বেলাতেই ধরা পড়লো ভালজাঁ। সে এক জাহাজের মধ্যে পালিয়েছিল; রক্ষীরা যখন তাকে ধরতে যায়, তখন সে প্রথমে পালাবার চেষ্টা করে।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরে নিরুপায় হয়ে সে প্রহরীদের হাতে ধরা দেয়। বিচারে তার কারাবাসের মেয়াদ আরো পাঁচ বছর বাড়িয়ে দেয়া হলো। এ ছাড়া বাড়তি শাস্তিস্বরূপ দুটি প্রকাণ্ড বেড়ী দু'বছরের জন্যে গলায় পরাবার আদেশ হলো।

কারাবাসের যখন দশ বছর চলছে, তখন তৃতীয়বার ভালজাঁ পলায়নের চেষ্টা করলো। কিন্তু এবারও সে ধরা পড়ে গেল। শাস্তিস্বরূপ কারাবাসের মেয়াদ আরো তিন বছর বাড়িয়ে দেয়া হলো ভালজাঁর। কারাবাসের অয়োদশ বছরে আবার পালাবার চেষ্টা করলো ভালজাঁ—চারঘণ্টার মধ্যে সে রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে গেল। ফলে কারাবাসের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হোল আরও তিন বছর। সব মিলিয়ে উনিশ বছর।

উনিশ বছর কারাবাসের পর ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে জেল থেকে বেরিয়ে এলো জাঁ ভালজাঁ। সে বেরিয়ে এলো এক নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে। ক্লান্তি আর অবসাদে তার আচ্ছন্ন দু'চোখ। তার মুখে গাম্ভীর্য, হৃদয়ে সমাজের উপরতলায় সুখী-ধনী মানুষের প্রতি প্রবল ঘৃণাবোধ। ভালজাঁর বয়স তখন চল্লিশ।

কারাগারে থাকাকালে ভালজাঁ লেখাপড়া শিখেছে। সে কয়েদীদের ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল।

১৮১৫ সালের অক্টোবর মাসের একটি দিন। সূর্য তখন ডুবু-ডুবু করছে। ফরাসী দেশের ছোট একটি শহর 'ডি'র একটি পথ দিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলছে একটি লোক। মনে হয় ভীষণ পরিশ্রান্ত। লোকটির মজবুত বাঁধুনির শরীর। বয়সে সে প্রৌঢ়। জীর্ণ মলিন বিচিত্র রঙের তালিযুক্ত তার পরনের পোশাক। পায়ে ছেঁড়া জুতা, হাতে একটি প্রকাণ্ড লাঠি। লোকটির সারা গায়ে ভল্লুকের মতো ঘিচঘিচে লোম। থ্যাবড়া নাক। চাপটা মুখে একবোঝা দাড়ি। মাথার চুলগুলো কদম ফুলের মত ছাঁটা—সব মিলিয়ে অদ্ভুত। লোকটির পিঠে একটি মাঝারি ধরনের পোটলা।

পথ চলতে-চলতে একটি হোটেল দেখে দাঁড়ালো সে। কি যেন ভাবলো কিছুক্ষণ। তারপর দরোজা ঠেলে হোটেলের ভেতরে ঢুকে পড়ল। যে ঘরে প্রবেশ করলো, সেটাই হোটেলের খাবার ঘর, হোটেলওয়ালা ক্যাশবাক্স নিয়ে এই ঘরে বসে সব জিনিসের তদারকী করে। ঘরটির একপাশে চুলো। গনগনে আগুন জ্বলছে, পাশের আরেকটি ঘর থেকে কিছু লোকের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

বিচিত্র এক আগন্তুককে দেখে হোটেলওয়ালা ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো,—কি চাই তোমার?

—আজ্ঞে, আজ রাতের মতো আপনার হোটেলে থাকার ও খাবার মতো ব্যবস্থা হবে? আগন্তুক জানতে চায়।

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায় হোটেলওয়ালা। বলে,—হুঁ! ট্যাকে কিছু আছে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা হবে বৈকি, তা হবে, নইলে কি আর এমনি-এমনি এসেছি—আগন্তুকটি পকেট থেকে একটি চামড়ার থলি বের করে টাকা দেখায়। আগন্তুকটিকে হোটেলওয়ালা বলে,—আচ্ছা, আচ্ছা, ভাল কথা, ওই ওখানে টুলটায় বসো, রান্না এখনো শেষ হয়নি।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগন্তুকটিও যেন খানিকটা আশ্বস্ত হয়। দরোজার পাশে টুলটা টেনে বসে হাতের লাঠির উপর থুতনিতে ভর দিয়ে সে জিজ্ঞেস করে,—খাবার তৈরি হতে কি বেশি দেরি হবে ভাই?

—না না, বেশি দেরি হবে না। একটু অপেক্ষা করো বাপু। হোটেলওয়ালা জবাব দেয়।

তারপর হোটেলওয়ালা পুরোনো একটি খবরের কাগজের পাশ থেকে সাদা একচিলতে কাগজ ছিঁড়ে পেন্সিল দিয়ে কি যেন লিখল। লেখা শেষ হলে হোটেলের একটি বেয়ারার হাতে কাগজটি দিয়ে হোটেলওয়ালা তাকে ফিস-ফিস করে কি যেন বলে। বেয়ারা সেই কাগজ নিয়ে তাড়াতাড়ি করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর বেয়ারাটি ফিরে আসে। হোটেলওয়ালার হাতে সে ছোট্ট একটি চিরকুট এগিয়ে দেয়, চিরকুটটি পাঠ করে হোটেলওয়ালার চোখমুখ কুঁচকে ওঠে। আগন্তুকটি কোণের টুলে বসে তখন ঢুলছে, সেদিকে এগিয়ে যায় হোটেলওয়ালা, আগন্তুকটির গা ধরে সে নাড়া দেয়, ধড়মড় করে আগন্তুকটি তন্দ্রার ঘোর থেকে জেগে উঠে।

হোটেলওয়ালা বলে,—কিহে! বসে-বসে ঘুমোচ্ছো নাকি? উঠ, কথা আছে।

আগন্তুকটি বলে,—খাবার তৈরি হয়ে গেছে? এই আসছি।

—শোন। খাবার তুমি পাবে না। কঠিন কণ্ঠে বলে হোটেলওয়ালা।

—খাবার পাব না! কেন? কি হয়েছে? আমি কি পয়সা দেবো না নাকি?

—না, সে জন্যে নয়। পয়সা দিলেও আমি তোমাকে খাবার দিচ্ছি না।

—কেন? আমি কি অন্যায় করেছি? আগন্তুকটি টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, ঘরের এককোণে টেবিলের উপর সাজানো ছিল সার-সার পাত্র, সেদিকে এগিয়ে যায় সে, পাত্রের ঢাকনাগুলো উঠিয়ে ফেলে। সে ক্ষিপ্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে,—এই এতগুলো খাবার দিয়ে তুমি কি করবে? এগুলো কার জন্যে? আমি কোনো খাবার পাবনা?

হোটেলওয়ালা বলে,—তুমি ছাড়া আরো লোক রয়েছে, আর তা ছাড়া খাবার থাকলেও আমি তোমাকে দিতে পারবো না।

এবার আকুলভাবে প্রার্থনা জানায় আগন্তুক, বলে—দেখুন, আমি ভীষণ পরিশ্রান্ত, আমি আজ প্রায় বার মাইল পথ হেঁটেছি। সারাদিন কিছু খাইনি। খাবার না দিন, আপনার আস্তাবলের কোণে আজকের রাতে থাকবার মতো একটু জায়গা দিন। বাইরে দারুণ শীত। এখানে আমি কাউকে চিনি না। এই রাতে কোথায় যাব! আপনি ভেবেছেন, আমার টাকা নেই? আমি না হয় আপনাকে আগাম টাকাই দেবো।

হোটেলওয়ালা এবার বলে,—দেখো বাপু, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি লোকটি মোটেই ভালো মানুষ। ওসব ঝামেলা পছন্দ করি না। প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। ফাঁড়িতে খবর নিয়ে জানলাম, আমার অনুমানই সত্যি। বুকে হাত দিয়ে বলো দেখি, তুমি সেই দাগী আসামী জা ভালজাঁ নও?

আগন্তুকের মুখ করুণ হয়ে উঠে, মাথা নেড়ে সে জবাব দেয়,—হ্যাঁ, আমি জাঁ ভালজাঁ।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—ব্যস। ল্যাঠা চুকে গেল। দাগী আসামীদের আমি হোটেলে জায়গা দিই না। যাও।

হোটেল ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো ভালজাঁ। কি যেন ভাবলো সে খানিকক্ষণ, তারপর আবার পথ চলতে শুরু করলো। তার পা যে আর চলে না।

চলতে-চলতে পথের ধারে ছোট একটি হোটেলে গিয়ে উঠলো ভালজাঁ। সে হোটেলেও তার জায়গা হলো না। তারাও তাকে তাড়িয়ে দিল। আবার সেই পথ। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে সে শহরের কারাগারের কাছে এসে দাঁড়ালো। কারাগারের প্রকাণ্ড ফটকের গায়ে একটি লোহার শেকল লাগানো। জোরে-জোরে শেকলটা টানতে লাগলো ভালজাঁ। ফটকের ওপাশে শেকলের ও মাথায় বাঁধা ঘণ্টায় ঠন-ঠন করে শব্দ হলো।

ঘণ্টার শব্দ শুনে কারাগারের এক রক্ষী বেরিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করলো,—কি ব্যাপার! শেকল টেনেছো কেন?

—আজ্ঞে, আমার নাম জাঁ ভালজাঁ। দাগী আসামী। খুবই অসহায় অবস্থায় পড়েছি, খাবা-খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। আপনাদের কারাগারে আজ রাতের জন্যে আমাকে একটু জায়গা দেবেন?

অবাক হয়ে রক্ষীটি ভালজাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো। লোকটি পাগল নাকি?

সে বললো,—যাও এখান থেকে, পাগল কোথাকার, কারাগার তোমার শ্বশুরবাড়ি নাকি, যে ইচ্ছে হলেই থাকতে পারবে। থাকবার সখ হয় তো যাও—গিয়ে একটা চুরি-ডাকাতি করো। বলে রক্ষীটি চলে গেল।

আবার সেই পথ চলা শুরু হলো ভালজাঁর। এই গলি সেই গলি চলতে লাগলো সে। পথের দু'পাশে কি সুন্দর সাজানো বাগান। দু'পাশে সুন্দর ছোট-বড় ছিম-ছাম স্বপ্নপুরীর মতো বাড়ি।

এমনি একটি বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো ভালজাঁ। একতলা সে বাড়ি। ছবির মতো। সাজানো ফুলের বাগান। জানালায় দামী পর্দা। ঘরের ভিতর থেকে ভেসে আসছে কথাবার্তা। জানালার পর্দা একপাশে গুটানো। ভালজাঁ দেখতে পেল, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এক শিশুকে আদর করছেন। পাশে এক যুবতী গল্প করছেন। শিশুটি তার কচি-কচি হাত-পা নেড়ে খিল-খিল করে হাসছে। মহিলার কোলেও একটি শিশু। সেও যেন মিট-মিট হাসছে। ভালজাঁ ভাবলো, প্রৌঢ় লোকটি নিশ্চয়ই ছেলেটির বাবা আর মহিলা মা। এত সুখ এত আনন্দ যেখানে, সেখানে নিশ্চই তার মতো হতভাগ্যের আশ্রয় মিললেও মিলতে পারে। দোরগোড়ায় এগিয়ে যায় ভালজাঁ। খট্-খট্ করে কড়া নাড়ে।

—কে? ভেতর থেকে রাশভারী এক কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

—আমি একজন অসহায়, দয়া করে দরোজাটা খুলুন।

দরোজা খুলে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন,—কি ব্যাপার, আপনি কোত্থেকে এসেছেন?

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—আমি একজন বিদেশী আগন্তুক। আজকে ১২ মাইল পথ হেঁটে এই শহরে এসে পৌঁছেছি, খুবই ক্লান্ত। তাছাড়া বাইরে দারুণ বরফ পড়ছে। আমাকে আজকে রাতের জন্য একটু আশ্রয় দিন। এজন্যে আপনাকে যদি টাকা-পয়সা দিতে হয় আমি তাও দেব।

ভালজাঁর আপাদমস্তক জরিপ করে ভদ্রলোক কৌতূহলের সুরে বলেন,—কোন হোটেলে যাচ্ছেন না কেন? পয়সাই যখন খরচ করবেন, তখন...

—স্থানীয় কোন হোটেলেই জায়গা পেলাম না। ভালজাঁ জবাব দেয়।

—কোন হোটেলেই জায়গা পেলেন না? বলেন কি! ওই যে কি নাম ওই আন্তাবলওয়ালা বড় হোটেলটায় গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমাকে খেতে দিল না। আশ্রয় চাইলাম, তারা তাতেও রাজী হলো না।

লোকটির মনে এবার পুরোপুরিভাবে সন্দেহ জেগে উঠলো। তিনি জিজ্ঞেস করেন,—দেবে না কেন? আপনার পরিচয় কি? কোথেকে এসেছেন?

হাতের হ্যারিক্যান ভালজাঁর মুখের কাছে তুলে ধরে কুঞ্চিত চোখে তাকালেন ভদ্রলোক।

ভালজাঁ ততক্ষণ দোরগোড়ায় বসে পড়েছে। খানিকক্ষণ চুপ থেকে সে বললো,—ভীষণ ক্ষুধার্ত আমি। দয়া করে আমায় কিছু খেতে দিন। আমি আপনার কাছে সব খুলে বলবো। আমার বুক জ্বালা করছে। আমার হাত-পা কাঁপছে। আমাকে একটু দয়া করুন।

টেনে-টেনে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলেন ভদ্রলোক,—রোস বাবা, রোস—তোমায় ঠিক-ঠিক চিনতে পেরেছি। প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল, অনেক দিন আগে এক রাজকীয় প্রচার পত্রে তোমার ছবি দেখেছিলাম। তুমিই সেই জাঁ ভালজাঁ?

ভালজাঁ লোকটির পা জড়িয়ে ধরতে চাইলো। ভদ্রলোক যেন আঁতকে উঠলেন। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেয়ালে লটকানো বন্দুকটি টেনে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ভালজাঁর দিকে বন্দুক উঁচিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন,—খবরদার বলছি, আর এক পাও এগিয়ো না। গুলী মেরে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো বদমাশ কোথাকার!

ভদ্রলোকের হাঁক-ডাক শুনে ভদ্রমহিলাও ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলেন। বাচ্চা দুটোও আর্তনাদ করে উঠলো, মুহূর্তের মধ্যে ঘরের আবহাওয়া বদলে গেল। ভালজাঁ তখনো বলে চলেছে,—আমাকে দয়া করুন হুজুর। কিছু অন্ততঃ খেতে দিন। আমি আর সইতে পারছি না। আমায় এক গ্লাস পানি খাওয়াবেন? আমার কণ্ঠ নালী শুকিয়ে আসছে।

—পানি খাওয়াবো না ছাই! বন্দুক উঁচিয়ে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন ভদ্রলোক।—যাও বলছি এখান থেকে।

www.BanglaBook.org

ক্লান্ত পায়ে টলতে-টলতে বেরিয়ে যায় ভালজাঁ। দরোজা এঁটে দেন ভদ্রলোক। জানালাগুলোর পর্দা পর্যন্ত এঁটে দেন তিনি।

www.BanglaBook.org

ধীর পায়ে এগুচ্ছে ভালজাঁ। শীতের হাওয়া বইছে হু-হু করে। খানিক দূর এগিয়ে ভালজাঁ পথের পাশে একটি ছোট তেরপল ঢাকা জায়গা দেখতে পেল। রাস্তা মেরামতের কাজ হয়েছে ওখানে দিনের বেলায়। জায়গাটির এপাশে-ওপাশে ইট-সুরকী বালি ছড়ানো।

মনে-মনে খুশি হয় ভালজাঁ। তেরপলের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে যায়। খানিকটা খড়ও বিছানো রয়েছে। ঝোলাটা নামিয়ে রাখে। তারপর ধীরে-ধীরে সে তার হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ার আয়োজন করে। আর অমনি ঘেউ-ঘেউ করে তেড়ে আসে বড় একটি বাঘা কুকুর। কুকুরটি গর্তের এক পাশে খড়ের গাদার শুয়ে আয়েশ করছিল—ভালজাঁর অনধিকার প্রবেশে সে বিরক্ত হয়ে ওঠেছে হয়তো!

সামান্য একটা পথের কুকুরও তাকে দয়া করলো না! দুর্বল হাতে একবার লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে গিয়েছিল ভালজাঁ। কিন্তু কুকুরটি তাকে কামড়াতে আসে। ভয়ে বেরিয়ে আসে ভালজাঁ।

পথ চলতে-চলতে সে শহরের বাইরে চলে এলো। শীতের হিমেল হাওয়ায় যেন হাত-পা জমে যাচ্ছে। শহরের বাইরে খোলামেলা জায়গায় এসে হিমেল হাওয়ার কাঁপনে অস্থির অবস্থা তার।

ঘুরতে-ঘুরতে সে একটি গীর্জা দেখতে পেল। গীর্জার আশে-পাশে ছোট-ছোট কয়েকটি বাড়ি। আকাশ থেকে চাঁদের আলো ছড়িয়ে রয়েছে। ফিকে আলোয় একটি বাড়ির সামনে একটি পাথরের বেদী দেখতে পেলো সে। সেই বেদীর উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো ভালজাঁ। কয়েক মিনিট হয়তো পেরিয়ে গেছে। ক্লান্তির অবসাদে সে তখন ঘুমে অচেতন।

দূর থেকে কে যেন জিজ্ঞেস করলো,—তুমি কে হে, ওখানটায় শুয়ে আছো?

ধীরে-ধীরে তন্দ্রায় ঘোর কেটে যায়। ভালজাঁ চোখ মেলে তাকায়। তারপর উঠে বসে। তার চোখে ভীত চকিত দৃষ্টি।

গলায় স্বরটি এবার বেদীর কাছে এসে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে,—এই শীতের রাত্রিতে তুমি কে হে বাপু, এখানে এমনি করে শুয়ে রয়েছ? দারুণ শীত। তুমি জমে যাবে যে?

সে দেখলো এক বুড়ী তাকে বলছে একথা। মেজাজ বিগড়ে গেল তার। বিরক্ত হয়ে বললো,—দেখতেই পাচ্ছো শুয়ে রয়েছি। তুমিও কি এখান থেকে আমায় তাড়িয়ে দিতে এসেছো?

বুড়ী অবাক হলো! সে মৃদু হাসলো। বললো,—হ্যাগো ভাল মানুষের ছেলে, আমি কি খারাপ কথা বলেছি? রাগ করছো কেন? বলছিলাম, এই দারুণ শীতের মধ্যে এই পাথরের উপর খোলামেলা জায়গায় শুয়ে থাকতে পারবে?

—সে আমি বুঝবো, শুতে পারি কি না পারি। উনিশ বছর কত কষ্ট সহ্য করে চলেছি। কাঠের বেঞ্চিতে এই উনিশ বছরে বহুবার আমাকে রাতের শয্যা করে নিতে হয়েছে। যাও বুড়ি মা, নিজের কাজে যাও। এই শীতে আমার কিছুই হবে না।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুড়ী তখন বললো,—বুঝেছি, তুমি সৈনিক। যুদ্ধ কর তাই না? ভালজাঁ জবাব দেয় না। বুড়ী আবার বলে,—তা বাবা, কোন হোটেলে গেলেই পার? শহরে মেলা হোটেল রয়েছে। তা, তোমার কাছে পয়সা-কড়ি বুঝি কিছু নেই?

বুড়ী আঁচলের খুঁট থেকে কয়েক আনা পয়সা বের করে বলে,—আমার কাছে এই অল্প কয়েকটি পয়সা আছে। এর সাথে আর কিছু যোগার হলেই তোমার হোটেলের পয়সা হয়ে যাবে। নেবে এই পয়সা?

—দাও—জাঁ ভালজাঁ হাত বাড়ায় এবং পয়সাটা নেয়।

—কি করবো, আমি গরীব মানুষ। সাথে আর পয়সা নেই। হলে ভালো হতো। কোন হোটেলে জায়গা মিলবে কিনা কে জানে। তবু যাও, চেষ্টা করে দেখগে। বললো বুড়ী।

—বুড়ী মা। আমি সব হোটেলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে কেউ জায়গা দেয়নি। আমার নাম জাঁ ভালজাঁ শুনেই তাড়িয়ে দিলো। পয়সা দেবার কথাও বলেছিলাম। কিন্তু তবু একটু খাবার, রাতের একটু আশ্রয় পেলাম না কোথাও।

—এ কেমন কথা! এতো আর কক্ষনো শুনিনি। তা বাবা সব জায়গায় নাকি গিয়েছো—ওখানে গেছো? গীর্জার পাশের বাড়িটি দেখিয়ে দেয় বুড়ী।

—না মা, ওখানে যাইনি তো!

—তবে ওখানেই যাও। খুব ভাল মানুষ থাকেন ওখানে। তোমার থাকা-খাওয়ার জায়গা মিলবে হয়তো।

বুড়ি 'ডি' শহরের বিশপ-এর ঘরটি দেখিয়ে দিয়েছিল। বিশপ মিরিয়েল-এর ঘরের দরোজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ভালজাঁ। দরোজা ভেতর থেকে বন্ধ। খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করলো ভালজাঁ, তারপর দরোজায় টোকা দিল—ঠক্-ঠক্ করে।

রাত তখন প্রায় আটটা। রাতের খাবারের সময় হয়ে এসেছে। বিশপ খাবার টেবিলে বসে তার বোনের সাথে আলাপ করেছিলেন। বাড়ির বুড়ী ঝি টেবিলে খাবার সাজাচ্ছে। এমনি সময় দরোজার শব্দ হলো ঠক্ ঠক্ করে।

—ভেতরে আসুন—বিশপ বলেন।

দরোজা খুলে গেলো। ভালজাঁ ঘরে ঢুকলো। বুড়ী ঝি আগন্তুককে দেখে পিছু হটে আসলো। বিশপের বোন ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আগন্তুকের বেশভূষা আর ধরণ-ধারণ দেখে বিশপ কম অবাক হননি। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগে ভালজাঁই বলতে শুরু করলো,— আমার নাম জাঁ ভালজাঁ। আমি একজন দাগী আসামী-কয়েদী। উনিশ বছর আমি জেল খেটেছি। কিন্তু আমিও আর সবার মতো একটি মানুষ। আমার ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে। মাথা গুঁজবার মতো ঠাঁই-এর দরকার রয়েছে। চার দিন হলো জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। তারপর থেকে আমার স্বস্তি নেই। সমাজের চোখে আজ আমি অবহেলার বস্তু। পোড় খাওয়া কুকুরের মতো এই চারদিন আমি এখান থেকে সেখানে ছুটে বেড়াচ্ছি। বার-তের মাইল পথ হেঁটে আজ আমি এ শহরে এসেছি। কিন্তু কোন হোটেলে জায়গা পেলাম না, কোথাও কিছু খেতে পেলাম না। কোথাও জায়গা পেলাম না। পয়সা আমি দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কেউ আমাকে পয়সা নিয়েও আশ্রয়

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিতে চায় না। সবখান থেকে আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি। তারপর আপনার বাড়ির সামনের বেঞ্চির উপর এসে শুয়েছিলাম। একটু আগে এক বুড়ী আপনার বাড়িটি দেখিয়ে দিলো।

—দেখিয়ে দিয়ে ভালোই করেছে।

ঝি'কে বিশপ বললেন,—টেবিলে আরো একজনের জন্যে প্লেট, কাঁটা-চামচ সাজাও। আজকে আমাদের সাথে এই নতুন অতিথিও আহার করবেন।

ভালজাঁ হতবাক। তার সাথে তো আবার তামাশা করা হচ্ছে না! ঝি আরেক প্রস্থ প্লেট, কাঁটা-চামচ আনার জন্যে আলমারীর দিকে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে বললো ভালজাঁ,—দাঁড়াও।

তারপর বিশপকে বললো,—দেখুন, আমি সত্যি খুব সাংঘাতিক লোক। কয়েদী। উনিশ বছর জেল খেটেছি। চারবার জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করেছি। এই দেখুন, আমার ছাড়পত্র। ভালজাঁ তার ঝোলা থেকে একটি হলুদ কাগজ বের করে দেখালো।

তারপর বিশপকে বললো,—এবার বলুন, ঠিক করে বলুন—আপনি আমাকে খাবার দেবেন, না তাড়িয়ে দেবেন?

—আপনি ক্লান্ত। চুলোর পাশে ঐ চেয়ারটায় বসে পা গরম করে নিন। বাইরে দারুণ শীত পড়েছে। বললেন বিশপ।

ঝি'কে বিশপ বললেন,—বুঝলে, আমাদের খেতে দিয়ে তুমি মেহমানের বিছানাটা ঠিক করে দিও।

ঝি টেবিলে আরেক প্রস্থ কাঁটা-চামচ রেখে গেলো। বিশপ ভালজাঁকে বললেন,—আজকে দারুণ শীত, তাই না? ঘরে আগুনের পাশে বসে রয়েছি, তবু মনে হচ্ছে, হাত বুঝি সিঁটিয়ে যাচ্ছে। বাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

বিশপ বললেন,—একি! আপনি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছেন! আসুন তো, জামা-কাপড় বদলাবেন না?

না, না, আর তো অবিশ্বাস নয়। তাহলে সে সত্যি-সত্যি খেতে পাচ্ছে! শোবার জায়গা পাচ্ছে! ভালজাঁ বিশপের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো।—আপনি বড় দয়ালু। আপনি কে বলুন?

—আমি এই গীর্জার বিশপ। কিন্তু ওকি হচ্ছে! আপনি আমাকে অযথা লজ্জা দিচ্ছেন। উঠুন দেখি। এটা আমার কর্তব্য। আপনি কয়েদী ছিলেন, উনিশ বছর জেল খেটেছেন, তাতে কি হল? আপনিও তো মানুষ? চলুন, চুলোর কাছটায় বসা যাক।

ভালজাঁ বিশপকে বললো,—দয়া করে আমাকে আর আপনি বলে ডাকবেন না। আমি পাপী-তাপী মানুষ। কিন্তু আপনার কথা শুনে আমি এখন আর কোন অনুতাপ অনুভব করছি না। সবাই আমাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। ছেলেবেলা থেকে দারুণ কষ্ট ভোগ করে চলেছি। বিধবা বোনের সাতটি ক্ষুধার্ত সন্তানের জন্যে একটুকরো রুটি যোগাড় করতে গিয়ে উনিশ বছর কয়েদ খাটলাম। আমার চাইতে একটা জানোয়ারের জীবনও ঢের ভাল। আপনি অনেক দয়ালু বিশপ,—বলতে-বলতে টেবিলের উপর মাথা গুঁজে ভালজাঁ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশপ ভালজাঁর পিঠে হাত রাখলেন। বললেন,—শান্ত হও। এত বিচলিত হয়ে পড়ছো কেন? ঈশ্বরকে স্মরণ করো।

টেবিলে ভাল আলো হচ্ছে না বলে ঝি অন্য ঘর থেকে রূপার দু'টো বাতিদান এনে তাতে মোম জ্বালিয়ে রেখে গেল।

বিশপ বললেন,—এসো ভাই, শুরু করা যাক আমাদের খাবার।

অনেকদিন পর পরম তৃপ্তির সাথে খাওয়া শেষ করলো ভালজাঁ। এবার একটু ঘুম। বড্ড ক্লান্ত সে। দু'চোখে তার নেমে আসছে ঘুম।

ভালজাঁর শোবার ব্যবস্থা হয়েছে বিশপের ঘরের ঠিক পাশের ঘরে। আসলে এটা একটি প্রার্থনা ঘর। ঘরের এককোণে পর্দার দেওয়াল দেয়া একটি কামরা। সেই ঘরটি দেয়া হলো ভালজাঁকে। ঘরের এক পাশে ছোট একটা খাট। তার উপর ধবধবে বিছানা। খাটের কোণে একটা টেবিল। টেবিলের উপর রূপোর বাতিদানে বাতি। ঘরে ঢুকে ভালজাঁ চারিদিকে অবাক চোখে তাকাতে লাগলো। এতো সুন্দর একটা ঘরে তাকে ঘুমুতে দেয়া হয়েছে!

বিশপও ভালজাঁর সাথে এ-ঘরে এসেছিলেন। ভালজাঁকে তিনি বললেন,—তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না! তুমি বড্ড ক্লান্ত। তোমাকে এবার বিশ্রাম নিতে হবে। এবার শুয়ে পড়ো।

বিশপ তাঁর নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। তারপর হঠাৎ থেমে আবার ভালজাঁকে বললেন,—আর হ্যাঁ, শোন, কাল ভোরে এখান থেকে যাবার আগে কিছু না খেয়ে চলে যেও না .....। টাট্‌কা দুধ থাকবে ঘরে। আমার নিজের গাই গরু রয়েছে।

রাত তখন দুটো। গীর্জার ঘড়িতে ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজতেই ধড়মড় করে ভালজাঁ বিছানার ওপর উঠে বসলো। বিছানার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ভালজাঁ চারদিকে তাকাতে লাগলো। ঘুমোবার আগে সে বাতিটি নিভিয়ে রেখেছিল। বাইরে হাল্কা জ্যোছনা। নরম আলো ওপাশের জানালা দিয়ে আসছে। ঘরে আর কোন আলো নেই।

চার ঘণ্টা মাত্র ঘুমিয়েছে ভালজাঁ। তার মনে হলো আরো খানিকটা ঘুমিয়ে নিলে বেশ হয়। এতদিনের ক্লান্তি অবসাদ পুরোপুরি সে এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু ঘুম হলো না ভালজাঁর।

পাশেই বিশপের শোবার ঘর। ভালজাঁর মনে পড়লো—ঘরের ভেতর দিয়ে আসবার সময় সে দেখেছে বিশপের ঝি রূপার থালা, বাসন, কাঁটা-চামচ আলমারির মধ্যে সাজিয়ে রাখছে। আছে আরো অনেক কিছু।

চোখ দুটো হঠাৎ যেন জ্বলে উঠলো ভালজাঁর। আবছা আঁধারে ঘরের সবখানেই সে যেন রূপার থালা-বাসন, কাঁটা-চামচ দেখতে পাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে অস্থির পায়চারী করতে লাগলো ভালজাঁ। ঘরের মধ্যখানে কপাট। কপাট খোলাই রয়েছে। ভালজাঁ আস্তে-আস্তে ঠেলতে লাগল। তারপর আবার ফিরে এসে কোণের জানালার কাছে এগিয়ে গেল সে। গলা সমান উঁচু জানালা, গরাদ নেই। ওপাশেই বাগান ঘিরে দেয়াল। তাও বেশি উঁচু নয়। ভালজাঁ ভাবলো, দেয়াল টপকাতে অবশ্যি তেমন অসুবিধা হবে না।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘন-ঘন শ্বাস পড়ছে ভালজাঁর। দারুণ শীতেও কপালে কিছু ঘাম জমেছে। ভালো-মন্দ, দ্বিধা-ভয়, সন্দেহ-সংঘাতে ভালজাঁর মন দো-দোল্যমান। ভালজাঁ তার ঝোলার মধ্যে থেকে লম্বা সূঁচালো একটা লোহা বের করলো। দেখতে অনেকটা সিঁদকাঠির মতো। জানালার কাছে গিয়ে আলোতে লোহাটা পরীক্ষা করে নিলো ভালজাঁ। হ্যাঁ, এটা দিয়েই তালা খোলা যেতে পারে।

পায়ের জুতাজোড়া খুলে ঝোলার মধ্যে রাখলো ভালজাঁ। হাতের লাঠিটি রাখলো জানালার কাছে, ঝোলাটা আর একবার নেড়েচেড়ে দেখলো। তারপর সে পা টিপে-টিপে বিশপের ঘরের দিকে এগোতে লাগলো।

ভালজাঁ ধীরে-ধীরে দরজার কপাটটা একটুখানি ঠেলে দিল। সামান্য পরিমাণ জায়গা ফাঁক হয়েছে, এর মধ্যে দিয়ে ঘরে ঢোকা অসম্ভব। আবার অতি সন্তর্পণে কপাটটা ঠেলতে লাগলো ভালজাঁ। কপাটের ফাঁক দিয়ে বিশপের বিছানাটা দেখা যাচ্ছে। একটু ঝুঁকে কপাটের ফাঁক দিয়ে ভালজাঁ বিশপকে দেখতে লাগলো। চাঁদের আলোয় মায়াময় মনে হলো বিশপকে। শান্ত, সৌম্য মুখ। দরোজা সোজাসুজি বিশপের পায়ের কাছে রাখা আলমারিতে সেই রূপার বাসনগুলি রয়েছে। ভালজাঁর চোখদুটো জ্বল-জ্বল করে উঠলো। কপাটের ফাঁক গলিয়ে ঘরে ঢুকতে গেল ভালজাঁ। কপাটে মড়মড় করে শব্দ উঠলো। ভালজাঁ ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল। বুকটা হাপরের মতো উঠা-নামা করছে। নিশ্চল হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সে। কপাটের মরচে পড়া কব্জার তীক্ষ্ণ শব্দেই সবাই বুঝি জেগে উঠেছে। এই বুঝি সবাই 'চোর চোর' বলে তাকে তাড়া করে ধরে ফেলবে। কিন্তু না ঠিক তেমনি নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে, এক মিনিট, দু মিনিট... মিনিট পাঁচেক চলে গেলো। চারদিক সব নিঝুম, ঘরের মধ্যে আধোজ্যোছনার আলো। বিশপ গভীর ঘুমে অচেতন।

ভালজাঁ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র তেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। ভালজাঁ চারিদিকে ভাল করে তাকিয়ে নিল। তারপর বাসন-কোসন রাখবার আলমারিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। লোহার শিকের দরকার হলো না। আলমারির তালার সাথে চাবিটি লাগানোই ছিল। আলমারির পাল্লা দুটো খুলে ফেললো ভালজাঁ। একপাশে তাক করে রূপার বাসন-কোসনগুলো সাজানো রয়েছে।

অনেক দুঃখ সয়েছে ভালজাঁ। দুঃখ-কষ্টে তার জীবন ভারাক্রান্ত। জেল থেকে বেরোনোর পর সারা পৃথিবীর উপরেই ভালজাঁর মনে একটা ক্ষোভ জমে গিয়েছিল। প্রতি পদে ঠোক্কর খেতে-খেতে তার সে ক্ষোভ আরো গভীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু সাথে-সাথে ভালজাঁ এও চেয়েছিল, সে বেঁচে থাকবে। নিষ্পাপ, নির্বিকার, শান্ত-সুন্দর একটি জীবনের সে অধিকারী হবে। অনুতাপ করার মতো কোন কাজ সে করেছিল বলে মনেও করেনি। তার বোনের কথা, তার বোনের ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের কথা সে কখনো ভুলতে পারেনি। অতীতের এই কয়েকটি বছর তার চোখের ঘুমকে কেড়ে নিয়েছে। তবু ভালজাঁর কোমল আর কঠোরে গড়া মনে কেন জানি না অনুতাপ, না হিংসা, না ক্রোধ, না হতাশার এক শূন্যতা তাকে মাঝে-মাঝে পেয়ে বসে।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাসন-কোসনের আলমারির উপরেই যীশুর একটা ছবি। হাত বাড়িয়ে ছবিটি যেন কী বলতে চাচ্ছে। জ্যোছনার অস্পষ্ট আলোতে ছবিটি দেখে ভালজাঁ চমকে উঠলো। বিশপ নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। ভালজাঁর মনে হলো, ছবিটি বিশপকে আশীর্বাদ করছে। আবার মনে হলো, না না, ছবিটি ভালজাঁকে তিরস্কার করছে। ভালজাঁর মনে হলো, তার চারপাশে যেন কোন অশরীরী আত্মারা কথা বলে বেড়াচ্ছে—যে তোমাকে খাবার দিল, আশ্রয় দিল—তুমি তারই সর্বনাশ করছো ভালজাঁ!

আবার সেই চিন্তায় পেয়ে বসলো ভালজাঁকে। তার চারপাশের পৃথিবী যেন টলছে; বিশপকে ঘুম থেকে জাগিয়ে সে কি তার পা ধরে ক্ষমা চাইবে? খানিকক্ষণ কেটে গেল। ভালজাঁর বুকের ঝড় শান্ত হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে সে কী ভাবলো কে জানে? হঠাৎ ভালজা তার থলেটা খুলে ফেললো। বাসন-কোসনগুলোকে পাঁজা করে সে থলির মধ্যে পুরে নিল। তারপর ঘরের বাইরে এসে তার শোয়ার ঘরের জানালা টপকিয়ে, বাগানের পাঁচিল পেরিয়ে সে চলে গেল বাইরে।

পরদিন ভোর হতেই বিশপের বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। ব্যাপারটা প্রথমে নজরে পড়ে বিশপের ঝি'র চোখে।

বুড়ী ঝি বিশপকে বললো,—হুজুর! আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। কালকেই বুঝতে পেরেছিলাম, লোকটি সুবিধের নয়! খুনে ডাকাত-ডাকাত ভাব।

বিশপ তার বসবার ঘরে পায়চারি করছিলেন। বুড়ী ঝি'র কাছে সব কথা শুনে তিনি বললেন,—আমাদের খাবারের জন্য কাঠের বাসন-কোসন, দস্তার কাঁটা-চামচেই চলবে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বিশপ আবার বললেন,—আহা বেচারা। এমন না করলেই চলত। বড্ড গরীব বেচারা, ভীষণ গরীব। বুঝলে বুড়ী মা, টাকা-পয়সা—তারপর এই ধরো গিয়ে এই যে সব দামী জিনিস-পত্তর—এগুলো তো সব গরীবেরই। যারা খেতে পায় না তারা এসব পেলে কী ভালো হয় বলো তো। বিক্রি করলেও দুটো পয়সা হবে। ভালই হলো বুড়ী মা—শুধু-শুধু এতদিন এগুলো আমাদের কাছে ছিল। আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, আমাদের এসবের কী দরকার?—ভালই হোল।

বিশপের বোনও এর মধ্যে বিশপের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিশপের কথা শুনে তিনি আর কিছু বলতে ভরসা পেলেন না।

বিশপ বুড়ী ঝি আর বোনকে বললেন,—কিছু বলবে?

বোন আর বুড়ী ঝি কোন জবাব দিল না। তারা চলে গেল। এক টুকরো হাসি ফুটে উঠলো বিশপের মুখে। প্রসন্ন সে হাসি।

ভালজাঁ কিন্তু পালিয়ে যেতে পারেনি। পাঁচিল টপকিয়ে দুমদাম করে ছুটে পালাচ্ছিল ভালজাঁ। রাত তখন সাড়ে তিনটা। পাহারাদার পুলিশের চৌকি দেয়া তখনও শেষ হয়নি। ভালজাঁ একদল পাহারাদার পুলিশের সামনে পড়ে গেল। নাক পর্যন্ত বানর টুপি দিয়ে ঢাকা বোচকাসহ একটা লোককে পালিয়ে যেতে দেখে তাদের সন্দেহ হলো। ভালজা পুলিশের হাতে ধরা পড়লো।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভালজাঁ জানালো, জিনিসগুলো তার চুরি করা নয়। বড় গীর্জার পাদ্রীসাহেব এগুলো তাকে দিয়েছেন।

পুলিশ বললো,—তাই সই। চল বিশপের কাছে। ভালজাঁকে নিয়ে পাহারাদার পুলিশরা এসে হাজির হলো বিশপের বাড়ি।

বিশপ ভালজাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন,—ভোরবেলা কিছু না খেয়েই চলে গেলে তুমি! তোমার জন্যে আমি বুড়ীকে কালরাতেই বলে রেখেছিলাম। খুব ভোরেই তোমাকে যেন এক গ্লাস গরম দুধ দেয়া হয়। অথচ কোথায় সাতসকালে উঠে কাউকে না বলেই তুমি চলে গেছো। আর হ্যাঁ, তোমাকে কালকে বাসন-কোসনের সাথে দুটো রূপোর বাতিদানও তো দিয়েছিলাম। সে-দুটো তুমি বোধহয় ভুলে রেখে গেছো। নিয়ে যাওনি কেন? নিয়ে যেও।

ভালজাঁ তখন মাথা নিচু করে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কী জবাব দেবে সে! বিশপ তাকে কেন বকলেন না। কেন তাকে ধরে বেঁধে প্রহার করালেন না। তা'হলেই তো ঠিক শাস্তি হতো। ভালজাঁ অন্তত এর হাত থেকে বেঁচে যেত।

পুলিশের দারোগা বিশপকে বললেন,—আচ্ছা, তাহলে সত্যি-সত্যি ওগুলো আপনি ওকে দিয়েছেন? আমরা তো ভাবছিলাম চুরি—ছিঃ ছিঃ খুব অন্যায় হয়ে গেল। দারোগা ভালজাঁর হাতকড়া খুলে দিতে বললেন।

ভালজাঁর চোখে দপ করে যেন কী এক আলোর দীপ্তি দেখা গেল। সে তাহলে পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেল! তার আর জেল হবে না। কিন্তু তারপরেই সে আবার চুপসে গেল। ম্লান হয়ে উঠলো তার দু'চোখের দীপ্তি। তার পায়ের কাছে থলিটি পড়ে রয়েছে। থলির মধ্যে রূপার বাসনগুলো রয়েছে। অন্তত আট ন'শো টাকা দাম হবে এগুলোর। ভালজাঁর এবার মনে হলো সে অন্যায় করেছে। দীর্ঘ উনিশ বছরের কারাবাসের পর তার মনের মধ্যে জমে উঠেছিল ক্ষোভ আর ক্রোধের আগুন। এবার তার যেন অনুতাপ হলো। কারণ, ভালজাঁর মন তখনো নানা ভাবের আনাগোনায় দুলছে। এক দিকে পৃথিবীর প্রতি চরম ঘৃণা, অপরদিকে অন্যায় বোধ। ভালজাঁর সে সময়ের মনের অবস্থা আমরা শুধু অনুমানই করতে পারি, তার সঠিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

দারোগা, পুলিশ চলে গেল! বিশপ ভালজাঁকে বললেন,—জাঁ ভালজাঁ! তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি ওঘর থেকে তোমার রূপোর বাতিদান দু'টো নিয়ে আসছি। দেখো, এবারও না নিয়ে চলে যেও না যেন।

বিশপ খানিক পরেই রূপোর বাতিদান দু'টো নিয়ে এলেন। ভালজাঁকে বললেন,—এই নাও এ দুটো বিক্রি করলেও তুমি কম করে একশ টাকা পাবে, নাও। লজ্জা করো না জাঁ ভালজাঁ। আমি কিছু মনে করিনি। প্রভু যীশু তোমার কৃপা করুন। তুমি এখন থেকে পরম প্রভু সৃষ্টিকর্তার সুন্দর সন্তান ভালজাঁ, তুমি ভাল হয়ে থাকবে। ভাল হয়ে বেঁচে থাকবে। আর হ্যাঁ, যদি কোনদিন এ শহরে আবার আস তাহলে আমার বাড়িতে এসো। কোন লজ্জা করো না। তুমি আমার প্রিয় ভাই হয়ে থাকবে ভালজাঁ। তুমি ভাল হয়ে থেকো।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশপ ভালজাঁর মাথায় হাত বুলাতে-বুলাতে কী এক আবেশে চোখ মুদে ফেললেন। দু'ফোঁটা অশ্রু টপ-টপ করে ঝরে পড়লো।

বিশপের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ভালজাঁ। সাথে তার সেই থলির মধ্যে রূপার বাসন-কোসন। ভালজাঁ ছুটে পালাতে চায়। অস্বস্তির দারুণ দহনে সে ছটফট করছে। খোলা স্থান চাই। শহর থেকে দূরে, অনেক দূরে—যেখানে কেউ তাকে চিনবে না, জানবে না—এমনি কোন জায়গায় ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে ভালজাঁর। ভালজাঁর মনে নানা ভাবনার ঝড় বয়ে চলেছে।

সারাদিন এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ালো ভালজাঁ। তখন বিকেল। ভালজাঁ ঘুরতে-ঘুরতে হাজির হলো শহরের এক কোণে একটা মাঠে। বিরাট বড়, তেপান্তরের মত একটি মাঠ। মাঠের ওপারে নতুন বসতি, নতুন লোকালয়। 'ডি' শহরের সাথে ওপাশের লোকালয়ের যোগাযোগ সাধন করেছে এই মাঠটি।

ভালজাঁ সারাদিন ঘুরে-ঘুরে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মনের মধ্যে তার সেই ঝড় এখনও থেকে গেছে কিনা কে জানে।

ভালজাঁ মাঠের মধ্যে একটি টিবির মতো জায়গা বেছে নিয়ে তার পাশে বসে পড়লো। বসে-বসে সে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। এমনি করে কতক্ষণ সে চুপ করে বসেছিল তা তার মনে নেই। হঠাৎ একটি সঙ্গীতের শব্দে ঘোর কেটে গেলো ভালজাঁর। কান পেতে ভালজাঁ গানটি শুনবার চেষ্টা করলো। শব্দটি ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসছে। খানিক পর ভালজাঁ দেখতে পেল, এগারো বারো বছরের একটি ছেলে গান গাইতে-গাইতে যাচ্ছে। খুব হাসিখুশী ভাব। ছেলেটির পিঠে একটি বাক্স ঝুলান, হাতে বেহালার মত একটি যন্ত্র।

ভালজাঁ সে টিবির কাছে বসেছিল, ওটার পাশেই একটি ছোট ঝোপ। ছেলেটি গান গাইতে-গাইতে এসে একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে ঝোপের ওপাশে বসে পড়ল। ভালজাঁকে সে দেখতে পায়নি। তখন পড়ন্ত বিকেল।

হঠাৎ কি জানি খেয়াল হলো ছেলেটির। পিঠের ছোট বাক্সটি সে খুলে ফেললো। বাক্সের মধ্যে আনি, দুয়ানি, সিকি, আধুলিতে মিলে কয়েকটি খুচরা টাকা। পয়সাগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো ছেলেটি। তারপর তার মধ্য থেকে একটি চকচকে আধুলি বের করে নিয়ে আবার বাক্সটা বন্ধ করে রাখলো। তারপর গুনগুণ করে গান গাইতে-গাইতে আধুলিটাকে হাতের বুড়ো আংগুল দিয়ে টোকা মেরে শূন্যে ছুঁড়ে ছেলেটি খেলা করতে লাগলো।

ভালজাঁ ঝোপের আড়াল থেকে এসব লক্ষ্য করছে। সে কি ভাবছে কে জানে! কিন্তু আস্তে-আস্তে তার কপালের বলিরেখাগুলো কঠিন হয়ে উঠলো। চোখের দু'কোণ গেল কুঁচকে। ভালজাঁর চোখে যেন কেমন বন্য দৃষ্টি।

আধুলিটি নিয়ে খেলা করতে-করতে একবার আধুলিটি ছেলেটার হাত থেকে ফসকে মাটিতে পড়ে গেল। পড়েই গড়িয়ে-গড়িয়ে ঠিক ভালজাঁর পায়ের কাছে এসে আধুলিটি থেমে গেল। ভালজাঁ চট করে পা দিয়ে আধুলিটি চেপে রাখলো।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আধুলিটি হাত থেকে ফস্‌কে যেতেই ছেলেটি চটপট উঠে দাঁড়িয়েছে। আধুলিটি কোথায় গেল, তা তার নজর এড়ায়নি। সে সটান ভালজাঁর কাছে এসে হাজির হল। ভালজাঁ সব টের পেয়ে গেল। কিন্তু সে নির্বিকার বসে রইলো—যেন কিছু টের পায়নি। ছেলেটি কতক্ষণ উসখুস করলো। তারপর এসে একেবারে ভালজাঁর মুখোমুখি দাঁড়ালো। এবার আর চোখ না তুলে উপায় কি?

ভালজাঁ কটমট করে তাকালো। জিজ্ঞেস করলো,—কি চাস তুই?

—আমার আধুলিটি। ছেলেটি বললো।

—আধুলি! কিসের আধুলি রে? ভালজাঁ এবার বেশ রেগে জিজ্ঞেস করলো।

ছেলেটি ভাবাচাকা খেয়ে গেছে। লোকটি এমন খুনে দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকাচ্ছে কেন? না, তবুও সে তার আধুলি না নিয়ে যাবে না। সারা দিন এখানে-সেখানে ঘুরে গান গাইতে তার কি কম কষ্ট হয়! সেখান থেকেই এই রুজি তার।

ছেলেটি মাঠের এদিক-সেদিক তাকালো। ধারে কাছে কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ক্রমে-ক্রমে চারধার আঁধার হয়ে আসছে।

ছেলেটি ভালজাঁর আরেকটু কাছে সরে এলো। বললো,—ও সাহেব, দিন না আমার আধুলিটা। ঐতো আপনি পা দিয়ে চেপে রেখেছেন। দয়া করে আপনার পা একটু তুলুন! সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।

এবার ছেলেটির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ভালজাঁ। শেষ বিকেলের ছায়া পড়েছে তার চোখে। একদৃষ্টিতে সে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইলো। ছেলেটিকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি যেন কোন সুদূরে চলে গেছে। ভ্রূ কুঁচকে এসেছে ভালজাঁর! ধীরে-ধীরে তার চোখে বুনো আক্রোশ জমা হতে লাগলো। দু'চোখে যেন কেমন ছুরমার করে দেয়া দৃষ্টি। আবার মাঝে-মাঝে তাতে ফুটে উঠছে কেমন অসহায় ভাব।

ছেলেটি ভালজাঁর বুনো চাউনি দেখে ভয় পেলে গেল। খানিকটা সরে দাঁড়ালো সে। ভালজাঁ জিজ্ঞেস করলো,—কি নাম তোর?

—আমার নাম জেয়োভে। আমার আধুলিটি দিয়ে দিন না সাহেব। আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে। ঐই শহরের সেই কোণায়—ছেলেটির কণ্ঠ ভেজা! সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

ভালজাঁ খপ্ করে জেয়োভের হাত চেপে ধরলো। আর্তনাদ করে উঠলো জেয়োভে। হঠাৎ কি ভেবে হাত ছেড়ে দিল ভালজাঁ। জেয়োভে ততক্ষণে কান্না শুরু করে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ ফুলে-ফুলে কাঁদার পর সে আবার বললো,—সার! আপনার পা তুলুন না। আপনার পায়ে পড়ি আমার আধুলিটা দিন।

ভালজাঁ এবারও কটমট করে তার দিকে তাকালো। তারপর এক হুঙ্কার ছেড়ে বললো,—ভাগ এখান থেকে।

জেয়োভে খানিকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ভালজাঁর দিকে। তারপর অত্যন্ত জোরের সাথে সে বললো,—আমার পয়সা দিবে কিনা বলো? পা সরাও বলছি। পয়সা দাও!

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভালজাঁ এবার খেঁকিয়ে উঠলো,—ভাগ বলছি এখানে থেকে হারামজাদা।

এবার জেয়োভে সত্যি-সত্যি সরে এলো। ঝোপের ওপাশ থেকে সে তার কাঠের বাক্সটি নিয়ে ধীরে-ধীরে চলে গেলো ভালজাঁর সামনে দিয়ে মাঠের ওপারে।

সন্ধ্যা তখন রাতের মাঝে মিশে যাচ্ছে। কাক জ্যোছনা। শীতের বাতাস বইছে। জেয়োভে চলে যাবার পর কতক্ষণ ভালজাঁ ওখানে বসে ছিল তার মনে নেই। শীতের হাওয়া তার নাকে মুখে হু-হু করে লাগতেই সে উঠে দাঁড়ালো। ধীরে-ধীরে সে তার ডান পা ওঠালো। আধুলিটি মাটির সাথে সাপটে রয়েছে। জেয়োভের মুখটি তার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো। এক দৃষ্টিতে আধুলিটার দিকে তাকিয়ে রইলো ভালজাঁ। তারপর এক সময় হু-হু করে কেঁদে দিলো। সে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো,—জেয়োভে! ও জেয়োভে! তুমি কোথায়! এসো তোমার জিনিস নিয়ে যাও।

কেউ সাড়া দিল না সে ডাকে। জেয়োভে সে পথ ধরে চলে গিয়েছিল সে দিকে হাঁটতে লাগলো ভালজাঁ। মাঝে-মাঝে জেয়োভের নাম ধরে চিৎকার দিয়ে সে ডাকতে লাগলো। মাঝে-মাঝে সে থেমে এদিক-ওদিক ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। দূর থেকে কোন জিনিসকে দেখে সে ছুটে গেল জেয়োভে মনে করে।

ঘোড়ার চড়ে একজন বিশপ যাচ্ছিলেন সে পথে। ভালজাঁকে দেখে তিনি তাঁর গতি মন্থর করলেন।

ভালজাঁ বিশপকে কিছু বললেন না,—আমি ভালজাঁ। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

বিশপ ভাবলেন, লোকটা বুঝি পাগল। তিনি আবার এগোতে লাগলেন।

এবার ভালজাঁ বিশপের ঘোড়ার লাগাম ধরে বললো,—একটু আমার কথা শুনুন। আচ্ছা এদিক দিয়ে ন'দশ বছরের একটি ছেলেকে যেতে দেখেছেন?

—ন'দশ বছরের ছেলে! কি নাম তার?

—হ্যাঁ, ন'দশ বছরের ছেলে! বেশ সুন্দর দেখতে। হাতে একটি কাঠের বাক্স ও বেহালা রয়েছে। তার নাম জেয়োভে। দেখছেন তাকে?

—না তো. মনে পড়ছে না! বোধহয় সে এই এলাকার নয়। বিশপ বললেন।

—অনুগ্রহ করে একটু মনে করে দেখুন। আচ্ছা! সে বোধহয় কাঁদতে-কাঁদতে যাচ্ছিল।

বিশপ বললো,—না। এরকম কাউকে দেখেনি। ঘোড়া তখন ধীরে-ধীরে চলতে শুরু করেছে। ভালজাঁও সাথে-সাথে এগোচ্ছে।

ভালজাঁ পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে বিশপের হাতে দিয়ে বললো,—গরীবদের দেবেন বিশপ। আর আমার কথা বলবেন। বিশপ আমি কিছু বলতে পারছি না, কিছু বোঝাতেও পারছি না।

বিশপ অবাক হলেন। বললেন,—টাকা!

—হ্যাঁ হ্যাঁ বিশপ, আমাকে একটু দয়া করুন,—পকেট থেকে আরো দু'টাকা বের করে বিশপকে দিয়ে বললো ভালজাঁ,—নিন, গরীবদের দেবেন।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভালজাঁ এবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। সে তখন বলছে,—আমায় গ্রেফতার করুন বিশপ। আমি খুনে, ডাকাত, চোর, বদমাশ—আমাকে গ্রেফতার করুন।

বিশপ কোন জবাব দিল না। ঘোড়ার পিঠে চাবুক বসিয়ে তিনি জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। পিছু-পিছু ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে ভালজাঁ মুখ থুবড়ে পড়লো একেবারে।

খানিক পর উঠে দাঁড়ালো ভালজাঁ। একটু দূরে তার বাসন-কোসনের থলেটা পড়ে রয়েছে। থলিটি হাতে নিয়ে সে টলতে-টলতে পথ চলতে লাগলো। হাঁটতে-হাঁটতে সে একটা তে-মাথার কাছে পৌছলো। ঘোলাটে দৃষ্টিতে সে তিনটি পথের দিকে তাকাতে লাগলো, সে কোন পথে যাবে? ক্লান্তিতে সারা শরীর যেন জড়িয়ে রয়েছে। তে-মাথার কাছে একটি পাথরের উপর বসে পড়লো জাঁ ভালজাঁ!

খানিক পর আবার সে হাঁটতে শুরু করলো। ভালো-মন্দ পাপ-পুণ্য নানা ভাবনায় তখন তার মনে ঝড় বয়ে চলেছে। বিশপের কথা মনে হলো—তুমি এবার থেকে সৎপথে চলবে ভালজাঁ। প্রভু যীশু তোমার মঙ্গল করুন। ভালজাঁ ভাবছিলো—সে কি ভালভাবে জীবন-যাপন করতে পারবে? সাথে-সাথে তার মনে জাগলো জিঘাংসা। আবার হঠাৎ করে জেয়োভের কথা মনে হলো। পাপ-পুণ্যের দোদুল দোলায় আন্দোলিত একটি ঝড়ের পাখির মতো ভালজাঁ পথ চলতে লাগলো। হঠাৎ ভালজাঁ দেখতে পেল—দূর থেকে যেন দুটো মশাল তার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে মনে হলো—সে দুটো মশালের একটি হলেন বিশপ, আরেকটি সে নিজে। ধীরে-ধীরে একটি মশাল হারিয়ে গেলো আর আরেকটি মশাল যেন তাকে পথ দেখাতে লাগলো। সে মশালটি বিশপ। ভালজাঁ আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

ভালজাঁ কতক্ষণ কেঁদেছিল, তারপর সে কোথায় চলে গেলো তা জানা গেলো না আনেকদিন। তার জন্যে কোন খোঁজও সেদিন পড়েনি। উনিশ বছরের কয়েদ খাটা একটি লোক এ শহরের ক'জনই বা চেনে, যদিও বা চেনে, কেই-বা তার খবর নেবে! বিশপ ছাড়া সবাই তো তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

ভালজাঁ কোথায় গেল তা কেউ জানে না। তবে সেদিন রাত তিনটার সময় যখন সরকারি ডাকগাড়ি যাচ্ছিল, তখন কে একজন বিশপের বাড়ির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বিড়বিড় করে কি জানি বলছিল। ডাক গাড়ির লোকজন তাকে দেখেছিল।

ফ্রান্সের একটি শহর এম্‌সুরেম। নকল চুনির ব্যবসায়ের জন্য সে সময় সারা ইউরোপে শহরটির বেশ খ্যাতি ছিল।

১৮১৫ সালের শীতের এক রাত। শহরে সে রাতের দারুণ লোরগোল কারণ, শহরের টাউন হলে আগুন লেগে গেছে। সেই আগুনের শিকার হয়েছে লোকজন। ছুটোছুটি আর চিৎকার আর আর্তনাদে সেই এলাকায় তখন যেন এক প্রলয়কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। জমায়েত লোকজনের মধ্যে একজন সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। লোকটির সাজপোশাক শ্রমিকের মতো। পিঠে ঝোলা, হাতে লাঠি। আগুনের মধ্য থেকে লোকটি পুলিশের বড় কর্তার দু ছেলেকে উদ্ধার করলেন। পরে জানা গেল—লোকটি এ শহরে নতুন এসেছে। তিনি এ শহরের বাসিন্দা নন। তার নাম ফাদার মাঁদলেন। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। মাথার চুলে পাক ধরেছে।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শহরে আগমনের সাথে সাথেই ফাদার মাঁদলেন শহরের বাসিন্দাদের কাছে পরিচিত হয়ে গেলেন। এমন একজন আত্মত্যাগী লোক সম্পর্কে শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে তখন কোন প্রশ্নও দেখা দিল না। ফাদার মাঁদলেন সেই শহরে বসবাস শুরু করলেন। সামান্য পুঁজি নিয়ে ইমিটেশন চুনির একটা কারবারও খুলে বসলেন।

দিনের পর দিন যায়। ফাদার মাঁদলেনেরও দিন বদল হচ্ছে। ফাদার মাঁদলেনের ছিল অপূর্ব কর্মশক্তি। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর কারবারের অবস্থা পাল্টে ফেললেন। তিনি ইমিটেশন চুনি প্রস্তুতের উন্নততর এক রাসায়নিক প্রক্রিয়া বের করলেন। তাঁর কারখানার চুনি সবার উপরে টেক্কা দেয়া শুরু করলো। সাধারণ লোক তো দূর থাক, পাকা জহুরীরাও অনেক সময় তাক্ লেগে যেত—এ আসল চুনি, না নকল চুনি! দেখতে-দেখতে সবখানে তার কারখানার চুনির নাম ছড়িয়ে পড়লো। ফাদার মাঁদলেনের কারখানা দিন-দিন বড় হতে লাগলো, কারবার ফুলে ফেঁপে উঠলো। এর সাথে-সাথে ফাদার মাঁদলেন তাঁর চুনির দাম কমিয়ে দিলেন আর কারখানার কারিগরদের মজুরী দিলেন বাড়িয়ে। কারবার শুরু করবার বছর পাঁচেকের মধ্যে তিনি বিপুল অর্থের অধিকারী হলেন। নকল চুনির ব্যবসাটি তিনি প্রায় একচেটিয়া করে ফেললেন। সারা ইউরোপে তাঁর চুনির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো।

কতো টাকা পয়সার মালিক হলেন ভালজাঁ, কিন্তু একটুও দেমাগ নেই। সাদাসিধে চালচলন। চুলগুলো তাঁর লম্বা হয়ে গেছে। চেহারা দেখতে খানিকটা শ্রমিকের মতো। গাম্ভীর্যময় মুখমণ্ডল। কিন্তু যখন হাসেন, তখন প্রাণ খুলে হাসেন। লোকজনের সাথে তিনি বড় একটা মেশেন না। নীরবে কাজ করে যান। কোথাও বসে তিনি আসর জমান না, তাঁর কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে বলেও মনে হয় না। মাঁদলেন বাইরে বেড়াতে বেরোন। যখন পথ চলেন, তখন মনে হয় যেন কোন এক সুদূর অতীত চেতনাকে নিবন্ধন করে তিনি চলেছেন। তাঁকে দেখে মাঝে-মাঝে মনে হয়—তিনি যেন পাথরে খোদাই এক দার্শনিকের প্রতিচ্ছায়া। সাধারণ মোটা কাপড়ের জমা কোট। তাতে গলা পর্যন্ত বোতাম লাগানো, মাথায় একটি মোটা টুপি—এই হলো তাঁর পোশাক। যখন বাইরে বেড়াতে বের হোন তখন হাতে থাকে বন্দুক। আড়ম্বর নেই, বিলাসিতা নেই, কোন কিছুই নেই। অতি সাধারণ ফাদার মাঁদলেনের জীবন-যাত্রা। তাঁর বিশ্রামের শয়নকক্ষটিও নিরাভরণ। শুধু দুটি সেকেলে ধরণের রূপোর বাতিদান ছাড়া সে ঘরে আর তেমন আসবাব-পত্র নেই। কুলুঙ্গীতে বসানো রয়েছে সে দুটো বাতিদান। আরেকটি জিনিস তাঁর বাড়িতে ছিল। তা হলো বইপত্রের একটি ছোটখাট সংগ্রহ। অবসর সময়ে আর সব কাজের পর তিনি বই পড়তে ভালবাসতেন। এ বয়সেও দেহে তাঁর যেন দৈত্যের মতো বল। লোকের উপকার হয় এ ধরণের কোন নগণ্য কাজ করতেও তাঁর দ্বিধা-সঙ্কোচ নেই। রাস্তা দিয়ে চলছেন ফাদার মাঁদলেন, দেখলেন কারো ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। তিনি গিয়ে তুলে দিলেন। ক্ষ্যাপা ষাঁড় ছুটছে, কেউ সাহস করে পাগলা ষাঁড়কে ঠেকাতে সামনে এগোচ্ছে না, প্রাণভয়ে সবাই এধার-ওধার ছুটছে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন ফাদার মাঁদলেন। তিনি ষাঁড়কে ঠেকালেন। বাগে নিলেন ষাঁড়ের শিং দুটো ধরে, তাকে প্রায় নিশ্চল করে ফেললেন। এ সময়ও তার দেহে এমনি বল।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পথ চলছিলেন মাঁদলেন। এক জায়গায় বেশ ভিড় জমে গেছে। কি ব্যাপার ? গাড়ীর চাকা কাঁচা মাটির রাস্তায় কাঁদায় বসে গেছে। ফাদার মাঁদলেন সেই কাঁদার মধ্যে নেমে চাকা তুলে দিয়ে সাহায্য করলেন।

ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা ফাদার মাঁদলেনের দারুণ ভক্ত। ফাদার মাঁদলেন বেড়াতে গেলে পকেট ভর্তি খুচরা পয়সা নিয়ে বেরুতেন। মাঝে-মধ্যেই গ্রামের ভেতর বেড়াতে যেতেন তিনি। তাঁকে দেখলেই গরীব ছেলেমেয়েদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে যেত। তাঁকে ঘিরে দাঁড়াতো ছেলেমেয়েরা। তাদের তিনি পয়সা দিতেন। গ্রামের লোকজনের কাছে ফসলের খবরাখবর জিজ্ঞেস করতেন। এটা-ওটা উপদেশ দিতেন। দেখে শুনে মনে হতো, ফাদার মাঁদলেন বোধহয় এককালে একজন অভিজ্ঞ চাষী ছিলেন এবং দীর্ঘদিন গ্রামে কাটিয়েছেন। কিন্তু কেউ তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেতো না। সবার খবরাখবর ফাদার মাঁদলেন নিতেন, কিন্তু কারো সাথে বড় বেশি মিশতেন না। শহরের ছেলেমেয়েরাও তাকে খুব ভালবাসতো। ফাদার মাঁদলেন লোক বড় ভাল, তিনি কত রকমের খেলনা দেন, ছবি দেন, খাবার দেন, দেন চকোলেট।

আরেকটি কাজ করেন ফাদার মাঁদলেন। কিন্তু তা অনেকটা গোপনে। দু'হাত খুলে তিনি গরীবদের সাহায্য করেন। অবশ্যি একথাও লোকজনের কাছে চাপা পড়েছিল। ফাদার মাঁদলেন এগিয়ে এলেন। টাকা-পয়সা দিয়ে হাসপাতালটির কাজকর্ম আবার ভালভাবে চালু করলেন। হাসপাতালে আরো দশটি বিছানা বাড়ানো হলো। এই বাড়তি খরচও মাসে-মাসে ফাদার মাঁদলেন বহন করতে লাগলেন। শহরের যে অংশে তিনি বাস করতেন, সেখানে ভাল ইস্কুল ছিল না—নামমাত্র একটা ইস্কুল ছিল। কিন্তু তাও অত্যন্ত জীর্ণ, হতশ্রী অবস্থা। ফাদার মাঁদলেন ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য একটি ইস্কুল স্থাপন করলেন। দুটো নতুন সুন্দর দালান তিনি তৈরি করে দিলেন। শিক্ষকদের বেতন ছিল কম। তিনি তাদের বেতন বাড়িয়ে দিলেন। বাড়তি টাকাটা দিলেন নিজের পকেট থেকে। তিনি বৃদ্ধ ও পঙ্গু শ্রমিকদের সাহায্যের জন্যে একটি সমবায় তহবিল গঠন করলেন। শ্রমিকদের জন্যে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও স্থাপন করলেন।

এত যে দান-ধ্যান করেন, এত যে টাকা-পয়সা, এ নিয়ে ফাদার মাঁদলেনের কোন রকম দম্ভ নেই। নিজেকে জাহির করার সামান্য প্রচেষ্টাও তার রয়েছে বলে মনে হয় না। আর লোকজনের সেবা ? সেবাকে ফাদার মাঁদলেন জীবনের ব্রত হিসেবেই গ্রহণ করেছেন।

শহরের সাধারণ লোকজনের এই প্রিয়জনটির জীবন এমনিভাবেই কেটে যাচ্ছিল। শহরের লোকজন তাঁকে শ্রদ্ধা করে ডাকে মঁসিয়ে মাঁদলেন। কিন্তু শ্রমিক, কারিগর ও ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে তিনি ফাদার মাঁদলেন, প্রিয় মাঁদলেন। দানধ্যান করেন, শ্রমিক, কারিগরদের মঙ্গলের কথা এত চিন্তা করেন, তার উদ্দেশ্য কি ? এ নিয়ে কারো-কারো দারুণ মাথা ব্যথা শুরু হলো। মাঁদলেন যখন প্রথম কারবার শুরু করেছেন, কারবারের পেছনে অসম্ভব খাটছেন তখন এসব লোকজন বলতেন,—মাঁদলেন বড়লোক হতে চায়। কিন্তু যখন তারা দেখলেন মাঁদলেন নিজে বড়লোক হতে চায়। কিন্তু যখন তারা দেখলেন মাঁদলেন নিজে বড়লোক হওয়ার জন্য নয়—অন্যকে

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সচ্ছল করে বড় করে তুলতে চাচ্ছেন, বিত্তহীনদের রুজি-রোজগারের সুযোগ দিচ্ছেন, তিনি আসার পর শহরের শ্রমিক ও কারিগরদের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে, কারবারে ঠিকমতো টিকে থাকার জন্যে ফাদার মাঁদলেনের দেখাদেখি অন্যান্য ব্যবসায়ীরা শ্রমিক ও কারিগরদের মজুরী কিছু না কিছু বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

ফাদার মাঁদলেন আসার পর শহরটি আগের চেয়ে অনেক প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে—তখন লোকজন বলা শুরু করলেন,—ফাদার মাঁদলেন খ্যাতির কাঙ্গাল, কারবার ভালো করে বাগিয়ে বসেছে। এখন একটু যশের প্রয়োজন, প্রতিপত্তির প্রয়োজন। ফাদার মাঁদলেন তাই চান।

ফাদার মাঁদলেন এ শহরের আসবার পর থেকে এক ভদ্রলোকের চোখের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে। তিনি হলেন ঐ প্রদেশের সংসদের সদস্য। যারা একটু অপরিচিত একটু আধটু সমাজহিতকর কাজ করতেন, তাদের সবাইকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী বলে সন্দেহ করতেন। ফাদার মাঁদলেনকে দেখে তিনি ভাবলেন লোকটি নির্ঘাত সংসদের সদস্য হতে চায়। তাই সদস্য ভদ্রলোকও আদাপানি খেয়ে লেগে গেলেন। শহরের হাসপাতালে তিনিও কিছু টাকা-পয়সা সাহায্য দিলেন। বাড়তি দুটো বিছানার ব্যবস্থা করে দিলেন। ধর্মের প্রতি সদস্য ভদ্রলোকের এমনিতে কোন আস্থা ছিল না। যারা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করতেন, তাদেরকে বরঞ্চ তিনি করুণার চোখে দেখতেন। এদিকে ফাদার মাঁদলেন প্রতি রোববার নিয়মিত গীর্জায় যান। বাইবেলের নির্দেশ অনুসারে জীবন নির্বাহের চেষ্টা করেন। ভীষণ ভাবনায় পড়লেন সদস্য ভদ্রলোক। তারপর তিনি ভোল পাল্টে ফেললেন আর যাই হোন, নির্বাচনে মাঁদলেনকে হারাতেই হবে। তিনি দু'বেলা গীর্জায় যাওয়া শুরু করলেন।

দেখতে-দেখতে বছর চারেক কেটে গেল। ১৮১৯ সালের দিকে এম্সুরেম শহরে এ-কান থেকে ও-কানে একটি খবর ছড়িয়ে পড়লো। কি বৃত্তান্ত ? না, রাজা নাকি স্থির করেছেন—ফাদার মাঁদলেনকে এম্সুরেম শহরের মেয়র হিসাবে মনোনয়ন দেবেন।

ফাদার মাঁদলেনের ইচ্ছাটা কী, এ নিয়ে চিন্তায় যাদের খাদ্য মুখে উঠছিলো না, তারা এবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। তারা বলাবলি শুরু করলেন—কি, আগেই তো বলেছিলাম যে, ঐ ফাদার মাঁদলেন একটু খ্যাতি আর প্রতিপত্তি চায়। এবার দেখলে তো!

শহরের লোকজন খবরটা কোত্থেকে পেয়েছিল জানি না, কিন্তু আসলে খবরটা একটা নিছক গুজবও ছিল না। সত্যি-সত্যি রাজা ফাদার মাঁদলেনকে মেয়র হিসাবে নিযুক্ত করলেন। সরকারি গেজেটে তার নাম ছাপা হলো।

কিন্তু ফাদার মাঁদলেন রাজার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি তাঁর অক্ষমতার কথা জানালেন। যারা জল্পনা-কল্পনা করছিলেন, তাঁদের মুখে রা রইলোনা।

নকল চুনি প্রস্তুতের যে আধুনিক পদ্ধতি ফাদার মাঁদলেন আবিষ্কার করেছিলেন; সেবছর শিল্প প্রদর্শনীতে তা দেখানো হলো। চুনি বিশেষজ্ঞেরা পদ্ধতিটির প্রচুর প্রশংসা করলেন। ফাদার মাঁদলেনের এই কৃতিত্বের জন্যে রাজা তাকে বিশেষ উপাধি দান করলেন। মাঁদলেন এবারো জানালেন, রাজা মাঁদলেনকে খেতাব দিয়েছেন। শুনে সেই জল্পনাকারী লোকজন বলেন,—তাই বলো। মাঁদলেন গোপনে-গোপনে এই খেতাব

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু মাঁদলেন যখন খেতাব প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন তারা রীতিমত হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। ব্যাপার কি! ফাদার মাঁদলেনের ইচ্ছেটা তাহলে কি? কেউ-কেউ বলাবলি শুরু করলেন,—দেমাক, স্রেফ দেমাক। মাঁদলেন এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।

কেউ-কেউ বললেন,—ফাদার মাঁদলেন অত অল্পতে তুষ্ট নয়। শুধু মেয়র করলেই চলবে না—মাঁদলেন ক্রশ চায় ক্রশ, কিন্তু ফাদার মাঁদলেন যখন ক্রশ গ্রহণেও অসম্মতি জানালেন, তখন সবাই ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। মাঁদলেন তাহলে আসলে কি চান? লোকটা কি খেয়ালী?

এদিকে সমাজের বিশেষ শ্রেণীর লোকজন ফাদার মাঁদলেনের দিকে বেশ ঝুঁকে পড়লেন। নানা জায়গা থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ আসা শুরু করলো। একদিন যারা ফাদার মাঁদলেনকে দেখে নাক উঁচুভাব করতেন তাঁদেরই কেউ-কেউ এগিয়ে এলেন সখ্যতা করার জন্যে। ধনবান ফাদার মাঁদলেনের কারবারে দেশের বড়-বড় ধনীরা তাদের টাকা খাটানোর আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু ফাদার মাঁদলেন এসব আমন্ত্রণও গ্রহণ করলেন না। সখ্যতা করার জন্যে যারা হাত বাড়ালেন, তাঁরা ফাদার মাঁদলেনের নাগাল পেলেন না। ব্যর্থ হয়ে তারা সবাই বলাবলি শুরু করলেন,—কোথাকার না কোথাকার লোক এই মাঁদলেন! একেবারেই পেঁয়ো! ভদ্রতা জানে না, বকলম, একটি বেন্দে—ইত্যাদি! এসব কথায় ফাদার মাঁদলেন অবশ্য কোন আমল দিতেন না।

দেশের রাজা কিন্তু ভুললেন না। পরের বছর অর্থাৎ ১৮২০ সালে তিনি আবার ফাদার মাঁদলেনকে এম্‌সুরেম শহরের মেয়র হওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। ফাদার মাঁদলেন এবারও রাজি হলেন না। কিন্তু রাজাও এবার এসব শুনতে রাজি নন।

তিনি বললেন,—দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য ফাদার মাঁদলেনের আরো সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে। উঁহু, কোনো কথা নয়। মঁসিয়ে মাঁদলেনকে অবশ্যই রাজি হতে হবে।

এদিকে ফাদার মাঁদলেনের কারখানা-বাড়ির সামনে এসে জনগণ ভিড় জমিয়ে দাবী জানানো শুরু করলো—ফাদার মাঁদলেনকে মেয়র হতেই হবে। দেশের বড়-বড় লোকেরা, সমাজের উঁচু বংশের লোকেরাও তাঁকে অনুরোধ জানালেন।

একটি বুড়ী তার ঘরের জানালা থেকে চেঁচিয়ে বলল,—মঁসিয়ে মাঁদলেন, আপনি দয়া করে মেয়র পদ গ্রহণে সম্মত হন। আপনি কি জনসাধারণের মঙ্গল চান না? মেয়র যদি একজন সৎ, জ্ঞানবান ও কর্মনিষ্ঠ লোক হয়, তবে জনসাধারণের ভীষণ উপকার হয়, আমাদের সেই উপকার করার যোগ্যতা আপনার রয়েছে মঁসিয়ে মাঁদলেন। এতে অসম্মতি জানিয়ে আপনি আমাদের অপমান বা অপমান করতে পারবেন না।

এত লোকের অনুরোধকে উপেক্ষা করা গেল না। এম্‌সুরেম শহরের মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণে ফাদার মাঁদলেন শেষ অব্দি রাজী হলেন।

কিন্তু মেয়র হয়েও সেই আগের মতোই রয়ে গেলেন তিনি। মেয়রের কাজটুকু শেষ করে তিনি বাকী সময় একাকী থাকতে ভালবাসতেন, শুধু নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজের মনের উত্তাপ দিয়ে, কখনো নাম না জানা উদাস-করা নিঃসঙ্গতায়

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হারিয়ে গিয়ে, বেদনার পোড়াতে-পোড়াতে তিনি সেসময় ব্যক্তিগত কিংবা জনকল্যাণকর নানা কাজে নিজেকে মগ্ন রাখতেন। এসব অনেক কাজেরই পুরো ইতিহাস অনেকেরই জানা ছিল না। মঁসিয়ে মাঁদলেন মাঝে-মাঝে বলতেন,—এ পৃথিবীতে কেউ খারাপ নয়, কোন কিছুই খারাপ নয়; আসলে সত্যি কথা বলতে কি—পারিপার্শ্বিকের জন্যে সবকিছু হয়।

মঁসিয়ে মাঁদলেনের আরেকটি অভ্যাসের কথা এখানে বলতে ভুলে গেছি। অল্প বয়সী ছেলেরা বিশেষ করে যারা গান গেয়ে পয়সা রোজগার করে বেড়ায় কিংবা যারা দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ায় ও চিমনি পরিষ্কার করে, তাদেরকে দেখতে পেলে মঁসিয়ে মাঁদলেন কাছে ডাকতেন। তাদের নাম-ধাম, এ-কথা সে-কথা জিজ্ঞেস করতেন। পরে টাকা-পয়সা দিয়ে বিদায় করতেন। কালক্রমে একথা বিভিন্ন শহরে জানাজানি হয়ে গেল। অনেকে ছেলে টাকা-পয়সা পাবে এমন লোভে এম্‌সুরেম শহরে এসে মঁসিয়ে মাঁদলেনের নজরে পড়ার চেষ্টা করতে লাগল।

মেয়র মঁদলেনের যোগ্য পরিচালনায় এম্‌সুরেম শহরের দিন-দিন শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। সবার উপার্জন আগের চেয়ে বেড়ে গেল। সরকারের রাজস্ব আদায়ের অসুবিধা কমে গেল। রাজস্ব আদায়ে আগে যে টাকা খরচ হতো, তার চার ভাগের এক ভাগ খরচ কমে গেলো। রাজস্ব মন্ত্রী তাঁর রিপোর্টে একথার উল্লেখ করলেন।

১৮২১ সালে 'ডি' শহরের সেই বিশপ মিরিয়েল মারা গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বোন তাকে দেখাশুনা করতেন।

বিশপ মিরিয়েলের মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেল, মঁসিয়ে মাঁদলেন শোকচিহ্নস্বরূপ কালো পোশাক পরিধান করেছেন।

শহরে এ নিয়ে আবার নতুন জল্পনা-কল্পনা শুরু হল। অনেকেই ধারণা করলেন, বিশপ মিরিয়েল হলেন মঁসিয়ে মাঁদলেন-এর রক্ত সম্পর্কিত কোন নিকটজন। বিশপ মিরিয়েল ছিলেন একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। এবার মঁসিয়ে মাঁদলেনের উপর লোকজনের শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। সমাজে উঁচু শ্রেণীর লোকদের তাঁকে নিজের লোক ভাবতে তখন আর তেমন দ্বিধা নেই। মঁসিয়ে মাঁদলেনও এটা বুঝতে পারলেন। তাঁর প্রতি সমাজের বিশেষ শ্রেণীর লোকজনের সৌজন্য, তাঁকে প্রীতি সম্ভাষণের ঘটা দেখে অন্ততঃ এটা না বোঝার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তবু একটা খটকা থেকে গেল।

বিশপের মৃত্যুর কয়েক দিন পর অভিজাত শ্রেণীর এক কৌতূহলী বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন,—মঁসিয়ে মাঁদলেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ? বিশপ মিরিয়েল কি আপনার কোন নিকট আত্মীয় ছিলেন ?

মাঁদলেন জবাব দিলেন,—না।

—তবে! আপনি তাঁর মৃত্যুতে শোকচিহ্ন ধারণ করেছেন কেন ?

মাঁদলেন খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন,—ছোটবেলায় আমি বিশপ মিরিয়েলের চাকর ছিলাম।

বৃদ্ধা খানিকটা থতমত খেয়ে গেলেন।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সময় গড়িয়ে যায়। বদল হয় মানুষের ধ্যান-ধারণা। সময়ের প্রবাহে অতীতের অনেক বিরূপতা মানুষ ভুলে যায়। মানুষ তার ভুলও বুঝতে পারে। মঁসিয়ে মাঁদলেনের বেলায়ও তাই হলো। তাঁর উপর একশ্রেণীর লোকের যে বিরূপভাবে ছিল, ক্রমে তা দূর হয়ে গেলো। তাঁকে নিয়ে আর জল্পনা-কল্পনা হয় না, নিন্দা, ঈর্ষা, কুৎসা সবকিছুই একদিন শেষ হলো। শহরের লোক আজ তাদের প্রিয় মেয়র মঁসিয়ে মাঁদলেনকে আন্তরিক সম্মান করে। 'ডি' শহরের বিশপ মিরিয়েল সম্পর্কে জনসাধারণ যে ধারণা পোষণ করেন, মঁসিয়ে মাঁদলেন সম্পর্কেও সবার তেমনি উঁচু ধারণা। দূর-দূরান্ত এমনকি অন্য শহর থেকেও লোকজন তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে আসে। বিবাদ-বিসম্বাদ হলে আদালতে যাওয়ার আগে তাঁর কাছে বিচারের ভার দেয়। শহরে আসার মাত্র সাত বছরের মধ্যে নানা অভিজ্ঞতার উত্তরণে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১৮২১ সালে মঁসিয়ে মাঁদলেন হয়ে গেলেন সে-শহরের জনগণের প্রিয় মাঁদলেন।

সারা দেশের লোক যাঁকে আপনজন হিসাবে ভাবছে, শ্রদ্ধা করছে, তাঁকে এম্‌সুরেম শহরের অন্ততঃ একজন সহ্য করতে পারছিল না। মঁসিয়ে মাঁদলেনের প্রতি তার মনে রয়েছে সন্দেহের দোলা। সন্দেহটি তার মনে বলতে গেলে একটি খুঁটির মতো দাঁড়িয়েছে। মাঁদলেনের যে এত সুনাম, এত প্রতিপত্তি, এত আকর্ষণ রয়েছে তবুও কেন যেন তার মনের বিরূপ ভাবটি কাটেনি। মেয়র মঁসিয়ে মাঁদলেন রাস্তা দিয়ে যখন হেঁটে চলতেন, তখন এই লোকটিকে মাঝে-মাঝে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখা যেত। কখনো-কখনো সে অনুসরণ করে চলতো মেয়র মাঁদলেনকে। চট করে বোঝবার উপায় নেই যে, লোকটি মেয়র মাঁদলেনের পিছু নিয়েছে, কিংবা তার প্রতি লক্ষ্য রাখছে। কিন্তু কেউ যদি এদিকে ভালভাবে নজর দিতো তাহলে দেখতে পেতো, লোকটি যেন মেয়র মাঁদলেনের পেছনে একেবারে আঠার মতো লেগে রয়েছে।

লোকটি দীর্ঘকায়, তার নাক চ্যাপ্টা, ঠোঁটের উপর একজোড়া প্রকাণ্ড গোঁফ, মঙ্গোলীয়ান ধরনের বৃহৎ চোয়াল, ছোট মাথা, মাথার চুলে কপাল ঢাকা। তাকে দেখলেই লোকের মনে ভয়ের সৃষ্টি হয়। তার মুখের হাসি দেখা অতি বিরল ঘটনা। মনে হয় সব সময়ই সে বুঝি রেগে রয়েছে। মুখের ভাবে রয়েছে আঁকিবুকি কুঞ্চিত রেখা, চোখের দৃষ্টি কেমন যেন একটু মিনমিনে; কেমন যেন এক অদ্ভুত দৃষ্টি। লোকটি মাঝে-মাঝে যখন হাসে তার নাকের দু'পাশে চ্যাপ্টা দু'টো ভাঁজ পড়ে। নাকের গভীর ছিদ্র আরো কেঁপে ওঠে। হাসলে তাকে দেখায় বাঘের মতো। মনে হয় লোকটি বোধহয় সব ধরণের নিষ্ঠুর কাজই করতে পারে। তার পরনে সর্বদা থাকে খাকি পোশাক। হাতে বেতের লাঠি; মাথায় টুপি। কপালের বেশ খানিকটা সেই টুপিতে ঢাকা থাকে। মাঝে-মাঝে তাকে গুপ্তচরের মতো মনে হয়; কখনো মনে হয় শিকারী বাঘের মতো। মনে হয় অতর্কিতে কোন গুপ্তস্থান থেকে বুঝি সে সামনে লাফিয়ে পড়বে। সাধারণ লোকের সাথে অবশ্য একটি ব্যাপারে তার মিল রয়েছে। আনন্দিত হলে সে নাকে নস্যি নিতে শুরু করে।

এই লোকটি হলো এম্‌সুরেম পুলিশের ইন্সপেক্টর জাভেয়র। আগে সে দক্ষিণ প্রদেশের কারাগারের কর্মে নিযুক্ত ছিল।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জাভেয়রের জন্ম হয় কারাগারে। তার বাবা ছিল কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামী। সে নৌকায় কাজ করতো। তার মা লোকের হাত গুণে ভাগ্য ফল বলতো। জাভেয়রের চরিত্রের একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল। তা হলো—বিদ্রোহের প্রতি বিদ্বেষ এবং শাসকদের প্রতি আনুগত্য। তার ধারণা ছিল বিচারক কখনো অন্যায় করেন না; শাসনকর্তার কখনো ভুল হতে পারে না। তার ধারণা—যে অপরাধী, তার কাছ থেকে কোন শুভ ফলের আশা করা যায় না; অপরাধীর কখনো দোষ স্খলন হবার নয়। শাসন-সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত উর্ধতন প্রত্যেক লোকের প্রতি ছিল তার গভীর সম্মানবোধ। আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে ছিল তার চরম ঘৃণা, অবজ্ঞা আর বিদ্বেষ। আরেকটি কথা—নরহত্যা থেকে সাধারণ চৌর্যবৃত্তি পর্যন্ত সব অপরাধই ছিল জাভেয়রের কাছে বিদ্রোহের নামান্তর।

তবে একথাও ঠিক, তার চরিত্রে তেমন কোন দোষ ছিল না। অনেক পুলিশ কর্মচারীর মধ্যে রূঢ়তা, ক্রূরতা, প্রভুত্ববোধ, নিচতা থাকে; তার খানিকটা ইন্সপেক্টর জাভেয়রের মধ্যেও ছিল। কিন্তু নিচমনা যাকে বলে সে তেমনটি ছিল না। আমোদ-প্রমোদে সে সময় নষ্ট করে না। কাজে তার কোন শিথিলতা নেই। বরঞ্চ বলা যায়, কর্তব্যের কাছে সে আত্মদান করেছিল। যে কাজে সে নিযুক্ত থাকতো সে কাজ শেষ করাই ছিল তার ধ্যান ধারনা। কর্তব্য করতে গিয়ে সে চারধারে রাখতো সজাগ দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে প্রেম নেই, প্রীতি নেই, পক্ষপাতিত্ব নেই—আছে শুধু কর্তব্য আর কর্তব্য। প্রলোভন তার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অপরাধীকে খুঁজে বের করা তার সাধনা; অপরাধ যত সামান্যই হোক না কেন; জাভেয়রের চোখে তা' মারাত্মক, অপরাধীকে ধরার জন্যে সে চরম নির্মম। এমনকি তাঁর বাবা কিংবা তার মা কোন অন্যায় করলেও জাভেয়র হয়তো নির্মমতার সাথে ধরিয়ে দিয়ে চরম তৃপ্তি পেতো।

এই জাভেয়রের দৃষ্টি পড়লো মঁসিয়ে মাঁদলেনের উপর। আগেই বলেছি—মঁসিয়ে মাঁদলেনের প্রতি ইন্সপেক্টর জাভেয়রের সন্দেহ একটি সংস্কারের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পৃথিবী যেভাবেই চলুক না কেন, বিড়াল যেমন ইঁদুরের অস্তিত্ব বুঝতে পারে, এ অনেকটা তেমনি। এ কথা ঠিক—মানুষের এ ধরনের সংস্কার অভ্রান্ত নয়। তাহলে বুদ্ধি বৃত্তির চেয়ে সংস্কারই হতো উৎকৃষ্ট। কিন্তু সে যাই হোক—জাভেয়র অন্ততঃ অনুভূতি কিংবা সংস্কারের বশেই মঁসিয়ে মাঁদলেনের প্রতি সন্দেহ পোষণ করছিল। তার মনে জিজ্ঞাসা—এঁকে যেন কোথায় দেখেছি? আমি কি প্রতারিত হবো?

ইন্সপেক্টর জাভেয়র যে তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখছে এ কথা মঁসিয়ে মাঁদলেনও বুঝতে পারলেন। জাভেয়র যেভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, যেভাবে অনুসরণ করে, তা' মাঝে-মাঝে রীতিমত অভব্য ও অস্বস্তিকর। কিন্তু এতে মঁসিয়ে মাঁদলেনের কোন ভাবান্তর হলো না। তাঁর উদার চোখে এ জন্যে কোন মেঘ জমেছে বলেও বোঝা গেল না। তিনি তাঁর সেই আগের অভ্যাস মাফিকই চলাফেরা করতেন। জাভেয়রকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসাও করলেন না, তার কাছে তিনি গেলেনও না কিংবা এড়িয়েও চললেন না। আর সবার সাথে তিনি যেভাবে চলেন, জাভেয়রের সাথেও তাঁর তেমনি সম্পর্ক।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জাভেয়ারও মঁসিয়ে মাঁদলেনের এমনি ব্যবহারে খানিকটা চিন্তিত হলো। কিন্তু মঁসিয়ে মাঁদলেনও জাভেয়ারের একদিনের আচরণে খানিকটা ভাবনায় পড়লেন।

এম্‌সুরেম শহরে এক ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান ছিল, তার নাম ফোশলভাঁ। ফোশলভাঁ বয়সে বৃদ্ধ। সে সামান্য লেখাপড়া জানতো। আগে সে অন্য ব্যবসায় করতো। কিন্তু তাতে সে তেমন সুবিধা করতে পারলো না। ব্যবসায় ফেল পড়লো। নিরুপায় হয়ে সে ঘোড়ার গাড়ি চালানো শুরু করলো। মঁসিয়ে মাঁদলেনের প্রতি ফোশলভাঁর একটি ঈর্ষাভাব ছিল। কারণটাও স্বাভাবিক। কোথাকার কোন মুলুক থেকে মাঁদলেন এই শহরে এসে সামান্য অবস্থা থেকে হু-হু করে কারবার জমিয়ে বসলো এবং বলতে গেলে সারা ব্যবসার একচেটিয়া করে নিল আর ফোশলভাঁ গেল দিন-দিন রসাতলে। ফোশলভাঁ সুযোগ পেলে মঁসিয়ে মাঁদলেনের ক্ষতি করারও কসুর করবে না, এমনি ব্যাপার।

মাল বোঝাই গাড়ি নিয়ে ফোশলভাঁ একদিন কাঁচামাটির রাস্তা ধরে যাচ্ছিল। আগের দিন রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল। রাস্তায় কাদা জমে গেছে। চলতে-চলতে একসময় রাস্তায় একপাশের থকথকে কাদার মধ্যে গাড়ি হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ঘোড়াটিও মুখ থুবড়ে কাদার মধ্যে পড়ে গেল। ফোশলভাঁ গাড়ির চাকার নিচে সেই কাদার মধ্যে আটকে গেল।

দেখতে-দেখতে চারধারে লোক জমে গেল। সবাই হৈ-চৈ শুরু করে দিল। এ-বলে এ-কথা, ও-বলে সে-কথা। কিন্তু ফোশলভাঁকে বাঁচাবার তেমন কোন ব্যবস্থা কেউই করছে না। এর মধ্যে একজন শুধু গাড়ি তোলার জ্যাক্ আনতে লোক পাঠাল। অনেক লোকই জমেছে মজা দেখার জন্যে।

মঁসিয়ে মাঁদলেন তখন ওপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ভীড় দেখে তিনি এগিয়ে গেলেন। অবস্থা দেখে তিনি বললেন,—আপনারা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছেন, এদিকে বুড়ো যে মারা যাচ্ছে! ইস্‌স, চাকা কেমন ধীরে-ধীরে কাদায় বসে যাচ্ছে। আচ্ছা ভাই, এখানে ধারে-কাছে কারো জ্যাক্ আছে?

—জ্যাক্ আনতে তো লোক পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সে এখনো ফিরে আসেনি। বোধহয় আরো দশ পনেরো মিনিট লেগে যাবে ওর ফিরতে।—কে একজন জবাব দিল।

—কিন্তু ততক্ষণ অপেক্ষা করার সময় নেই। দেখছেন না চাকা কেমন বসে যাচ্ছে! দশ-পনেরো মিনিট অপেক্ষা করলে ফোশলভাঁ মারা যাবে। আপনাদের মধ্যে এমন কেউ কি নেই, যিনি গাড়ির চাকার নিচে কাঁধ দিয়ে গাড়িটাকে একটু উঁচু করে তুলে ধরতে পারেন? আমি তাকে পনেরো টাকা দেবো। দেরি নয় ভাইসব! বলুন!—মাঁদলেন জিজ্ঞেস করলেন।

সমবেত লোকজনের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো, কিন্তু কেউ এ কাজে এগিয়ে এল না।

মাঁদলেন উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,—ঠিক আছে, তিরিশ টাকা দেবো!

ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন বললো,—মঁসিয়ে, এজন্যে দানবের মতো শক্তি

www.BanglaBook.org

দরকার। তাছাড়া, কাদার মধ্যে গাড়ির নিচে একজনের বেশি উপুড় হয়ে থাকার জায়গা নেই। সবাই মিলে গাড়িটা কি টেনে তোলা যাবে? কিন্তু তাও যে সম্ভব নয় মঁসিয়ে মাঁদলেন! আ-হা, বুড়ো বড় কষ্ট পাচ্ছে ঠিক!

—পারে! সারা ফরাসী মুল্লুকে বোধহয় একজনই এই কাদার মধ্যে ডুবে যাওয়া চাকাকে তুলতে পারে। কিন্তু সে এখন কোথায় কে জানে!—অপর একজন বলে উঠলো।

সবাই তাকিয়ে দেখলো লোকটির দিকে। সে হলো ইন্সপেক্টর জাভেয়র। কখন যে সে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে, মঁসিয়ে মাঁদলেনও তা খেয়াল করেন নি।

জাভেয়র বললো,—হ্যাঁ, আমার তো মনে হয় সেই একজনেরই তেমন দানবের মতো শক্তি রয়েছে! সে ছিল তুলোঁ জেলখানার একজন কয়েদী। এখন সে কোথায় আছে আমরা সঠিক জানি না।

মাঁদলেন একথায় জাভেয়রের দিকে ফিরে তাকালেন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাঁর দৃষ্টি আটকে রইলো জাভেয়রের ভাবলেশহীন মুখের মধ্যে। ফোশলভাঁ এসময়ে আবার কাতরে উঠলো,—উহ্। আর কতক্ষণ! খুব লাগছে! মরে গেলাম, আমাকে বাঁচাও!

ভীড়ের হৈ-চৈ বেড়ে গেলো। ইন্সপেক্টর জাভেয়র তাকিয়ে রয়েছে মঁসিয়ে মাঁদলেনের দিকে। সময় তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। চারধারের লোকজনের দিকে তাকালেন মাঁদলেন! এক মুহূর্ত তিনি যেন কি ভাবলেন। তারপর গায়ের কোটটি খুলে ফেলে কেউ কিছু বুঝবার আগেই উপুড় হয়ে চলে গেলেন গাড়ির চাকার নিচে কাদার মধ্যে। লোকজন তখনো থম মেরে রয়েছে। মাঁদলেন ততক্ষণে গাড়ির চাকা তুলবার জন্যে চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন। ইস্পাতের মধ্যে সবল পেশীগুলো তাঁর ফুলে উঠেছে: কিন্তু না, চাকা উঠছে না। মঁসিয়ে মাঁদলেনের চোখে-মুখে যেন সারা দেহের রক্ত জমেছে, গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে তিনি চেষ্টা করছেন। কিন্তু আর বুঝি পারেন না। লোকজন হৈ-চৈ করে উঠলো,—আপনি বেরিয়ে আসুন জনাব মাঁদলেন। আপনি যে চাকার নিচে আটকা পড়ে যাচ্ছেন। নইলে আপনিও মারা পড়বেন।

যন্ত্রণাবিকৃত স্বরে ফোশলভাঁও বললো,—আপনি বেরিয়ে যান মঁসিয়ে মাঁদলেন। মরলে আমি একাই মরবো।

মাঁদলেনের তখন কোন কথা বলার সময় নেই। মরণের সাথে তিনি যেন মুখোমুখি যুদ্ধ করছেন। এক সেকেণ্ড থেকে দশ সেকেণ্ড! হঠাৎ গাড়ির চাকা একটু নড়ে উঠলো। সবাই চিৎকার দিয়ে উঠলো। 'চাকা উঠেছে'। অতি আগ্রহে সবাই প্রতীক্ষা করছে। তারপর এক সময়ে দেখা গেল, গাড়ি উপরে উঠে গেছে! চাকা কাদার উপরে ঝুলছে। মাঁদলেন শ্রান্ত স্বরে বললেন,—এবার আপনারা সাহায্য করুন ভাইসব! ফোশলভাঁকে চাকার তলা থেকে তুলে নিন।

মাঁদলেন ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। ঘেমে তিনি নেয়ে উঠেছেন। সারা গায়ে কাদা। কাপড়-চোপড় ছেঁড়া। ফোশলভাঁকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। যাবার আগে

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফোশলভঁা তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়েছিল। সবাই মাঁদলেনকে ঘিরে জয়জয়কার করছে। শুধু একজনের চোখে যেন কেমনতর দৃষ্টি। সে হলো ইন্সপেক্টর জাভেয়র।

পরদিন মঁসিয়ে মাঁদলেন কিছু টাকা পাঠালেন ফোশলভঁাকে। সাথে একটি চিঠিতে জানালেন ফোশলভঁার গাড়ি ভেঙ্গে গেছে। ঘোড়াটি মরেছে। ফোশলভঁার এখন টাকার খুব প্রয়োজন।

দিনকয়েকের মধ্যেই ফোশলভঁার অবস্থার উন্নতি হলো। কিন্তু দেখা গেল, সে বিকালাঙ্গ হয়েছে! তার একটি পা পঙ্গু হয়ে গেছে। এবারও তার সাহায্যে এগিয়ে এলেন মঁসিয়ে মাঁদলেন। ফোশলভঁা সুস্থ হয়ে ওঠার পর তিনি তাকে প্যারিসের সাঁথ আঁতোয়ান পল্লীর একটি আশ্রমে মালীর কাজ জুটিয়ে দিলেন।

পুরোটা শহরে মাঁদলেনের আত্মত্যাগী মনোভাবের কথা আবার আলোচিত হতে লাগলো! কিন্তু একজনের মনে তখন সন্দেহের মেঘ আরো জমাট বেঁধেছে। মঁসিয়ে মাঁদলেনের ব্যাপারে সে এবার আরো উঠে পড়ে লাগলো। সে প্রমাণ সংগ্রহ করতে লাগলো। শহরের সর্বজন প্রিয় মেয়রের বিরুদ্ধে প্রমাণ ছাড়া কোন কথা বলা তার মতো একজন কর্মচারীর পক্ষে হবে ধৃষ্টতা এবং জঘণ্য অপরাধ। তাই সে নিরবে মেয়রের আদেশ পালন করে যেতে লাগলো। এ হলো সেই পুলিসের ইন্সপেক্টর জাভেয়র।

অবশেষে ইন্সপেক্টর জাভেয়রের চেষ্টা সফল হলো। এই চেষ্টা কতটা মহৎ তা হয়তো বিতর্কসাপেক্ষ, কিন্তু জাভেয়রের উদ্দেশ্য হাসিল হলো। আদ্যোপান্ত পরিচয় ও প্রমাণাদি সংগ্রহ করে সে একদিন সময়ের এক নিষ্ঠুর ইতিহাস তুলে ধরলো। সে প্রমাণ করলো—সর্বজন শ্রদ্ধেয় মেয়র মাঁদলেন আর কেউ নন, ইনিই হলেন সেই দাগী কয়েদী জঁা ভালজঁা। আট বছর আগে একটি অল্পবয়স্ক ছেলের কাছ থেকে কিছু অর্থ জোরপূর্বক অপহরণ করেছিলেন বলে জেল খেটেছিলেন।

মঁসিয়ে মাঁদলেন ওরফে জঁা ভালজঁাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর তিনি পুলিসের হাত থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু তিনি আবার ধরা পড়লেন। পালিয়ে যাওয়ার পর পুলিশ বাহিনী তাঁকে ধরার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছিল কিন্তু এতোদিন ধরা সম্ভব হয়নি।।

তন্ন-তন্ন করে তারা জঁা ভালজঁাকে খুঁজছিল। পালিয়ে যাওয়ার দিন তিন-চারের পরের কথা। প্যারিস থেকে যে সব ছোট গাড়ি গ্রামের দিকে যায়, তার একটিতে উঠতে যাচ্ছিলেন জঁা ভালজঁা। এমন সময় তিনি ধরা পড়েন।

নকল চুনির ব্যবসায়ে জঁা ভালজঁা সদুপায়ে প্রায় কয়েক লক্ষ ফ্রাঙ্ক জমিয়েছিলেন। একটি ব্যাঙ্কে টাকাটা গচ্ছিত ছিল। গ্রেফতারের পরে পলায়ন এবং পুনরায় গ্রেফতার হওয়ার মাঝে তিন-চার দিনের মধ্যে তিনি কৌশলে ব্যাংক থেকে প্রায় পাঁচ-ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্ক উঠিয়ে নেন। এরপর টাকাটা তিনি কোথায় গচ্ছিত বা লুকিয়ে রেখেছেন, জানা গেল না। এ ব্যাপারে পুলিশকে তিনি একটি কথাও বললেন না, কাজেই টাকারও সন্ধান মিললো না।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিচারের জন্যে দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হলো জাঁ ভালজাঁকে। তাঁর অপরাধ—আট বছর আগে একটি ছোট ছেলের কাছ থেকে তিনি বলপূর্বক অর্থ অপহরণ করেছেন; গ্রেফতারের পর আইন অমান্য করে তিনি কারাগার থেকে পালিয়েছেন, তিনি দক্ষিণাঞ্চলে ডাকাতদলেরই একজন ইত্যাদি ইত্যাদি। জাঁ ভালজাঁ আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টা করলেন না। বিচারে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দেওয়া হলো। অবশ্য তাঁকে মৃত্যু থেকে রেহাই দিলেন। জাঁ ভালজাঁকে তুলোঁ কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো। ১৮২৩ সালের জুলাই মাসের শেষের দিকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে জাঁ ভালজাঁর কাহিনী ফলাও করে ছাপা হলো।

কারাবাসে গেলেন সর্বজনপ্রিয় মঁসিয়ে মাঁদলেন; আগের জীবনে জাঁ ভালজাঁ অপরাধ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর হয়েছিল আমূল পরিবর্তন। তাঁর আগের অপরাধের পটভূমি কি কেউ বিচার করেছে? নতুন জীবনে মঁসিয়ে মাঁদলেনরূপী জাঁ ভালজাঁ সৎপথে থেকে পরের সাহায্য সেবায় জীবন উৎসর্গ করে দিন কাটাচ্ছিলেন। তবু তিনি রেহাই পেলেন না। পুরোনো অপরাধ ধাওয়া করে এল তার পিছু-পিছু।

জাঁ ভালজাঁ ওরফে মঁসিয়ে মাঁদলেন চলে যাওয়ার পর দেখতে-দেখতে এম্‌সুরেম শহর শ্রীহীন হয়ে উঠলো। চুনির ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিলো। মালিক-শ্রমিকের মনকষাকষি শুরু হলো। জিনিসের মান খারাপ হলো। খদ্দেরের আস্থা কমে আসতে লাগলো। বহু কারখানা বন্ধ হলো; বহু শ্রমিক বেকার হলো; উৎপাদন হ্রাস পেলো; ভালোবাসার বদলে দেখা দিলো বিদ্বেষ। প্রদেশের রাজস্ব আদায়ে শাসন কর্তৃপক্ষের ব্যয় আবার বেড়ে গেলো। সব দেখে-শুনে একথা স্পষ্ট হলো—সমৃদ্ধির প্রাণপুরুষ ছিলেন মঁসিয়ে মাঁদলেন।

মাস তিনেক পরের কথা। সকাল বেলা। তুলোঁ বন্দরে দারুণ হৈ-চৈ কাণ্ড। একটি জাহাজের খালাসী মাস্তুলে পাল খাটাতে গিয়ে মরণের মুখোমুখী হয়ে পড়লো। মাস্তুলের একেবারে শেষ মাথায় খালাসীটি দড়ি বাঁধছিল। হঠাৎ তার পা ফস্‌কে যায়। অতল সমুদ্রে খালাসী পড়তে-পড়তে কোন রকমে একটি দড়ির নাগাল পেল। পালের একটি খুঁটির সাথে আর মাস্তুলের মাচানের সাথে দড়িটি বাঁধা ছিল। শূন্যে দোল খেতে লাগলো খালাসীটি। হাতের মুঠি একটু শিথিল হলে সে তলিয়ে যাবে অতল সমুদ্রে। হয়তো-বা জাহাজের গায়ে লেগে থেতলে যাবে তার সমস্ত দেহ।

জাহাজঘাটে সমবেত লোকজন হৈ-চৈ করে উঠলো। জাহাজটি একটি পুরানো যুদ্ধ জাহাজ। সামুদ্রিক ঝড়ে পড়ে তুলোঁ বন্দরে এসে আশ্রয় নেয়। ঝড়ে জাহাজটির দারুণ ক্ষতি হয়। তুলোঁ বন্দরে এর মেরামতির ব্যবস্থা হচ্ছিল। নতুন কোন জাহাজ বন্দরে এলে এমনিতেই লোকজন ভীড় করে তারপর এটি আবার বাড়ে পড়া জাহাজ। জাহাজঘাটে কৌতূহলী লোকের কমতি নেই।

কিন্তু তারা কেউ খালাসীটিকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এলো না। সবাই শুধু হৈ-চৈ আর হায়-হায় করছিল। এদিকে আতঙ্কে খালাসীটির চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে, তার শরীর অবশ হয়ে আসছে। এমন সময় দেখা গেল মাস্তুলের মাচানের উপর তরতর করে উঠে যাচ্ছে একটি লোক। পরণে তার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীর পোশাক। নীল

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টুপি, লাল জামা! জাহাজঘাটের লোকজন অবাক হয়ে লোকটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হঠাৎ হাওয়ায় তার মাথায় নীল টুপি উড়িয়ে নিল। লোকটির মাথায় ধবধবে সাদা চুল।

কয়েক সেকেণ্ড মাচানের উপর দাঁড়িয়ে চারদিক তাকিয়ে দেখে নিলো সে। তারপর মাচানের সাথে একটি দড়ি বেশ শক্ত করে বেঁধে তা নিচে নামিয়ে দিল। আবার চারদিকে তাকিয়ে কি যেন সে দেখলো। তারপর দড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলো।

এদিকে খালাসীটির সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ততক্ষণে অবশ হয়ে আসছে। তারপর দুটি হাত ক্রমে-ক্রমে শিথিল হয়ে আসছে। এই বুঝি সে পড়ে যায়! রুদ্ধ নিঃশ্বাসে লোকজন তাকিয়ে রয়েছে কয়েদী আর খালাসীটির দিকে।

আর বুঝি খালাসীটি পারছে না। তার হাত শিথিল হয়ে গেলো। চারদিকে সবাই চিৎকার দিয়ে উঠলো—গেল-গেল পড়ে গেল। চোখের পলক পড়েছে কি পড়েনি এর মধ্যেই কয়েদীটি একহাতে দড়ি নিয়ে আরেক হাতে খালাসীটিকে বগল দাবা করে ধরে ফেললো। খালাসীও তাকে আঁকড়ে ধরলো। খালাসীটিকে নিয়ে সেই কয়েদী তখন দড়ি বেয়ে উপরে মাচানে উঠে এলো।

উল্লাস আর আনন্দধ্বনিতে ফেটে পড়লো লোকজন। তারা চিৎকার করে কয়েদীকে অভিনন্দন জানাতে লাগলো। কেউ-কেউ বললো,—এই কয়েদীকে মুক্তি দিতে হবে। কিন্তু ওকি! কয়েদীটি অমন করছে কেন? মাচানের উপর সে যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ক্লান্তিতে সে সেই সুউচ্চ মাস্তুলের উপর টলে-টলে পড়ছে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই কয়েদীটি মাথা ঘুরে সমুদ্রের পানিতে পড়ে গেল। জাহাজটির পাশেই নোঙ্গর করা ছিল কয়েকটি জাহাজ। দু'জাহাজের মাঝখানে ঝুপ করে পড়ে গেল কয়েদীটি। লোকজন হৈ-হৈ করে উঠলো, একটু আগের আনন্দ উৎসব মিলিয়ে গেল কর্পূরের মতো।

সাথে-সাথেই কয়েদীটির উদ্ধারের কাজ শুরু হলো। সারাদিন তার তল্লাসী চললো; কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া গেলো না।

কয়েদীটি পাশের জাহাজেই আসছিল। খালাসীর যখন জীবণ-মরণ অবস্থা তখন সে জাহাজের কাপ্তানের কাছে গিয়ে বললো,—আমাকে যদি সুযোগ দিন তাহলে আমি লোকটাকে বাঁচবার চেষ্টা করি।

কাপ্তান কি এক কাজে তখন খুব ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। কাপ্তানের কেবিন থেকে দ্রুত গতিতে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল কয়েদীটি। একটি হাতুড়ি নিয়ে সারা গায়ের জোর দিয়ে আঘাত করতেই তার পায়ের বেড়ী ভেঙ্গে গেল। সে মোটা একটি দড়ি নিয়ে চলে গিয়েছিল পাশের জাহাজে।

৯৪৩০ নম্বরের এই কয়েদী ছিলেন জাঁ ভালজাঁ। সংবাদ-পত্রে তাঁর অপমৃত্যুর খবর প্রকাশিত হলো।

কিন্তু জাঁ ভালজাঁ মরেনি। ক্লান্তিতেও তিনি টলে পড়েননি। ইচ্ছে করেই তিনি এমনিভাবে সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলেন। পায়ের লোহার বেড়ী আগেই তিনি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। তাই সাঁতরাতে আর কোন কষ্ট হয়নি। কাছেই একটা জাহাজ নোঙ্গর

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করা ছিল। তার সাথে বাঁধা ছিল একটি নৌকা : এসব তিনি আগেই ভাল করে দেখে নিয়েছিলেন। সমুদ্রে পড়ে তিনি ডুবসাঁতার দিয়ে জাহাজের সেই নৌকার পাশে গিয়ে উঠলেন। রাত পর্যন্ত তিনি সেখানে আত্মগোপন করে রইলেন, রাতের আঁধারে গিয়ে ডাঙায় উঠলেন।

কয়েকদিন পর প্যারিসের শহরতলির একটি বাড়িতে বসবাস করতে দেখা গেল জাঁ ভালজাঁকে। এলাকাটি একটু নির্জন—বসতি তেমন ঘন নয়। লোক চলাচলও অপেক্ষাকৃত কম। দোতলা বাড়ি, নিচের তলায় ঘর গুলো ছোট-ছোট স্যাঁতে-স্যাঁতে; দোতলায় কয়েকটি ঘর ও কয়েকটি খুপরি। নিচের তলায় ঘরগুলোতে মজুর শ্রেণীর লোকজন থাকে। উপর তলায় লোকজনের সাথে নিচের তলার লোকজনের সম্পর্ক নেই। দোতলার একটি ঘর নিলেন জাঁ ভালজাঁ। ঘরটি দোতলার ঠিক মাঝামাঝি। ঘরের জানালা দিয়ে রাস্তাটা চোখে পড়ে। বাড়ির সামনে একটি মাঝারি ধরণের পার্ক। জানালা দিয়ে তাও নজরে পড়ে।

জাঁ ভালজাঁর সাথে থাকে কোজেত। সাত আট বছর বয়স। পৃথিবীতে কোজেতের কেউ নেই। সে অনাথা। জাঁ ভালজাঁ যখন মঁসিয়ে মাঁদলেন ছিলেন তখন থেকে চিনতেন কোজেতকে। ওর মা বড় হতভাগিনী। মঁসিয়ে মাঁদলেন বড় স্নেহ করতেন তাকে। কোজেত-এর মা মেয়েকে মঁসিয়ে মাঁদলেনের হাতে তুলে দিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিল। মৃত্যুর সময় মাঁদলেন কথা দিয়েছিলেন,—আমি আজীবন ওর দেখাশুনা করবো। তুমি নিশ্চিন্তে থেকো।

ভালজাঁ ঘর গেরস্থালীর কাজ করার জন্য এক বুড়ী ঝি'কে নিয়োগ করলেন।

বুড়ী ঘরদোরের কাজ, রান্নাবান্না, জিনিসপত্র কেনাকাটার কাজ সব কিছু করে। ও বাড়ির দোতলারই একটি কুঠুরীতে বুড়ী থাকে। ঘরের ভাড়া তাকে দিতে হয় না। বাড়ির মালিকের হয়ে সে সবকিছুর খেয়াল রাখে। এজন্য তার একটু দাপটও আছে। বুড়ী কানে ভালো শুনতে পায় না। সারাদিন কাজে অকাজে সে বিড়-বিড় করে। সামনের দিকে দু'তিনটি দাঁত ছাড়া আর সব দাঁত তার পড়ে গেছে। বুড়ীর একটি দোষের কথা জাঁ ভালজাঁ জানতে পারেননি। সবার প্রতি বুড়ীর যেন কেমন একটা বিদ্বেষভাব, কেমন যেন একটা সন্দেহ ছিল। কাউকেই সে সুনজরে দেখতো না। বুড়ী কেবল বিড়-বিড় করতো আর আপন মনে কোন এক অজানা আক্রোশে মাঝে-মাঝে দাঁত কাটতো।

দিনের পর দিন চলে যায়। মোটামুটি কেটে যাচ্ছিল জাঁ ভালজাঁর দিনও। বাড়ির বা বাইরের কারো সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। ঘর ভাড়া নেবার আগে বাড়ির ঐ বুড়ী ঝি'কে তিনি বলেছিলেন যে, কোম্পানীর কিছু কাগজ তাঁর কেনা আছে। আর সুদ থেকে যে সামান্য আয় হয় তা' থেকেই বাপ ও মেয়ের সংসারটি কোন মতে চলে। তবে ভয় নেই—ভাড়া ঠিক সময়েই পাবে। আগাম ছ'মাসের ভাড়াও তিনি মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া কোন বিলাসিতা, কোন আড়ম্বর নেই জাঁ ভালজাঁর। ঘরে কোন আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিনের বেলা কখনো বাইরে বের হন না জাঁ ভালজাঁ। সন্ধ্যার পর ঘণ্টা দু'য়েকের জন্য তিনি বেড়াতে বেরোন। কোনদিন একা, কোনদিন সাথে থাকে কোজেত। বাইরে বেড়াতে ছোট্ট কোজেত-এর ভারি উৎসাহ। সারাদিন ঘরের মধ্যে থাকতে হয় বেচারীকে। বাইরে বেরোবার সময় সে ভালজাঁকে এটা কি, ওটা কি জিজ্ঞেস করে দারুণ ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। রাতের বেলায় বেরোলেও বেশ ভয়ে-ভয়ে পথ চলেন জাঁ ভালজাঁ। যে রাস্তায় লোক চলাচল বেশি সে পথে তিনি চলেন না। যে পথে আলো বিশেষ নেই সেই পথ দিয়ে তিনি যান। প্রতিদিন এসময় তিনি গীর্জায় যান উপাসনার জন্যে। গীর্জাটি কাছেই। জাঁ ভালজাঁকে একজন সাধারণ শ্রেণীর লোক, একজন গরীব মজুর ছাড়া ভিন্ন কিছু ভাবার উপায় নেই। মাঝে-মাঝে বেশ মজা হয়। দয়াবান লোক হয়তো ভিক্ষে হিসেবে তাঁর হাতে দুয়েকটা পয়সা গুঁজে দেয়। নীরবে সে দান গ্রহণ করেন ভালজাঁ। আবার কখনো এমন হয়—কোন ভিখারী তাঁর কাছে পয়সা চেয়ে বসে। এদিক-সেদিক তাকিয়ে তখন ভালজাঁও ভিখারীকে দু'চার আনা ভিক্ষে দিয়ে দেন। ব্যাপারটি ক্রমে-ক্রমে কয়েক জনের চোখে পড়লো।

কোজেতকে কাছে পেয়ে ভালজাঁ জীবনের এক অনাস্বাদিত দিককে খুঁজে পেলেন। ভোরে কোজেত তাঁর ঘুম ভাঙায়। সারাদিন নানা কথায় খেলাধূলায় অভিমান আবদারে সময়কে ভরিয়ে রাখে কোজেত। ভালজাঁকে সে ডাকে বাবা বলে। স্নেহময় বৃদ্ধ পিতা হিসাবেই ভালজাঁকে চিনেছে কোজেত।

বৃদ্ধ ভালজাঁর এতদিন পর আবার মনে হলো সত্যিকার অর্থে জীবনের এক বিশেষ সার্থকতা আছে। তিনি জীবনভর কয়েদ খেটে আর লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। ভাল হয়ে থাকার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নিষ্ঠুর ভাগ্য তাঁকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। তার মনে সৎ সংকল্প স্থায়ী হয়ে বসার তেমন সুযোগ বা পরিবেশ পায়নি। তবু তিনি চেষ্টা করেছেন তাঁর বিগত জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য। তবু কেউ তাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসেনি। কিন্তু আজ ভালবাসা পেয়েছেন। আট বছরের এক বালিকা তাঁকে সেই ভালোবাসা দান করেছে। কোজেত তাকে সারা মন উজাড় করে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। আজ অন্ধ জাঁ ভালজাঁ মনে মনেও কাউকে দোষ দেন না। সকাল থেকে সময় গড়িয়ে চলে আর সেসময় ভরিয়ে রাখে কোজেত গল্পে আর খেলাধূলায়। জাঁ ভালজাঁকে সে বাবা বলে ডাকে। ক্ষণে-ক্ষণে তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জাঁ ভালজাঁ তখন পরম তৃপ্তিতে অনুভব করেন তাকে বেঁচে থাকতে হবে। জাঁ ভালজাঁ কোজেতকে লেখা পড়া শেখানো শুরু করে দিলেন। কোজেত যখন পড়াশুনা করে তখন তাঁর চোখে ছায়া ফেলে উজ্জ্বল সোনালী দিন। কোজেত যখন আপন মনে খেলা করে তখন জাঁ ভালজাঁ তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

কিন্তু ভালজাঁর ভাগ্যে কি নিখাদ সুখ আছে। বাড়ির সেই হিংসুটে খুঁতখুঁতে দাঁত কিড়মিড় করা বুড়ী ঝি সত্যিই বুঝি গণ্ডগোল বাধালো। আগেই বলেছি, বুড়ী ঝি কাউকেই সুনজরে দেখতো না। সে ভালজাঁর পিছু লাগলো।

ভালজাঁ দিনের বেলা কখনো বাড়ির বের হন না; এতে বুড়ীর ভারী কৌতূহল হলো। চালচলনে ভালজাঁকে গরীব বলে মনে হলেও তিনি যে মাঝে-মাঝে ভিখিরীদের দু'য়েক আনা ভিক্ষে দেন, একথাও বুড়ী জেনে গেছে।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একদিনের কথা। ভালজাঁ বুড়ী ঝি'কে ডেকে একশো টাকার একখানা নোট দিয়ে বললেন,—বুঝলে, কাল কোম্পানীর কাছ থেকে মাস কয়েকের সুদ পেলাম। ক'দিন থেকেই টাকাটা পাবো-পাবো ভাবছিলাম। যাও বাইরে কোন দোকান থেকে টাকাটা ভাঙ্গিয়ে আনো।

বুড়ী নোটখানা নিয়ে বাইরে চলে গেলো। সে ভাবতে লাগলো যে, ভালজাঁ গতকাল কখন বাইরে গিয়েছিলেন। না, কাল তো ভালজাঁ দিনের বেলায় বাড়ি থেকে বেরোন নি! তার আগের দিনও না। লোকটি বলতে গেলে দিনের বেলা বাড়ি থেকে বেরোন না। গতকাল অবশ্য শেষবেলায় বাইরে গিয়েছিলেন, কিন্তু তখনো তো ব্যাঙ্ক খোলা ছিল না! তাহলে ?

খানিকক্ষণ আগের একটি দৃশ্য বুড়ীর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সে যেন কি কাজ করছিল, এমন সময় দেখতে পেলো, ভালজাঁ এদিক-ওদিক তাকিয়ে পাশের একটি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ঘরটা স্যাভসেঁতে। ভাড়াটে থাকে না। সে ঘরে ভালজাঁকে কোনদিন বুড়ী যেতে দেখেনি।

ভালজাঁ ঘরে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে দিলেন। বুড়ীর ভারী কৌতূহল হলো। কোজেত তখন ধারে-কাছে ছিল না। বুড়ী পা টিপে-টিপে সেই ঘরের দিকে এগোলো। দরোজার গায়ে ছিল ছিদ্র। বুড়ী সেই ছিদ্র দিয়ে দৃষ্টি গলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ওপাশে।

ওপাশে ঘরের মধ্যে ভালজাঁ গায়ের কোটটি কাঁচি দিয়ে কাটছেন তা' দেখে বুড়ীর চোখ ছানাবড়া! একি কাণ্ড! লোকটার মাথায় ছিট আছে নাকি! দৃষ্টিটা আরো খানিকটা সরে আসতে বুড়ী দেখতে পেল, ভালজাঁ কোটের এক জায়গায় সেলাই কাটছে। তারপর এক সময় সেলাই খুলে কোটের সে জায়গার আস্তরের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একতাড়া কাগজ বের করলেন। বুড়ীর চোখ এবার আরো ছানাবড়া! আরে! এ দেখি টাকার নোট মনে হচ্ছে! আবার মনে হলো; বোধ করি কাগজের তাড়াই। তার চোখে ধান্দা লেগে গেলো। ভালো করে চোখ খুলে আবার ফাটল দিয়ে তাকালো। ভালজাঁ ততক্ষণে কাগজের তাড়া থেকে একটা কাগজ নিয়ে বাকীটা কোটের সেই আস্তরের মধ্যে রেখে দিয়ে সেলাই করে মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে। বুড়ী ঝি'র মনে হলো, সে কাগজটা ভালজাঁ বাইরে রেখেছেন তা' যেন টাকার নোট। পাছে কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে বুড়ী দরোজার পাশ থেকে সরে গেল।

বেশ ক'দিন পরের কথা। ভালজাঁ ও কোজেত বাড়ির মধ্যে এদিক-ওদিক কোথাও ছিল। বুড়ী ঝাড়ামোছা করছিল। দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝোলান ছিল ভালজাঁর কোট।

বুড়ীর দারুণ কৌতূহল। সে এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে কোটটা পেরেক থেকে নামালো। এমন জিনিস নেই, যা কোটের পকেটে নেই। সুঁই-সুতা, কাঁচি, এক বাণ্ডিল কাগজ, বড় একটা ছুড়ি আর নানা ধরণের নানা রংয়ের পরচুলা। কোটের ভেতরের দিকে একটি সেলাই করা মুখ বন্ধ পকেট। পকেটের মধ্যে একতাড়া কাগজ। এগুলো আসলে কি ?

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভালজাঁর সেই ভাড়াটে বাড়ির অদূরে ছিল একটা গীর্জা। এই গীর্জার সামনে একটি পুরানো নষ্ট কুয়োর সামনের চত্বরে বসে এক বৃদ্ধ ভিখিরী ভিক্ষা করতো। বয়স তার নব্বই পেরিয়ে গেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভিখিরী একটি হারিক্যান নিয়ে সেই কুঁয়োর ধারে বসতো। বসে-বসে সে ধর্ম জপ করতো। এই বুড়ো ভিখিরী আগে ছিল ঐ গীর্জারই চৌকিদার। পরে চাকুরি যাবার পরে ভিক্ষে শুরু করে। কেউ-কেউ আবার তাকে পুলিশের গুপ্তচর বলে সন্দেহ করতো। ভালজাঁও তেমন কোন সন্দেহ করতেন কিনা জানি না। তবে যেদিনই তিনি বেড়াতে বেরোতেন, সেদিনই দু'এক পয়সা ভিখিরীটিকে দিতেন। ভালজাঁ ভিক্ষে দেয়ার ব্যাপারে অবশ্যি গোপনীয়তা রক্ষা করতে চাইতেন। কিন্তু আগেই বলেছি, কেউ-কেউ ভালজাঁর এ ধরনের ভিক্ষাদানের কথা জেনে গিয়েছিল।

ভালজাঁ ভিখিরীর হাতে ভিক্ষে দিয়ে মাঝে-মাঝে দু'একটা কথাবার্তাও বলতেন। ভিখিরী পয়সা পেয়ে ভালজাঁর দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতো,—সর্বশক্তিমান আপনার মঙ্গল করুন। কিন্তু একদিন এর ব্যতিক্রম হলো।

ভালজাঁ এপাড়ার আসার মাস দু'য়েক পরের কথা। সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেরিয়ে সেদিনও ভালজাঁ অভ্যাসমত ভিখিরীর হাতে কিছু পয়সা দিলেন। হারিক্যানটি সামনে রেখে ভিখিরীটি তখন মাথা গুঁজে বসেছিল। মনে হচ্ছিল, রোজকার মতো সে বসে-বসে জপ করছে।

হাতে পয়সা দিতেই ভিখিরীটি চট করে মুখ তুলে ভালজাঁকে এক পলক দেখেই আবার মাথা নীচু করলো। আর কোন কথা বললো না। হারিক্যানের আলোয় ভালজাঁ ভিখিরীর মুখ দেখে চমকে উঠলেন। স্তম্ভিতের মতো তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত রক্ত চলাচল বেড়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। তাঁর বুকের মধ্যে টিপটিপ করে কে যেন হাতুড়ী পেটানো শুরু করেছে। মনে হচ্ছে যেন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। ভালজাঁর মনে হলো, হারিক্যানের আলোয় এক পলকের জন্যে যে মুখ তিনি দেখতে পেয়েছেন, তা তাঁর পরিচিত ভিখিরীর শান্ত, উজ্জ্বল মুখ নয়। এ মুখ ভাবলেশহীন। এ মুখ অন্য কারো! যে ভিখিরীটি মাথা গুঁজে বসে রয়েছে, তাকে দেখে ভালজাঁর চকিতে মনে হলো তিনি যেন একটি সাপের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বিমূঢ় অবস্থায় ভয়ে বিস্ময়ে তিনি থ' মেরে ভিখিরীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিন্তু এ সব মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। ভালজাঁ কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। তখন তাঁর মনে হলো, কোন কথা না বলে স্বাভাবিক ভাবে এই মুহূর্তে এখান থেকে সরে যাওয়া উত্তম।

সেদিন আর বেড়াতে যাওয়া হলো না। চিন্তাগ্রস্থ মন নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন ভালজাঁ। চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে রইলেন। কোজেত তাঁকে জিজ্ঞেস করলো,—তোমার কি হয়েছে বাবা?

ভালজাঁ বললেন,—কিছু না।

—তাহলে তুমি ঘরে আলো জ্বালাওনি কেন? অন্ধকারে চুপ করে বসে রয়েছো কেন?

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভালজাঁ কোজেতের কথায় কোন জবাব দিলেন না।

কোজেত এবার ভালজাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বললো,—আমি বলবো তুমি কি করছিলে ? তুমি এই অন্ধকারের মধ্যে বসে আপনমনে বিড়-বিড় করে বলছিলে,—এ কি করে সম্ভব! না, না, আমারই বোধহয় চোখের ভুল! দূর ছাই, আমি পাগল হয়ে গেলাম। বলো বাবা, তুমি এসব বলছিলে না ? বলো না, এমনিভাবে বসে রয়েছো কেন! কি হয়েছে ? আমাকে বলতেই হবে।

ভালজাঁ বললেন,—কিছু না মা, ভাবছিলাম।

—কি ভাবছিলে ? কোজেত জিজ্ঞেস করলো।

ভালজাঁ এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—কিছু না মা! শুধু মিছিমিছি ভাবনা। যাও তুমি আলো জ্বালাও তো।

কিন্তু সারারাত তাঁর প্রায় ঘুমহীন কাটলো। তিনি ছটফট করছিলেন। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, ভিখিরীর মুখটা যেন চেনা-চেনা মনে হলো, যেন ইন্সপেক্টর জাভেয়র! আশ্চর্য, সে কি ভিখিরীর বদলে ওখানটায় ছদ্মবেশ ধরে বসেছিল ?

পরদিন বিকেল হতেই ভালজাঁ কেমন যেন ছটফট করছিলেন। সন্ধ্যা হলো। ভালজাঁ বেড়াতে বেরোলেন। তাঁর সেই পরিচিত ভঙ্গীতে পা চালিয়ে তিনি চললেন। তখন আবার মনে হচ্ছিল, কোন অস্বস্তি, কোন দুশ্চিন্তাই যেন তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

গীর্জার সামনে কুঁয়ার কাছে ভিখিরীটি তার নিজের জায়গায় বসে রয়েছে।

ভালজাঁ তার সামনে গিয়ে বললেন,—কি খবর ভাই ? কেমন আছ ? সব ভালো তো ? বলে তিনি তার হাতে কয়েকটি পয়সা গুঁজে দিলেন। ভিখিরী মুখ তুলে তাকিয়ে আগের মতো সেই কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললো,—সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

ভালজাঁ কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পলকহীন ভাবে ভিখিরীকে তিনি জরিপ করলেন। না, তাঁরই ভুল হয়েছিল। এতো সেই চৌকিদার ভিখিরীই। ভালজাঁর মনে আর কোনো সন্দেহ রইলো না। আপন মনেই তিনি হেসে উঠলেন।

এরও দিনকয়েক পরের কথা। রাত তখন প্রায় আটটা। কোজেত পড়ছে। ভালজাঁ তাকে পড়া দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। এমন সময় একটি শব্দে ভালজাঁ কান খাড়া করলেন। কে যেন বাড়ির সদর দরোজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো। সাথে-সাথেই দরোজা বন্ধ করারও শব্দ শোনো গেল।

ভালজাঁ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে কোজেতকে চুপ করে থাকবার জন্য ইশারা দিলেন। ব্যাপারটি তার কাছে খুব ভাল লাগছিল না। বাড়িতে সে সময় ভালজাঁ ছাড়া আর কোন ভাড়াটে নেই। এদিকে বুড়ী হলো হাড়কিপ্টে। কিভাবে দু'পয়সা খরচ বাঁচানো যায়, সেদিকেই তার লক্ষ্য। তাই রাতে আলো জ্বেলে খরচ বাড়ানোর চেয়ে সে সন্ধ্যা হতে না হতেই বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। ভালজাঁ ভাবছিল—সদর দরোজা খুলে কে এলো!

দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে খানিক পরই পায়ের শব্দ শোনা গেলো। কে যেন ওপরে আসছে। ভালজাঁ প্রথমে ভেবেছিল,—বুড়ীই বোধহয় কোন কাজে বাইরে গিয়েছিল।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে ফিরছে। কিন্তু পায়ের শব্দ শুনে মনে হলো, এতো বুড়ী নয়! বেশ ভারী জুতোর পায়ের শব্দ। নিশ্চয়ই পুরুষ মানুষ! আবার মনে হলো, বোধহয় তার পুরু সোলের জুতা পরেই বাইরে গিয়েছিল। বুড়ী ঐ পুরু সোলের জুতা পড়ে সিঁড়ি বেয়ে যখন ওঠানামা করে, তখন খানিকটা ওরকমের শব্দ হয়।

ইতোমধ্যে ভালজাঁ ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়েছেন। কোজেতকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলছেন,—চুপ করে শুয়ে থাকো। খবরদার টু শব্দটি করো না। তারপর ঘরের দরোজার কাছে গিয়ে তিনি দরোজার দিকে পেছন ফিরে চুপ করে রইলেন।

সিঁড়ি বেয়ে পায়ের শব্দটি উপরে এলো। ভালজাঁ সজাগ। ভালজাঁর ঘরের সামনে এসে পায়ের শব্দটি থেমে গেল। কে যেন এসে দরোজার সামনে দাঁড়ালো। তারপর পায়ের শব্দটি ওপাশে চলে গেল এবং সাথে-সাথেই আবার ফিরে এলো। দরোজার কাছে এসে পায়ের শব্দ থেমে গেল।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে ভালজাঁ কান খাড়া করে রইলেন। দরোজার গায়ে পেছন ফিরে তিনি বসে রয়েছেন, তাঁর সমগ্র দৃষ্টি দরোজার ওপাশের পদশব্দের প্রতি। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে না! যেন দম বন্ধ করে তিনি বসে রয়েছেন।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত গড়িয়ে যাচ্ছে। দরোজার ওপাশে এসে পদশব্দ সেই যে থামলো, তারপর কোন সাড়া নেই। এমনি করে খানিকক্ষণ কেটে গেল। ভালজাঁ ধীরে-ধীরে পেছন ফিরলেন। সে নিশ্চিত যে, দরোজার ওপাশে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সে ওখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কি করছে? দরোজার ছিদ্রপথ দিয়ে ভালজাঁ বাইরে তাকালেন। চারদিকে আঁধার আর তার মধ্যে তিনি ছোট একটি আলোর রেখা দেখতে পেলেন। কিন্তু সেই লোকটি কোথায়? পায়ের শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না। তবে বোধহয় লোকটি তার পায়ের জুতা খুলে ফেলেছে। খানিক পর বাইরের সেই আলোটিও দেখা গেল না আর।

আরো কিছুক্ষণ দোরগোড়ায় চুপ করে বসে রইলেন ভালজাঁ। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। বিড়ালের মতো পা টিপে-টিপে বিছানার কাছে এগিয়ে এলেন। গায়ের জামা কাপড়সহ তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু চোখে যে ঘুম নামে না! অতীত আর ভবিষ্যতের নানা রকম সব দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নিজের অজান্তে কখন একটি দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়ে আসে; তার সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দে তিনি নিজেই শিউরে উঠেন! এমনি করে এগিয়ে চললো বিনিদ্র রাতের প্রহরগুলো।

ভোরের দিকে তাঁর একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল। পাশের ঘরের দরোজা খোলার শব্দে তাঁর তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। তিনি গতরাতের সেই পদশব্দ শুনতে পেলেন। চটপট বিছানা থেকে উঠে দরোজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। দরোজার ছিদ্র দিয়ে তিনি বাইরের দিকে দেখতে পেলেন একটি লোক বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। লোকটিকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করছিলেন ভালজাঁ। কিন্তু ভোরের আলো তখনো ভালো করে ফোটেনি। বারান্দার আবছা অন্ধকার। লোকটি এবার আর ভালজাঁর ঘরের সামনে দাঁড়ালো না। সোজা হেঁটে চলে গেলো। সিঁড়ির কাছে যেতে আলোতে এবার লোকটাকে ভালো করে

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখতে পেলেন ভালজাঁ। লম্বাটে গড়ন, হাতে একটি মোটা লাঠি, গায়ে লম্বা একটি কোট। দেখতে ইন্সপেক্টর জাভেয়রের মতো।

প্রতিদিনের মতো বুড়ী ঝি সকালে কাজে এলো। আর সব দিনের মতোই স্বাভাবিকভাবে ঘরদোর ঝাঁট দেয়া ও গেরস্থালীর কাজ করে যেতে লাগলো। ভালজাঁ সজাগ দৃষ্টিতে সব লক্ষ্য করছিল।

ঘর ঝাঁট দিতে-দিতে একসময় বুড়ীই ভালজাঁকে জিজ্ঞেস করলো,—কালরাতে ভালো ঘুম হয়েছে তো? আপনার চোখ কেমন ফোলা-ফোলা লাগছে?

ভালজাঁ জবাব দিল,—হ্যাঁ, তেমন ঘুম হয়নি কাল রাতে।

বুড়ী আবার বললো,—কাল রাতে নতুন একজন ভাড়াটে এলো। আপনি গতরাতে কোন সাড়াশব্দ পাননি? রাত আটটা-সাড়ে আটটার দিকেই এলেন ভদ্রলোক। আমি ভাবলাম আপনি বুঝি টের পেয়েছেন।

ভালজাঁ স্বাভাবিক নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন,—হ্যাঁ, পেয়েছি তো। তাহলে উনি নতুন ভাড়াটে? বেশ ভাল কথা। তা ভদ্রলোক কি করেন? কি নাম তার?

—কি করেন তা' পুরোপুরি জানি না। তবে শুনলাম আপনার মতোই জমানো টাকায় চলে। ব্যাঙ্কে বোধহয় টাকা পয়সা আছে কিংবা হয়তো কোম্পানীর টাকায় চলে। কোম্পানীর কাগজ আছে! তা' আমি ওসব বেশি জিজ্ঞেস করিনি। নামটাও ঠিক মনে পড়ছে না, কি যেন, দ্যুম্ না ও ধরনের কি একটা নাম বললো। চেনেন নাকি আপনি?—বুড়ী তার দিকে তাকালো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা। সারাদিন ভালজাঁর নানা চিন্তায় কেটেছে, আচ্ছা বুড়ীর কথার মধ্যে কি কোনো ইঙ্গিত আছে? হয়তো নেই, কিন্তু ভালজাঁর মনে হলো, হয়তো বা আছে। কারণ বুড়ী সাধারণত এমন ভনিতা করে কথা বলে না।

ভালজাঁ যাকে দেখছেন সে ইন্সপেক্টর জাভেয়র কিনা, সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। আবার সে যে জাভেয়র নয়, সেটাও সঠিক বলতে পারছিলেন না। ভালজাঁ ভাবতেন, আমি তো মরে গেছি বলেই পৃথিবীর লোক জানে। আর এতো আমার ছদ্মবেশ! ইন্সপেক্টর জাভেয়র তাঁকে কি চিনতে পেরেছে? এ ব্যাপারেও ভালজাঁ নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। গত কিছুদিনের কয়েকটি ঘটনায় ভালজাঁ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ভাবছিলেন এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। নতুন একটি জায়গার সন্ধান তাঁকে করতে হবে।

সন্ধ্যা হতেই দ্রুতপায়ে ভালজাঁ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। রাস্তার দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। রাস্তায় লোক চলাচল বলতে গেলে নেই। ভালজাঁর মনে হলো রাস্তার গাছগুলোর আড়ালে কোন লোক হয়তো ওঁত পেতে রয়েছে।

তিনি তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলেন। কোজেতকে বললেন,—আমার সাথে চলে এসো কোজেত। আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। কোন রকম টু-শব্দ করো না।

সকালে বুড়ী ঘর ঝাঁট দিয়ে চলে যাবার পর ভালজাঁ তাঁর দেরাজে যা টাকা-পয়সা ছিল, তা একটা থলেতে ভরে নিয়েছিলেন।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধীরে-ধীরে কোজেতের হাত ধরে ভালজাঁ বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। কেউ দেখলে মনে করবে তিনি প্রতিদিনের মতো সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছেন।

রাস্তার অনেকটা জোছনার আলোয় আলোকিত। সাথে-সাথে আবার রাস্তার অনেকটা ছায়াঢাকা। সেই ছায়াঢাকা পথ দিয়ে ভালজাঁ চলছিলেন। এর আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি খানিকক্ষণ বাড়ির সামনে রাস্তায় পায়চারী করেছেন। তারপর তিনি এগিয়ে চললেন সামনের দিকে।

কেউ তাঁর পিছু নিয়েছে কিনা, তা বোঝার জন্য তিনি এ-গলি সে-গলি পেরিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু তিনি কোথায় যাচ্ছেন, কি করছেন, তার কোন কিছুই ঠিক করেন নি। ছায়াঢাকা অস্পষ্ট অন্ধকার পথ দিয়ে হাঁটছিলেন ভালজাঁ, আর আলোকিত অংশে চলাচলকারী লোকজনের দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন। কিন্তু রাস্তার যেদিকটা অন্ধকার অর্থাৎ ভালজাঁ যেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেদিকে চলাচলকারী লোকজনের গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারছিলেন না। ভালজাঁ বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন যে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাঁকে কেউ অনুসরণ করতে পারে! কিংবা তিনি মনে করেছিলেন, অন্ধকারে লুকিয়ে কেউ তার পিছু নেয়নি। আর নিয়ে থাকলেও তিনি তাদের চোখে ধুলো দিতে পেরেছেন কিংবা তাদের চোখের আড়ালে এসে গেছেন। তিনি এ-পথ সে-পথ, এ-গলি সে-গলি পেরিয়ে এতক্ষণ এজন্যেই নানাভাবে পথ চলেছেন।

রাত তখন প্রায় এগারোটা। ঘুরতে-ঘুরতে ভালজাঁ ও কোজেত তখন কোতোয়ালী থানার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, রাতে কোথায় থাকবেন ভালজাঁ তা তখনো ঠিক করে উঠতে পারেননি! ওদিকে থাকা-খাওয়ার মতো বেশ কয়েকটা হোটেল ছিল, কিন্তু ভালজাঁ সেসব হোটেলে থাকা উচিৎ মনে করেননি। রাতের আঁধারে ছোট কোজেতকে নিয়ে তিনি বলতে গেলে তখন এলোপাথাড়ি পথ চলছেন— আলো বাঁচিয়ে অন্ধকারে গা ঢেকে পথ চলছেন। মনে শুধুই শঙ্কা।

পথ চলছিলেন আর চারদিকে সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলেন। মাঝে-মাঝে পিছু ফিরে তাকাচ্ছিলেন। কোতোয়ালী থানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পিছু ফিরে তাকাতেই ভালজাঁ দারুণ চমকে উঠলেন। কোতোয়ালী থানার অফিস ঘরের কক্ষগুলো থেকে রাস্তায় আলো পড়ছে, তাছাড়া রয়েছে জ্যোছনা, সেই আলোয় ভালজাঁ দেখতে পেলেন তিনজন লোক তাদের দিকে আসছে। তাদের ভাবভঙ্গী যেন কেমনতরো, মনে হলো যেন তাকে অনুসরণ করছে। তাদের মধ্যে একজন খানিকদূর এসে আবার কোতোয়ালী থানার দিকে ফিরে গেল।

ভাব-গতিক সুবিধের মনে হলো না ভালজাঁর। আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে ভালজাঁ চলতে লাগলেন। ওরাও এগোতে লাগলো। ভালজাঁ চট করে পাশের একটি গলিতে ঢুকে পড়লেন। ছোট্ট সরু গলি। জ্যোছনার আলো গলির মধ্যে না পড়ায় অন্ধকার। সে-গলি থেকে ও-গলি, ও-গলি থেকে পরের গলি, এমনি করে গলি পেরিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। সাত আটটা গলি পেরোনোর পর একটি খোলা মাঠের মতো জায়গায় তারা বসে পড়লেন। অনুসরণকারীদের একজন সেই গলিতে তার পিছু-পিছু আসছিল বলে ভালজাঁর মনে হলো। লোকটাকে ভাল করে দেখার জন্য এবং আত্ম-গোপনের জন্যে ভালজাঁ পার্কের কোণে একটি বাড়ির দেয়ালের আড়ালে গিয়ে লুকোলেন।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পরই সেই লোকগুলো কাছে এসে পড়লো। সংখ্যায় তারা চারজন। পরনে তাদের লম্বা কোট, হাতে লাঠি, মাথায় টুপি। পার্কের মধ্যে দাঁড়িয়ে লোকগুলো। এধার ওধার অঙ্গুলি নির্দেশ করে কি যেন দেখতে লাগলো।

ভালজাঁ সেই বাড়ির দেয়ালের আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করতে লাগলেন। চারজনের মধ্যে যাকে দলপতি বলে মনে হচ্ছিল, তার চেহারা ভালো করে তিনি তখনো দেখতে পাননি। সে ভালজাঁর দিকে পিছু ফিরে দাঁড়িয়েছিল। ভালজাঁর মনের মধ্যে তখন এক দারুণ আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে। আলোড়ন অবশ্যি শুরু হয়েছে সেই গতকাল থেকেই, কিন্তু এখনই তা এমন চরম আকার ধারণ করলো। ভালজাঁ ভাবছিলেন, আমি তো পৃথিবীর লোকের কাছে মৃত! কিন্তু এরা কে? এই রাত দুপুরে ওরা কি চায়? ওরা কি চোর? ডাকাত? নাকি ছদ্মবেশি লোক? নিষ্ঠুর দানব বিশেষ? আমাকে তারা অনুসরণ করছে কেন? এরা কি পুলিশের লোক? কিন্তু আমি যে ভাল হয়ে থাকতে চাই, আমি সৎপথে থাকতে চাই। আমি যে নবজন্ম লাভ করেছি ঈশ্বর।

কোজেত তাঁর গায়ের সাথে সেটিয়ে রয়েছে। ভালজাঁ তাকে দু'হাত দিয়ে আরো জোরে জড়িয়ে ধরলেন। এমনি সময় দলপতি গোছের লোকটি তার দিকে মুখ ঘোরালেন। জ্যোছনার আলোয় তার মুখ এবারে ভাল করে দেখতে পেলেন ভালজাঁ। সাথে-সাথে তার শরীরের রক্ত যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত উথাল-পাথাল করে ছুটে গেল। এ যে সেই ইন্সপেক্টর জাভেয়ার!

ভালজাঁর মনে আর কোনই সন্দেহ নেই। গত ক'দিনের ঘটনা তাঁর কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। ইন্সপেক্টর জাভেয়র তাঁকে ধরার জন্যে খুনো হয়ে ঘুরছে। ভালজাঁ আবার ভাবছিলেন—জাহাজ থেকে সমুদ্রে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর ব্যাপারে ইন্সপেক্টরের কি কোন সন্দেহ রয়েছে? সে কি তাঁকে সত্যি-সত্যি চিনতে পেরেছে?

কিন্তু আর দেরি নয়। ইন্সপেক্টর জাভেয়রের দলবল তখনো বোধহয় কি করবে ঠিক করে উঠতে পারেনি। তারা দাঁড়িয়ে বোধহয় জল্পনা-কল্পনা করছে। এই সুযোগে ভালজাঁকে এখান থেকে সরে যেতে হবে, এদের চোখের আড়ালে চলে যেতে হবে। অনেক দূরে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভালজাঁ দেয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। পাশেই ছিল একটি সরু গলি; তার মধ্যে তিনি ঢুকে পড়লেন। কোজেত তখন ভয়ে একেবারে কেঁচোর মতো হয়ে গেছে। ছোট্ট মেয়ে হলেও সে এটুকু আঁচ করতে পেরেছে যে, বাবার নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটেছে, নইলে তিনি এমন করেছেন কেন? এদিকে ক্লান্তিতে কোজেত আর চলতে পারছিল না। কোজেত বললো,—বাবা! আমি আর হাঁটতে পারছি না।

এতক্ষণ কোজেতকে হাতে ধরে অনেকটা আচ্ছন্নের মতো পথ চলেছেন ভালজাঁ। কোজেতের কথায় তিনি চমকে উঠলেন,—তাইতো মা! তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে? কোজেতকে কাঁধে তুলে নিয়ে আবার তিনি পথ চলতে লাগলেন; আগের চেয়ে অনেক দ্রুতপায়ে।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ-পথ সে-পথ ঘুরে এক সময় ভালজাঁ নদীর পারে এসে পৌঁছলেন। নদীর ওপর দিয়ে সেতু চলে গেছে এপার থেকে ওপারে। ভালজাঁ তখন ভাবছিলেন, এবার তিনি কি করবেন? পেছন ফিরে তাকালেন। না, ইন্সপেক্টর জাভেয়ারের লোকজনকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তা হলেও বসে থাকা চলবে না। পার্ক থেকে চলে আসার পরপরই জাভেয়র হয়তো তার পিছু নিয়েছে। এক্ষুণি হয়তো সে এসে পড়বে। ভালজাঁ ভাবলেন,—এ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো।

সেতুতে তখন লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। সেতুর ইজারাদারের একটি লোক এপাশে মোতায়েন রয়েছে। সে সময় ঐ সেতু পারাপারের জন্যে টোল আদায় করা হতো।

ইজারাদারের সেই লোকটিকে সেতুর পারাপারের ভাড়া দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন ভালজাঁ, এমন সময় লোকটি তাঁকে বাধা দিলো। বললো,—এ কি সাহেব, একজনের ভাড়া দিচ্ছেন যে? কাঁধের খুকীও তো বেশ সেয়ানা! হাঁটতে-চলতে পারে না? তার ভাড়া কই?

ভালজাঁর মন বিগড়ে গেল। কাউকে কোন সংবাদ দিয়ে তিনি যেতে চাচ্ছিলেন না। কোন রকম সোরগোল না করে তিনি চলে যেতে চাচ্ছিলেন।

যা হোক, কোজেতের ভাড়া দিয়ে তিনি সেতুর উপর উঠে পড়লেন। এ সময় একটি মাল বোঝাই গাড়ীও ওপার যাচ্ছিল। ভালজাঁ সেই গাড়ির ছায়ায় লুকিয়ে সেতু পার হতে লাগলেন। সেতুর মাঝি বরাবর এসে কোজেত বললো,—আমি কাঁধে চড়ে যাবো না বাবা। আমি আবার তোমার মতো হেঁটেই যাবো। আমাকে নামিয়ে দাও না। কাঁধে বসে যেতে কষ্ট হচ্ছে। ভালজাঁ তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলেন।

সেতু থেকে নদীর ওপারে নেমে ডানধারে ভালজাঁ কয়েকটি কাঠের গোলা দেখতে পেলেন। ভালজাঁ ওদিকে যাওয়াই স্থির করলেন। প্রথমে খানিকটা দিধা ছিল। কাঠের গোলাগুলোর দিকে যেতে হলে কিছুটা পথ একেবারে খোলা-মেলা হেঁটে যেতে হবে। রাস্তার আশে-পাশে কোন ঘর-বাড়ি বা গাছপালাও নেই। জ্যোছনার আলোয় চারধার আলোকিত। ওই পথটুকুতে অন্তত লুকোচুরির কোন সুযোগ নেই। ভালজাঁ ভাবলেন, নদীর এপারে এখন অবশ্য আগের মতো তেমন বিপদের আশঙ্কা নেই। ইন্সপেক্টর জাভেয়র ও তার লোকজন তাকে ধরার চেষ্টা করছে। কিন্তু এমন তো হতে পারে, নদীর এপারে তারা ভালজাঁর পিছু নেয়নি। সব দিধা ঝেড়ে ফেলে ভালজাঁ কাঠের গোলাগুলোর দিকে এগোতে লাগলেন।

গোলাগুলো দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ভালজাঁ দুটো গোলার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া একটি সরু অন্ধকার গলির মুখে এসে দাঁড়ালেন। মনে-মনে খানিকটা খুশীও হলেন। যাক, এই গলি দিয়ে গেলে অসুবিধার তেমন কোন কারণ নেই। গলিতে ঢুকবার মুখে ভালজাঁ পিছু ফিরে তাকালেন। আর তাকিয়েই তার বুক ভয়ে দুলে উঠলো। এ জায়গা থেকে পুরো সেতুটা জ্যোছনার আলোয় বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। পিছু তাকিয়ে ভালজাঁ দেখতে পেলেন, চারজন লোক সেতুটার উপর দিয়ে হেঁটে এদিক আসছে। তাদের ছায়া দেখা যাচ্ছে।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভালজাঁ ভাবলেন, তাহলে এতক্ষণ আকাশ-কুসুম কল্পনা করেছি। এরা যে ইন্সপেক্টর জাভেয়রের দলবল তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। জাভেয়র ঠিকই পিছু নিয়েছে, ঘ্রাণ শুঁকে-শুঁকে আসছে। ভালজাঁ নিজেই নিজেকে অভয় দিতে লাগলেন— তবু ভাগ্য ভালো। খোলা-মেলা পথটুকু অতিক্রমের সময় তারা সেতুর উপর আসেনি, তাই ভালজাঁ কোনদিকে গেছে তা' এখনো আন্দাজ করতে পারেনি। কিন্তু জাভেয়র হলো পাকা ঘুঘু। সহজে ছাড়ার পাত্র সে নয়। ভালজাঁকে সে সহজে রেহাই দেবে না।

ভালজাঁ সেই সরু অন্ধকার গলি দিয়ে এগিয়ে চললেন। দ্রুতপায়ে হাঁটছিলেন ভালজাঁ। রাতের মতো একটা আশ্রয় তো খুঁজে নিতে হবে। কিংবা কোথাও লুকিয়ে থাকার জায়গা আপাততঃ বের করতে হবে। ভালজাঁ এই কাঠের গোলার দিকে এসেছে তা' জাভেয়র বুঝতে পারার আগেই যতদূর সম্ভব দূরে চলে যেতে হবে।

আঁধার গতিপথে ধাক্কা খেতে-খেতে দ্রুতপায়ে হেঁটে চলছিলেন ভালজাঁ। কিন্তু হঠাৎ সামনে দেখলেন উঁচু এক দেয়াল পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ-ধারে ও-ধারে আর কোথাও যাবার পথ নেই। ভালজাঁর বুকের মধ্য দিয়ে তখন ঝড় বইছে। আশঙ্কা আর উত্তেজনায় তার হাত তখন থরথর করে কাঁপছে। এ যে দেখি একটা কানা গলি! এবার উপায়! এখন আর পিছু ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। জাভেয়র আর তার সঙ্গীরা হয়তো ততক্ষণে গলির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। হয়তো বা এদিকেই এগিয়ে আসছে। ভালজাঁ ছটফট করতে লাগলেন। কি করা যায়।

ভালজাঁর বুকের ধুক-ধুকুনি তখন আরো বেড়ে গেছে! না-না, আর দেরি নয়। এই দেয়াল টপকিয়ে ওধারে যেতে হবে। কিন্তু ওদিকে কি আছে? দেয়াল পেরিয়ে তাঁরা কোথায় নামবেন? সেখানেও যদি কোন বিপদ ওঁত পেতে থাকে? কারাই বা থাকে ঐ প্রকাণ্ড দেয়াল ঘেরা বাড়িতে? ভালজাঁ আর কিছু ভাবতে চাইলেন না।

দেয়ালের গাঁথুনি ভাল করে দেখতে লাগলেন ভালজাঁ। তারপর তার কোটের পকেট থেকে একটি হাতুড়ী ও বেশ সুঁচালো লোহার একটি শলা বের করে দেয়ালের ইঁটের ফাঁকে ঠুকে বসিয়ে চাড় দিতে লাগলেন। সর্বশক্তি দিয়ে চাপ দিতেই ইঁটখানা খানিকটা আলগা হয়ে গেলো। আরেক চাপ দিতেই ইঁটখানা খুলে গেলো। উত্তেজনায় তখন ভালজাঁর সারা শরীর কাঁপছে। কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। একটির পর আরেকটি, তার উপরে আরেকটি এমনি করে কয়েকটি ইঁট তিনি তাড়াতাড়ি খুলে ফেললেন। একটা মোটা দড়ি কোজেতের কোমরে বেঁধে দিলেন। পায়ের জুতো জোড়া দেয়ালের ওপাশে ফেলে দিলেন। তারপর দড়ির আরেক প্রান্ত হাতে নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে দেয়ালের সেই গর্তে পা দিয়ে টিকটিকির মতো বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। দেয়ালের উপরে উঠে তিনি ওপাশটা দেখে নিলেন। তারপর দড়ি ধরে কোজেতকে দেয়ালের উপর টেনে তুলে ধীরে-ধীরে ওপাশে নামিয়ে দিলেন। দেয়ালের গা ঘেঁষে একটি গাছের ডাল ধরে ভালজাঁ নিজে তারপর নিচে নেমে গেলেন। এদিকে জাভেয়র ও তার সঙ্গীরা গলির মধ্যে এসে পড়েছে। আতিপাতি করে গলির এখানে-সেখানে তারা ভালজাঁ ও কোজেতকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। দেয়ালের কাছেও কয়েকবার তু মারলো। কিন্তু ভালজাঁ দেয়াল পেরিয়ে চলে গেছেন একথা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। এত তাড়াতাড়ি ঐ

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উঁচু দেয়াল একটি বৃদ্ধ লোক আরেকটি কিশোরীকে নিয়ে পেরিয়ে গেছেন তা জাভেয়র ভাবতে পারেনি।

দেয়াল থেকে নিচে যেখানে নামলেন ভালজাঁ তার অদূরে পুরনো একটা বাড়ি। বাড়িটির গায়ে জায়গায়-জায়গায় ফাটল ধরেছে। এপাশে রয়েছে পুরোনো ভাঙা একটি কুঁয়ো। জায়গাটিকে একটি অতি পুরানো বাগান বাড়ি বলে ভালজাঁর মনে হলো। ততক্ষণে কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। ভালজাঁ ভাল করে সব কিছু তাই দেখতে পাচ্ছিলেন না। দূরে সব কিছু কুয়াশায় ঝাপসা লাগছে। দূরে আরেকটি বাড়ির মতো কি যেন অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ঘুরে ফিরে না দেখেও ভালজাঁর মনে হলো বেশ বড় এলাকা নিয়েই বাগান বাড়িটি করা হয়েছে।

ভালজাঁ যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার আশেপাশে জঙ্গল। খানিকটা জায়গায় শাক-সব্জির চাষ করা হয়েছে। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে কয়েকটি ফল-ফুলের গাছ। অদূরে সেই পুরোনো বাড়িটি থেকে লোকজনের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। ভালজাঁও ভাবলেন যে এ বাড়িতে কোন লোকজন থাকে না। সেই বাড়ির ছাদহীন খোলা চত্বরে কোজেতকে তিনি শুইয়ে দিলেন।

শীতে কোজেত তখন কাঁপছে। তাছাড়া, সমগ্র ঘটনাটি তার কাছে কৌতূহলপ্রদ মনে হচ্ছিল। ভয় যে পায়নি তাও নয়। কিন্তু সে এটুকু বুঝতে পারছিল যে, চারধারে বিপদ ওঁৎ পেতে রয়েছে। সে সুযোগ পেলেই ভালজাঁকে আঁকড়ে ধরবে।

বাইরে দেয়ালের ওপাশে জাভেয়র ও তার লোকজন তখনো হন্যে হয়ে ভালজাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের কথাবার্তা ও পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ভালজাঁকে না পাওয়ায় জাভেয়রের ক্ষোভও ভালজাঁ অনুভব করলেন। তিনি চুপচাপ রইলেন। মনের মধ্যে তাঁর তখনো ঝড় বইছে। ভয় এই বুঝি জাভেয়র দেয়াল টপকাবার খবর টের পেয়ে যায়।

খানিকপর জাভেয়র তার লোকজন নিয়ে সেই গলি থেকে বেরিয়ে গেল। ভালজাঁ তা বুঝতে পেরে এবার খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন। মনের মধ্যে ঝড়ের দাপাদাপি কমে এলো। আর তখনি তাঁর কোজেতের কথা মনে হলো।

মৃতের মতো তার গায়ের সাথে হেলান দিয়ে আছে কোজেত। তার চোখ দু'টো বোজা। গায়ে হাত দিয়ে ভালজাঁ দেখলেন মেয়েটার সারা শরীর বরফের মতো শীতল। ভালজাঁ তাঁর গায়ে মৃদু হাত বোলাতে-বোলাতে আস্তে-আস্তে ডাকলেন,—কোজেত! মা মণি!

কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না! ভালজাঁ দারুণভাবে চমকে উঠলেন—তবে, তবে কি কোজেত মারা গেছে! সেই থেকে কচি মেয়েটিকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছেন। বেচারীর কষ্ট হচ্ছে কিনা তাও খেয়াল করার সময় হয়নি। ভালজাঁ আবার ডাকলেন,—কোজেত! মা কোজেত! মা মণি!

কিন্তু এবারো কোন জবাব এলো না। ভালজাঁ শিউরে উঠলেন। তাঁর সারা শরীর বেয়ে একটি শীতল স্রোত যেন বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল। তার স্নায়ুগুলো যেন নির্জীব হয়ে আসছে।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমনি সময় চারদিক এক স্বর্গীয় সুরতানে ভরে গেল : চারধারের নীরব পরিবেশ ধীরে-ধীরে জেগে উঠলো। নারী-কণ্ঠে কে যেন প্রার্থনাসংগীত গাইছে। কুয়াশায় যে বাড়িটি ভালজাঁর চোখের সামনে দূরে এক ঝাপসা অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই বাড়ি থেকে গান ভেসে আসছে। কে গান গাইছে ভালজাঁ তা জানেন না, গানের বাণীও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু গানের সুর-মাধুরীতে তাঁর সারা অন্তর ভরে উঠলো। ভালজাঁর মনে হলো—তার মনের সব পাপ, সব ক্লেদ, সকল দুঃখ এই সুরের ঝরনাধারায় বুঝি পবিত্র হবে, নির্মল হবে। জীবনের অতীত কৃতকর্মে অনুতপ্ত; জীবনের চাওয়া-পাওয়ার বেদনা বিধুর, অন্যায় অবিচারে আর সমাজের অর্থহীন প্রবঞ্চনা জীবনের ওপর ক্ষুব্ধ ভালজাঁর মনে হলো—শয়তানের সংগীদের অট্টহাস্য মিলিয়ে যাবার পর এই প্রার্থনাসংগীতের স্বর্গীয় সুর তাঁকে অভয় দিচ্ছে, তাকে দিচ্ছে সান্ত্বনা আর প্রেরণা। এই নিস্তব্ধ নীরব পরিবেশে রাতের বুকে আলোকশিখার মতো সে যেন তাকে বলছে,—ভালজাঁ, কোন ভয় নেই। কোন ভয় নেই ভালজাঁ। ঈশ্বর তোমার সাথে আছেন।

ভালজাঁ সেই প্রার্থনা সংগীত শুনতে-শুনতে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনায় যোগ দিলেন। প্রার্থনায় নীরবে আরো একজন যোগ দিল। সে কোজেত। শীতে এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পরিশ্রমে সে একেবারেই নেতিয়ে পড়েছিল। সে সব কিছুই তখনো আধো-আধো অনুভব করছিল। কিন্তু কোন কথা বলতে পারেনি। শীতে তার শরীর হিম হয়ে গেছে।

এক সময় গান থেমে গেল। তারও কিছু পর ভালজাঁর ধ্যান ভাঙলো— সংগীতের সুরে তিনি আরেক জগতে চলে গিয়েছিলেন; যখন খেয়াল হলো তখন গান থেমে গেছে। চারদিকে সেই নীরব নীস্তব্ধ পরিবেশ। কোথাও কোন শব্দ নেই; নিঝুম রাত। বাতাসে শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি। এ সব কিছুতেই সেই স্বর্গীয় গানের রেশ।

ভালজাঁ আবার ধীরে-ধীরে ডাকলেন,—কোজেত, মা মণি আমার!

এবার কোজেত সাড়া দিল। ভালজাঁ তার কাছে আরো ঝুঁকে বসলেন। গায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে জিজ্ঞেস করলেন,—মা মণি! তোমার ঘুম পেয়েছে?

কোজেত কোন মতে জবাব দিল,—আমার খুব শীত লাগছে বাবা; অনেকক্ষণ থেকেই লাগছে।

ভালজাঁ তাড়াতাড়ি গায়ের কোট খুলে কোজেতের সারা দেহ ঢেকে দিলেন। নাড়ী পরীক্ষা করে দেখলেন বড় দুর্বল ওর শরীর। একটু আগুন দরকার। নইলে শীতে মেয়েটি মরে যাবে। গায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে ভালজাঁ আবার জিজ্ঞেস করলেন,—এখন শীত একটু কম লাগছে, মা মণি? একটু আরাম লাগছে?

কোজেত ধীরে-ধীরে মাথা নত করলো।

ভালজাঁ বললেন,—আমি একটু আসছি মা। তুমি এখানে থাকো। তোমার কোন ভয় নেই।

একটু আগুন, একটু আশ্রয়ের খোঁজে ভালজাঁ বেরিয়ে গেলেন। একটু ভাল আশ্রয়, একটু আগুনের খোঁজে পুরানো সেই ভাঙ্গা বাড়ির চত্বর থেকে ভালজাঁ বেরিয়ে এলেন।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুয়াশার ঝাঁপসাভাবে যে বড় বাড়িটি দেখা যাচ্ছিল ভালজাঁ সেদিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। বাড়ির দরোজা-জানালা সব বন্ধ।

খানিক পর ভালজাঁ ফিরে এলেন। কোজেত তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি আবার তার গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন। মেয়েটির শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণভাবে চলছে; শরীর শীতে যেন জমে রয়েছে। একটু আগুন না হলে একে বাঁচানো যাবে না। ভালজাঁ এসব কথা ভাবছিলেন। শীতে দুশ্চিন্তায়, সন্ধ্যা থেকে ছুটে বেড়ানোর পরিশ্রমে তিনি নিজেও ক্লান্ত ও অসুস্থ বোধ করছিলেন।

হঠাৎ ভালজাঁ একটি শব্দে চমকে গেলেন। অদূরে বাগানের দিক থেকে যেন একটি ঘন্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে—এক নাগাড়ে নয়, মাঝে-মাঝে থেমে-থেমে। আবিষ্ট হয়ে শব্দটি শুনতে-শুনতে ভালজাঁ উঠে দাঁড়ালেন এবং শব্দ লক্ষ্য করে ফিরে তাকালেন আর তাকিয়েই দারুণভাবে আঁতকে উঠলেন ভালজাঁ। অদূরে শাক-সব্জির বাগানে একটি লোক এদিকে পিছু ফিরে কি যেন করছে। লোকটি ধীরে-ধীরে হেঁটে বেড়াচ্ছে আর মাঝে-মাঝে নিচু হয়ে যেন কি করছে। হাঁটার সময় ওখানে আবার একটি ঘন্টাও বাজছে। ভালজাঁর মাথার মধ্যে তখন আবার চিন্তার ঝড় বইতে শুরু করছে। এই লোকটি কে? ভালজাঁকে দেখে সে যদি এক্ষুণি চোর-চোর বলে চেঁচিয়ে ওঠে। বাড়িতে বোধহয় লোকজন থাকে, তাহলে তারা জেগে উঠবে। আশেপাশে থেকে লোকজন এসে জড়ো হবে। তারা পুলিশ ডাকবে। ভালজাঁকে তারা গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে। ভালজাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। সে যে আর সবার মতোই সুন্দর সুখী জীবন সেই কবে থেকে কামনা করে আসছে, তা' কি করে বোঝাবে? সে যে সৎভাবে বেঁচে থাকতে চায়, সে যে কোজেতকে ঘিরে নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে—এ কাকে বোঝাবে! মানুষকে তাঁর আর বিশ্বাস নেই। না না, কোন মানুষকেই না।

কিন্তু কি করবেন তিনি। যে-কোনো মুহূর্তে লোকটি তাকে দেখে ফেলতে পারে। কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন ভালজাঁ, তারপর সোজা সেই লোকটির পিছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

পকেট থেকে বেশ কিছু টাকা বের করে হঠাৎ পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে লোকটির সামনে ধরে ভালজাঁ বলে উঠলেন,—আমাকে একটু দয়া করুন ভাই। আমার কচি মেয়েটি শীতে জমে গেছে। আমিও ভীষণ পরিশ্রান্ত। একটু আগুন, রাতের মত একটু আশ্রয়ের দরকার। নইলে মেয়েটি আমার বাঁচবে না ভাই। আপনি কে তা আমি জানি না। আর আমার পরিচয়, আমার সব বৃত্তান্ত আপনাকে বলবো, তারপর যা হয় করবেন। দয়া করে আমাকে রাতের মতো একটু আশ্রয় দিন। আমি এজন্যে টাকা দেবো। এই টাকা ক'টি রাখুন। দরকার হলে সকালে আরো দেবো।

ভালজাঁ একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গেলেন। উত্তেজনায়, ক্লান্তিতে তাঁর সেই বাড়িয়ে দেয়া হাত কাঁপছে। লোকটি প্রথমে দারুণ ভড়কে গেল। প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতেই সে পিছন ফিরলো। ভালজাঁর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সে ভালজাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলে উঠলো,—ফাদার মাঁদলেন! আপনি!!

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভালজাঁ চমকে উঠলেন। ফাদার মাঁদলেন!...হ্যাঁ, এই নামেই লোকটি তাকে ডাকলো! কিন্তু ফাদার মাঁদলেন তো এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে! শীতের রাতের এই ক্লান্ত প্রহরে এই অচেনা জায়গায় হারানো নামে তাকে আবার কেউ ডাকবে এ তিনি ভাবতেও পারেন নি।

লোকটি উঠে দাঁড়িয়েছে। ভালজাঁ তাকে জিজ্ঞেস করলেন,—তুমি কে? এটা কার বাড়ি?

—আমি ফোশলভাঁ, ফাদার মাঁদলেন! আমি সেই ফোশলভাঁ। কি আশ্চর্য! আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না?

ভালজাঁ চুপ করে রইলেন। হয়তো তিনি তখনো চিনতে পারেন নি, স্মৃতির গহ্বরে তিনি এই অচেনা লোকটির চেনা মুখটি খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

—আমি সেই ফোশলভাঁ, ফাদার মাঁদলেন! লোকটি আবার বললো,—আমাকে আপনি গাড়ীর চাকার তলা থেকে বাঁচিয়েছিলেন। মনে পড়ে ফাদার মাঁদলেন?

—ওহো! তুমি ফোশলভাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, সব মনে পড়ছে। তুমি কি করছো ফোশলভাঁ?

—তরমুজ ঢেকে দিচ্ছি। সাঁঝরাতেই আমার মনে হয়েছিল যে রাতে আজ দারুণ শীত নামবে; তুষার পড়বে। ঠিক তাই হয়েছে। কিন্তু ফাদার মাঁদলেন! আপনি এখানে এলেন কি করে?

—বলছি ফোশলভাঁ, সব বলছি। আমি বড্ড ক্লান্ত ভাই। তোমার হাঁটুতে ঘন্টা বাঁধা কেন? তাই ভাবছিলাম—থেমে-থেমে, কখনো ধীরে, কখনো দ্রুত ঠুং-ঠাং শব্দ হচ্ছে কেন?

ফোশলভাঁ জবাব দেয়, —ঘন্টা তো বাঁধতেই হয় ফাদার মাঁদলেন। এই ঘন্টার শব্দ শুনে উনারা বুঝতে পারেন যে, আমি ওখানটায় রয়েছি। এ হলো স্ত্রীলোকের রাজ্যি। পুরুষদের তাদের চোখে পড়া নিষেধ। ঘন্টার শব্দ শুনে ওরা সরে যেতে পারেন।

ভালজাঁ কিছু বুঝতে পারছিলেন না কি বলছে ফোশলভাঁ! তাই জিজ্ঞেস করলেন,—ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না ভাই। এখানে কারা থাকেন?

ফোশলভাঁ অবাক হয়। বলে,—সে কি ফাদার মাঁদলেন। আপনি জানেন না, এখানে কারা থাকেন?

—ধরে নাও আমি জানি না! আর জানার কথাও নয়।

ফোশলভাঁ বলে,—এই বুড়ো আমার মতো কতলোক আপনার দয়া পেয়েছে! আমার কথা কি আর আপনার মনে আছে! আমি কিন্তু সব সময় আপনার কথা মনে করি।

ভালজাঁ বললেন,—কিন্তু এটা কার বাড়ি?

—সেকি ফাদার মাঁদলেন! এই তো সেই কুমারী আশ্রম। আপনিই তো আমাকে এখানে মালীর কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ফাদার সে যাক, আপনি এখানে এলেন কি করে? এখানে তো পুরুষেরা আসতে পারে না।

—তোমার কাছেই এসেছি ফোশলভাঁ। তুমি তো রয়েছ। ভালজাঁ জবাব দেন।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—আমার কাছে ?

—হ্যাঁ, ফোশলভঁা। আমি তোমার এখানে থাকতে চাই। ভালজাঁ বলেন।

ফোশলভঁা ঠিক ভেবে পায় না ভালজাঁ কি বলতে চাইছেন। সে আমতা-আমতা করে বলে,—আপনি আমার এখানে থাকতে চান ফাদার মঁাদলেন ? কিন্তু—এখানে যে পুরুষদের থাকার নিয়ম নেই। আপনি কি করে থাকবেন। আমি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ভালজাঁ এবার ফোশলভঁার হাত দুটো চেপে ধরে বলেন,—আমি তোমার সাহায্য ভিক্ষা করছি। ভাই ফোশলভঁা, আমি আজ বড় বিপদে পড়েছি। তুমি আমাকে বাঁচাও। একদিন আমি তোমার জীবন রক্ষা করেছিলাম। তার কোন প্রতিদান হিসেবে নয়, আমি আজ তোমার সাহায্য চাই!

বৃদ্ধ ফোশলভঁা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলো। ফাদার মঁাদলেন তার হাত ধরে সাহায্য চাইছেন, এটাযে তার কল্পনার অতীত। করুণায় আর সমবেদনায় তার সারা মন ভরে উঠলো। ভালজাঁর হাতের মুঠোয় বন্দী তার হাত দুটো। ভালজাঁর হৃদয়ের আকুতি যেন সে ঐ হাতের ভাষায় অনুভব করলো। ফোশলভঁা বললো,—ফাদার মঁাদলেন! আপনি আমাকে আদেশ করুন। বলুন আমাকে কি করতে হবে ? জীবন দিয়ে প্রয়োজন হলেও আমি সে আদেশ পালন করবো। আপনার কোন কাজে আসতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো। ফাদার মঁাদলেন আদেশ করুন আমাকে।

ফোশলভঁার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ভালজাঁ। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত! তারপর বললেন,—তুমি সত্যি বলেছো ফোশলভঁা! শুধু আমি নই, আমার সাথে একটি কচি মেয়েও রয়েছে। আমাদের তুমি সাহায্য করবে ?

ফোশলভঁা বললো,—সত্যি ফাদার মঁাদলেন, সত্যি বলছি, আপনার দয়ার ঋণ কি আমি কোনদিন শোধ করতে পারবো। আপনি বলুন, আমায় কি করতে হবে ?

—ফোশলভঁা, তুমি এখানে কোথায় থাকো ?

—ওই ভাঙাবাড়ির পিছনে ছোট একটি ঘরে। ফোশলভঁা জবাব দেয়।

—ক'টি কামরা তোমার ?

—তিনটি কামরা নিয়ে আমার সংসার।

ভালজাঁ বললেন,—আমার দুটো শর্ত রয়েছে ফোশলভঁা। আমি কেন তোমাদের এখানে এলাম, কি করে এলাম তা আমায় জিজ্ঞেস করতে পারবে না; কোন কৌতূহল দেখাবে না। আর আমার সম্পর্কে তুমি যা জানো, কাউকে কোনদিন বলবে না। বলো ভাই ফোশলভঁা ? প্রতিজ্ঞা কর আমার অনুরোধের কোনদিন অন্যথা হবে না ?

ফোশলভঁা বললো,—আমি কথা দিলাম, আমি জানি ফাদার মঁাদলেন কোনদিন কোন অন্যায় করতে পারে না। কোন ষড়যন্ত্র তাঁর মনে নেই, নেই কোন অসৎ উদ্দেশ্য।

ভালজাঁ বললেন,—আমাকে তুমি বাঁচালে ভাই। তোমার এই দয়া আমি কোনদিন শোধ করতে পারবো না। তোমার সেই তিনটি ঘরের একটিতে আমার ও আমার মেয়ের জায়গা হবে ? তুমি থাকার ব্যবস্থা করতে পারবে ? আমি এখন থেকে তোমার এখানে থাকতে চাই।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফোশলভাঁ বললো,—হ্যাঁ! হ্যাঁ ফাদার মাঁদলেন, এখন থেকে আপনি এখানেই থাকবেন।

ভালজাঁ বললেন,—তাহলে চলো ভাই, আমার মেয়েটিকে নিয়ে আসি। ওর জন্যে এখন একটি বিছানা ও একটু আগুন দরকার, নইলে ও মারা যাবে।

ফোশলভাঁ বললো,—চলুন।

কুমারী আশ্রমে আবার নতুনভাবে জীবন শুরু করলেন ভালজাঁ। ফোশলভাঁ আশ্রমের প্রধান কুমারীর কাছে ভালজাঁকে নিজের ছোটভাই বলে পরিচয় দিলেন এবং তাঁকে কাছে রাখার অনুমতি চাইলেন। দীর্ঘদিন আশ্রমে কাজ করছে ফোশলভাঁ। বয়সে বৃদ্ধ হলেও কাজে তার কখনো উৎসাহের অভাব দেখা যায়নি। কোনকাজে সে ফাঁকি দিয়েছে এ অপবাদ কেউ তাঁকে দেবে না। বিশ্বস্ততার সাথে সে কাজ করে আসছে। ফোশলভাঁর আব্দার তাই প্রধান কুমারী মঞ্জুর করলেন।

আশ্রমের কাজে বেরোনোর সময় ভালজাঁ ফোসেলভাঁর মতো পায়ে ঘন্টা বাঁধা শুরু করলেন। দিনে কিছুক্ষণ তিনি আশ্রমের কাজ করেন। তেমন কিছু নয়, শুধু বাগানের তদারকি করা। তাঁর হাতে পড়ে বাগানের চেহারা বদলে গেলো। বাকী সময় ভালজাঁ আশ্রমের মধ্যেই কাটাতেন। বাইরে তিনি বেরোতেন না। ভয় ছিল, জাভেয়র বোধহয় এখনো হাল ছাড়েনি। আশেপাশে কোথাও হয়তো সে ওঁত পেতে রয়েছে।

এদিকে কোজেতকে আশ্রমের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে। ভালজাঁর কাছে সে প্রতিদিন একঘন্টা করে থাকার অনুমতি পেল।

দেয়াল ঘেরা আশ্রম এখন ভালজাঁর পৃথিবী। এই পৃথিবী থেকে বাইরের যে আকাশ দেখা যায়, তার দিকে মাঝে-মাঝে তিনি উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। মন তাঁর তখন কোন সুদূরে হারিয়ে যায় কে জানে। কোজেতও আশ্রমে এসে বাবাকে আরও ঘনিষ্টভাবে অনুভব করতে পারলো। চারদিকে যেন এক বিষণ্ন পৃথিবী। আশ্রমের কুমারীরা সব সময় বিষণ্ন থাকে। দুঃখ যেন তাঁদের চারপাশে। তাঁদের যেন খুশী হতে নেই, এমনি এক পরিবেশ। এদিকে বাবাও বাইরে বেরোন না। কাকা বুড়ো ফোশলভাঁ এ-কাজে সে-কাজে বাইরে যাওয়া আসা করেন। বাবা মাঝে-মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। কিন্তু তবুও তার মন শান্ত। প্রতিদিন বাবা তাকে যে সময়টুকু কাছে পান, ততক্ষণ আনন্দ আর আদরে ভরিয়ে রাখেন। কোজেত তার বাবার সাথে আশ্রমের কুমারীদের তুলনা করে। বাবাকে সে যতই নিবিড় করে দেখেন, ততই তার শিশুমন বাবার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে।

দেখতে-দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেল। বুড়ো ফোশলভাঁ একদিন মারা গেল। তার মৃত্যুর পর ভালজাঁ আবার ভাবনায় পড়লেন। এবার তিনি কি করবেন ? আশ্রমেই থাকবেন, নাকি চলে যাবেন ? অনেক চিন্তা ভাবনার পর ভালজাঁ ঠিক করলেন—আশ্রমে থাকা তাঁর পক্ষে এখন সম্ভব নয়। তিনি কোজেতকে নিয়ে আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন। কোথায় গেলেন আশ্রমের কেউ তা জানতে পারলো না।

www.BanglaBook.org

ভালজাঁ প্যারিসে চলে এলেন। বাসা ভাড়া করলেন। মেয়ে কোজেতকে নিয়ে আবার শুরু হলো তাঁর নতুন জীবনের যাত্রা। এখন থেকে তাঁর নাম হলো, ফোশলভাঁ।

www.BanglaBook.org

দিনের পর দিন মাসের পর মাস গড়িয়ে যায়। কেটে যায় বছর। কোজেত এখন আর ছোট মেয়ে নয়। কৈশোর তার পেরিয়েছে। আগের চেয়ে সে আরো অনেক সুন্দরী হয়েছে। জা ভালজাঁ ওরফে ফোশলভাঁ নিজেও অনেক সময় অবাক হয়ে যান। তাঁর ছোট মা-মণি কোজেত আজ এত বড় হয়ে গেছে! ভালজাঁ ভাবেন—দিন কি আর কারো জন্যে বসে থাকে! তাঁর জন্যেও নয়। নিঃসঙ্গ পথিকের মতো সেই কবে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন। দুঃখ-বেদনা আর চকিত সুখের নানা রংয়ের দিনগুলো পায়ে-পায়ে কতদূর চলে গেল; মাঝে-মাঝে ভাবতে বসেন ভালজাঁ, কোজেতকে দেখে তখন তিনি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। আপন মনে হাসেন কখনো। কখনও মুগ্ধ হন। কোজেতকে মানুষ করে তোলার, তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তারপর এক সময় আবার মন উদাস হয়। মাঝে-মাঝে কোজেতের বিয়ে দেওয়ার কথাও মনে হয়। তখন মন আরো উদাস হয়। কোথায় যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। কোজেতকে ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব মনে হয়। আবার ভাবেন তা' কি করে হয়। মেয়েকে একদিন বিয়ে দিতেই হবে।

একটি ব্যাপারে ভালজাঁ আজকাল চিন্তিত ছিলেন। কোজেতের সাথে জনৈক ব্যারন পুত্রের আলাপ হয়েছে। অভিজাত ঘরের এই ছেলেটির সাথে কোজেতের পরিচয় বেশ ঘনিষ্ট হয়েছে, তাও তিনি বুঝতে পেরেছেন। ছেলেটির নাম ম্যারিউস। বয়স বছর কুড়ি হবে। তার বাবার নাম ব্যারন পমেয়ার সি। প্যারিসের বিশিষ্ট অভিজাত মঁসিয়ে জিল্‌নরমার একমাত্র দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী হলো ম্যারিউস। ম্যারিউস মাতৃহীন। সে শিশুকাল থেকেই তার নানা-নানীর কাছে মানুষ।

ছেলেটি তাদের বাসায় প্রায়ই আসে। ভালজাঁ প্রথমে কোজেত ও ম্যারিউসের এই মেলামেশা তেমন পছন্দ করেন নি। তাঁর নয়ন মণি মা-মণি তাঁর কাছ থেকে চলে যাবে এ তিনি ভাবতেও পারছিলেন না। কিন্তু যেতে তো একদিন তাকে দিতেই হবে। তখন তাঁর মনে হলো—ম্যারিউস হলো ধনী অভিজাত ঘরের সন্তান। ব্যারন পুত্রের এই ভালবাসা যদি মোহ বা চোখের ঘোর হয়! এই মোহ কেটে গেলে সে যদি কোজেতকে পরিত্যাগ করে। এমনি ভাবনায় দুলছিল ভালজাঁর মন। কিন্তু এর মাঝেই তিনি আবিষ্কার করেছেন তাদের এই ব্যাপারটা তিনি নিজেই কখন যেন প্রশ্রয় দিয়েছেন। তখন বৃদ্ধ ভাবেন তাইতো! এ যে তার মা-মণির মনের ব্যাপার—তার হৃদয়ের মণির আনন্দের পসরা।

ম্যারিউস-এর মনেও খানিকটা শঙ্কা ছিল। তার নানা এ বিয়েতে সম্মতি দেবেন তো? যদি না দেন তবে কী হবে? ম্যারিউস তাও ভেবে রেখেছিলেন। তবুও কোজেতকে সে ছাড়তে পারবে না।

দেখতে-দেখতে ১৮৩২ সালের সেই স্মরণীয় জুন মাস এলো। চারদিকে জ্বলে উঠেছে বিদ্রোহের আগুন। রাজ সৈন্যের সাথে চলছে এখানে-সেখানে বিদ্রোহীদের খণ্ড যুদ্ধ। জনগণের জন্মগত অধিকার দিতে হবে। তাদেরকে জীবনের সার্বিক আলোকের উন্নতির সুযোগ দিতে হবে। চারদিকে বিদ্রোহের বজ্র ঘোষণা—সাধারণতন্ত্র কায়েম হোক, সাধারণতন্ত্র জিন্দাবাদ।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চারদিকে জ্বলছে বিদ্রোহের আগুন রাজ সৈন্যের সাথে বিদ্রোহীদের লড়াইয়ে বহু লোক হচ্ছে হতাহত। এমনি এক পরিস্থিতির মধ্যে একদিন ম্যারিউস তার নানার কাছে বিয়ের কথাটা তুললো।

মঁসিয়ে জিল্‌নরমা বললেন,—বিয়ে করবে তাতো আমার জন্যে খুবই সুখের কথা! আহা-হা আজ যদি তোমার মা বেঁচে থাকতো। সবই অদৃষ্টের খেলা। তা হোক, আমরা তাহলে এবার পাত্রী দেখি তোমার, কি বলো?

ম্যারিউস কিছুটা ইতস্ততঃ করলো। তারপর বললো,—মেয়ে আমার ঠিক করা আছে নানাভাই। আমি অনেকদিন থেকেই কথাটা আপনাকে বলবো-বলবো ভাবছিলাম।

মঁসিয়ে জিল্‌নরমা বিহ্বল দৃষ্টিতে ম্যারিউসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দৃষ্টিতে তার বিস্ময় ফুটে উঠলো।

তিনি বললেন,—ঠিক বুঝতে পারলাম না ম্যারিউস কি বলছো তুমি?

ম্যারিউস জবাব দিল,—মেয়ে আমার ঠিক করা আছে নানাভাই। তার নাম কোজেত। খুবই ভালো মেয়ে। আপনাদের কারোই অপছন্দ হবে না। গত কয়েক বছর যাবৎ তারা এই শহরে বাস করছে। বাবার নাম মঁসিয়ে ফোশলভাঁ। খুবই নিরীহ আর সম্ভ্রান্ত পরিবার। আমি অনেক ভেবে দেখেছি নানাভাই। এ মেয়েকেই আমি বিয়ে করতে চাই। আপনারা অনুমতি দিন।

—মেয়ে সুশীলা এবং সাথে-সাথে সুন্দরীও বটে, তাই নয় ম্যারিউস? কিন্তু মেয়ের আর সব খবর জানাও আমাকে। মেয়ের বাবা কি করেন? বংশ, তাদের পরিবার এ সব খবর নিয়েছো? মঁসিয়ে জিল্‌নরমার কণ্ঠে এবার স্পষ্ট ক্রোধ এবং ব্যঙ্গ।

ফোশলভাঁ ও কোজেত সম্পর্কে ম্যারিউস যা জানে জানালো। মঁসিয়ে জিল্‌নরমা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন,—ম্যারিউস! তুমি কার দৌহিত্র, আর কাদের সম্পত্তির তুমি উত্তরাধিকারী, তার বংশ পরিচয় কি তা' জান? বৃদ্ধ জিল্‌নরমার কণ্ঠ উত্তেজনায় কাঁপছে।

ম্যারিউস ধীর কণ্ঠে জবাব দেয়,—জানি নানাভাই।

মঁসিয়ে জিল্‌নরমা বললেন,—তাই যদি জানো তবে এ বিয়ের কথা তুমি কি করে বললে? আমি বলে দিচ্ছি ম্যারিউস এ বিয়ে হবে না, হতে পারে না। আর হ্যাঁ! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার মুখে কালি দিয়ে তুমি যদি এখানে বিয়ে করো, তাহলে আমি তোমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হবো।

মঁসিয়ে জিল্‌নরমা উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন। তারপর আবার বললেন,—আমি বিস্মিত হয়েছি ম্যারিউস। শেষে তুমিও আমার মান-ইজ্জত, আমার পারিবারিক আভিজাত্যে কলঙ্ক লাগাতে উদ্যত হয়েছো!

ম্যারিউস হয়তো এতটা আশা করেনি। সে মঁসিয়ে জিল্‌নরমা নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলো। মঁসিয়ে সব কথা শুধু শুনেই যেতে লাগলে উত্তেজনাকে তখন তিনি খানিকটা সামলে নিয়েছেন। ম্যারিউসের সব কথা শুনে তিনি খানিকক্ষণ

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চুপ করে রইলেন, তারপর হেসে বললেন,—এ বিয়ে হতে পারে না ম্যারিউস নানাভাই আমার।

ম্যারিউস আবার বুঝালো। মঁসিয়ে জিল্‌নরমা এবারও হাসতে-হাসতে বললেন,—তুমি এখনো নিতান্ত ছেলেমানুষ ম্যারিউস! আমার এবার একানব্বই বছর বয়স হলো। মাথার চুল শুধু-শুধু ধুলো হাওয়ায় পাকেনি। পৃথিবীর অনেক কিছুই তুমি জানো না। আসলে তুমি একটি মূর্খ। কোথাকার কোন মেয়ে, তেমন ভালো বংশ পরিচয় নেই। তোমার মতো বংশজাত একটি ছেলে হাতে পেলে তাদের তো স্বর্গপ্রাপ্তি। তুমি আমাকে আগে বললেও আগেই আমি তোমার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিতাম। যাকগে, এ মেয়ের আশা তুমি ছেড়ে দাও।

ম্যারিউস এবার উঠে দাঁড়ালো। আর নয়, অনেক অপমান সে এতক্ষণ সহ্য করেছে! সে সোজা ঘরের দরোজার দিকে এগিয়ে গেল।

মঁসিয়ে জিল্‌নরমা জিজ্ঞেস করলেন,—কোথায় যাচ্ছো, ম্যারিউস?

ম্যারিউস এ কথার কোন জবাব দিল না। মঁসিয়ে জিল্‌নরমার দিকে ফিরে মাথা নুইয়ে সে সালাম করলো। বললো,—আপনার দয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ নানাভাই। কিন্তু আভিজাত্যের অহঙ্কারে আজ আপনি আমাকে অপমান করলেন। আমার বাবাকেও আপনি এই আভিজাত্যের দম্ভে পাঁচ বছর আগে অপমান করেছিলেন। আপনি অভিজাত অথচ লোকজনকে যাচ্ছে-তাই অপমান করতেও আপনার কুণ্ঠা নেই। ভালোই হলো নানাভাই। আপনার আচরণ আমার চিরদিন মনে থাকবে। আজ থেকে আপনার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আপনার সম্পত্তি আর টাকা-পয়সারও আমি কাঙ্গাল নই। আশীর্বাদ করুন নানাভাই—বলে গটগট করে ম্যারিউস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মঁসিয়ে জিল্‌নরমা স্তম্ভিতের মত বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। কী কথা বলতে চাইলেন, কিন্তু তার যেন বাকশক্তি নেই। গায়ে যেন তিনি বল পাচ্ছেন না। কি বললো, কোথায় চলে গেল ম্যারিউস? সে কি চীরদিনের মতো তাদেরকে ছেড়ে গেল? তাহলে তিনি কাকে নিয়ে বাঁচবেন? ম্যারিউস যে তার চোখের মণি। মাতৃহীন শিশুকে কোলে পিঠে করে এতদিন তিনি মানুষ করেছেন। একদিন তাকে বাড়ির কর্তা করে চোখ বন্ধ করতেন এই আশা তিনি করতেন! আর আজ সে অভিমান করে চলে গেল। আহা, তিনি কি কোন কঠিন কথা বলেছিলেন?

কয়েক মুহূর্ত আচ্ছন্নের মত কেটে গেল। তারপর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন,—কে কোথায় আছ? বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে।

বাড়ির লোকজন ছুটে এলো। মঁসিয়ে জিল্‌নরমা বললেন,—বাঁচাও আমাকে তোমরা বাঁচাও! ম্যারিউস রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। বলে গেছে আর ফিরে আসবে না। তোমরা ওকে ফিরিয়ে আনো। একবার ও চলে গেলে ওকে আর ফিরাতে পারবে না। যাও—দৌড়ে যাও। ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এসো, শিগ্‌গির যাও।

বাড়ির লোকজন হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। কি বলছে মঁসিয়ে জিল্‌নরমা!

মঁসিয়ে তখন জানালার দিকে ছুটে গেলেন। রাস্তার দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে তিনি ডাকছেন,—ম্যারিউস। ফিরে আয় ম্যারিউস। আমার চোখের মণি।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু ম্যারিউস সে ডাক শুনতে পেলনা। সে তখন বাড়ি থেকে অনেক দূরে।

ম্যারিউস বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিল। তাঁর নানাভাই মঁসিয়ে জিল্‌নরমা হলেন রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। সাধারণতন্ত্রের জন্যে জনগণের সংগ্রাম ও বিদ্রোহের আকাঙ্খা তাঁর মনে ছিল জমাট বাঁধা। সেই মঁসিয়ে জিল্‌নরমার দৌহিত্র ম্যারিউস সংগ্রামের হাতিয়ার তুলে নিল রাজসৈন্যের বিরুদ্ধে।

সাত নম্বর হোমি আর্মির বাড়িতে বসে ফোশল্‌ভাঁ ওরফে জাঁ ভালজাঁও এই খবর শুনলেন। চিন্তায় পড়লেন জাঁ ভালজাঁ। নানা রকম অশুভ চিন্তাই তাঁর মনে উঁকি দিতে লাগলো—ইচ্ছে করে তাকেও রোধ করা সম্ভব নয়। তাঁর মা-মণি কোজেতের সাথে আজ যে নামটি জড়িত, তা হলো ম্যারিউস। সে নাকি বিদ্রোহীদের ছোটখাট একটি দলের প্রধান। রাজসৈন্যের সাথে লড়াই করছে।

ঘরে বসে থাকতে পারলেন না ভালজাঁ। তাঁর মন কেবলই ছটফট করছে। তারপর একসময় ঘর থেকে বেরোলেন। ম্যারিউসরা যেখানে রাজসৈন্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে বলে শুনলেন, সেখানে গিয়ে হাজির হলেন তিনি। দূর থেকে দাঁড়িয়ে সব কিছুর প্রতি লক্ষ্য রাখতে লাগলেন।

এক সময় চমকে উঠলেন ভালজাঁ। এখানেও সে এসেছে! বিদ্রোহীরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তারা অসম্ভব উত্তেজিত। কিন্তু সে কি করতে এলো? সরকারী প্রয়োজনে না অন্য কোন কারণে? ইন্সপেক্টর জাভেয়রকে এখানে এভাবে দেখবেন ভাবেন নি ভালজাঁ।

খানিকক্ষণ কি যে ভাবলেন ভালজাঁ। তারপর এগিয়ে গেলেন। ইন্সপেক্টর জাভেয়রের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা, কোমরেও দড়ির শক্ত বাঁধ। পায়েও বাঁধা রয়েছে। বিদ্রোহীদের জিজ্ঞেস করলেন ভালজাঁ,—কি হয়েছে?

—এ ব্যাটা সরকারী গুপ্তচর। আমাদের সামরিক বিচারে ওকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

—তোমাদের কাছে আমার একটি আবেদন আছে। ভালজাঁ বলেন।

বিদ্রোহীরা জবাব দেয়,—বলুন।

—আমি বুড়ো হয়েছি। আমি লড়াইয়ে যোগ দিতে পারিনি। কিন্তু আমাকে তোমরা একটু সুযোগ দাও। এই গুপ্তচরকে তোমরা যে শাস্তি দিয়েছো আমাকে তা পালন করতে দাও। আমি নিজের হাতে একে সেই শাস্তি দিতে চাই।

ফোশল্‌ভাঁ ম্যারিউসের ভাবী শ্বশুর, আর একথা বিদ্রোহীদের মাঝেও কেউ-কেউ জানতো। তিনি আবেদন জানিয়েছেন, তাতে অমতের কি আছে।

তারা রাজী হলো। বললো,—তাই হোক মঁসিয়ে ফোশল্‌ভাঁ। গুপ্তচরবৃত্তির চরম শাস্তি আপনার হাত দিয়েই প্রদান করা হোক। আপনার হাতে একে আমরা ছেড়ে দিলাম।

ভালজাঁ ইন্সপেক্টর জাভেয়রকে বললেন,—চলো আমার সাথে। হাঁটতে-হাঁটতে ভালজাঁ কাছেই একটি গলির মধ্যে এক নির্জন কোণে ইন্সপেক্টরকে নিয়ে গেলো। ভালজাঁর হাতে একটি পিস্তল।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এতক্ষণে ভালজাঁ বন্দীর সাথে কথা বললেন। জিজ্ঞেস করলেন,—ইন্সপেক্টর জাভেয়র আমায় চিনতে পেরেছ?

জাভেয়র তার সাধারণ দৃষ্টিতে ভালজাঁর দিকে তাকাল। কুঞ্চিত রেখাময় মুখে অদ্ভুত ধরণের হাসি চকিতে দেখা দিলো। নাকের পাশে চ্যাপ্টা ভাঁজ পড়ে আবার মিলিয়ে গেল। সেই আগের মত হামবড়া ভাবে বললো,—চিনতে পারবো না কেন? তুমি সেই দাগী আসামী জাঁ ভালজাঁ।

জাভেয়র আবার বললো,—তা চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? সুযোগ পেয়েছো, তার প্রতিশোধ নেবে না? কণ্ঠে তার খানিকটা ব্যাঙ্গ।

জাভেয়রের মুখে আবার সেই অদ্ভুত হাসি চকিতে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। হাসলে জাভেয়রকে বাঘের মত দেখায়। ঘন ভ্রূ দু'টো আরো একটু নিচে ঝুলে পড়েছে। চোখ দু'টো পুরো দেখা যাচ্ছে না। জাভেয়রের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ভালজাঁ, তারপর পকেট থেকে একটি ছুরি বের করলেন।

জাভেয়র আবার বলে উঠলো,—এইতো দেখি আর একটি অস্ত্র বের করছো। ভালো, ভালো, এটাই তোমার জন্য ভালো। ছুরির ঘায়ে-ঘায়ে আমাকে খতম করে দাও। নাকি টুকরো-টুকরো করে কাটবে?

ভালজাঁ কোন জবাব দিলেন না। ছুরি দিয়ে জাভেয়রের হাত পা ও কোমরের বাঁধন কেটে দিলেন। জীবনে জাভেয়র কোন ঘটনায় খুব বিস্মিত হয়েছে বলে মনে পড়ে না! কিন্তু সে এবার অবাক হয়ে ভালজাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো।

ভালজাঁ বললেন,—তোমায় আমি ছেড়ে দিলাম ইন্সপেক্টর জাভেয়র। তুমি মুক্ত। বিদ্রোহীরা কোন কিছু জানার আগেই এখান থেকে তুমি চলে যাও। ইন্সপেক্টর জাভেয়র হা করে দাঁড়িয়ে রইলো। এসব কি স্বপ্ন! ভালজাঁ তাকে কি বলছে! এমনি ঘটনা যে তার কাছে অবিশ্বাস্য, কল্পনার অতীত। এ হতেই পারে না।

ভালজাঁ আবার বললেন,—ইন্সপেক্টর জাভেয়র। হোমি আর্মির সাত নম্বর বাড়িতে আমি থাকি। মিথ্যে বলছি না। এটাই আমার বর্তমান ঠিকানা! এখান থেকে কখন কি ভাবে আমি বাসায় যাবো বলতে পারি না। তবে ওটাই আমার থাকার জায়গা। ওখানেই আমার খোঁজ পাবে। আরেকটি কথা, আমার বর্তমান নাম ফোশলভাঁ। ও নামেই আমি এখন পরিচিত সর্বত্র।

বিস্ময়ের ঘোরে ইন্সপেক্টর জাভেয়র স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা কয়েক মুহূর্তের জন্যে। ভালজাঁর কথা শুনতে-শুনতে সে আবার সেই আগের প্রচণ্ড প্রতাপশালী ইন্সপেক্টর জাভেয়রে ফিরে গেছে।

ভালজাঁর প্রতি সে হঠাৎ গর্জে উঠলো। বললো,—হুঁসিয়ার, ভালজাঁ হুঁসিয়ার। কিন্তু সে গর্জন যেন আগের মতো কর্কশ কঠিন হলো না।

ভালজাঁ বললেন,—এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা তোমার জন্যে মঙ্গল নয় ইন্সপেক্টর। যা করার তুমি পরে করো, এখন তুমি এখান থেকে পালাও।

জাভেয়র তির্যক দৃষ্টিতে ভালজাঁর দিকে তাকালো। কোটের বোতাম লাগাতে-লাগাতে জিজ্ঞেস করলো,—তোমার বাসা যেন কোথায় বলেছিলে, সাত নম্বর হোমি আর্মি। তাই বললো না?

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জাভেয়র ঠিকানাটি মনে-মনে কয়েকবার আওড়াল। তারপর আস্তে ধীরে গলি থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু যেতে না যেতেই সে আবার ফিরে এলো।

বললো,—ভালজাঁ! আমার বড় অস্বস্তি লাগছে। তোমার হাতে পিস্তল রয়েছে। তুমি সুযোগ পেয়েছ, প্রতিশোধ নাও। আমাকে গুলী করে মেরে ফেলো। কিন্তু তোমার দয়ায় আমার অশান্তি লাগছে ভালজাঁ। মারো আমাকে, মেরে ফেলো।

জাভেয়রের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ভালজাঁ। আর জাভেয়র অনুভব করতে পারছে, দাগী আসামী ভালজাঁর সাথে সে যেন একটু সম্মান করেই কথা বলছে।

ভালজাঁ বললেন,—ইন্সপেক্টর জাভেয়র! আমার ঠিকানা দিয়েছি। তুমি এখনকার মতো এখান থেকে চলে যাও। প্রয়োজন হলে অন্য সময় এসো। এটা দাঁড়িয়ে থাকার সময় নয়।

আকাশের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ভালজাঁ দু'বার শূন্যে গুলী ছুঁড়লেন। তারপর ধীরে ধীরে গলি থেকে বেরিয়ে গেলেন। বিদ্রোহীদের কাছে গিয়ে ভালজাঁ বললেন যে, কাজ শেষ হয়েছে।

এদিকে ইন্সপেক্টর জাভেয়র বিস্ময়ে নিস্পন্দের মতো ভালজাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো। আপন মনেই বললো,—এ কি মানুষ, না ফেরেশতা! একে আমি এতদিন কত নির্যাতন করে আসছি! আমি তাহলে কতো নীচ। মৃত্যুই আমার শ্রেয়!

রাজসৈন্যের সাথে লড়াইয়ে আহত হলো ম্যারিউস। গুলীর আঘাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। একটি গুলী ম্যারিউসের পাঁজরের পাশ দিয়ে চলে গেছে। এছাড়া, কাঁধে গুরুতর আঘাত লেগেছে। হাতে লেগেছে তলোয়ারের ঘা।

সেদিনের লড়াইয়ে ম্যারিউসদের বিদ্রোহী দল রাজসৈন্যের সাথে পরাজিত হলো। বিদ্রোহীরা তখন লড়াই-এর এলাকা থেকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করছে, রাজসৈন্যেরা তাদের ধাওয়া করছে, বিদ্রোহীদের প্রতি গুলী ছুঁড়ছে, বিদ্রোহীদের প্রহার করছে। পুরো এলাকায় তখন শুরু হয়েছে রাজসৈন্যের তাণ্ডব, শোনা যাচ্ছে তাদের মত্ত হাহাকার আর সাথে শোনা যাচ্ছে আহতদের করুণ আর্তনাদ।

কোন্ মুহূর্তে কি ঘটে বলা যায় না। লড়াইর ময়দানে আহত অবস্থায় ম্যারিউস পড়ে রয়েছে। রাজসৈন্যেরা পলায়নপর অথবা সুস্থ বিদ্রোহীদের তাড়ানো ও মোকাবিলায় তখনো ব্যস্ত। এরপরই আহতদের দিকে তাদের নজর পড়বে। ভালজাঁ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, এক্ষুণি ম্যারিউসকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু এই ভীড় ও হানাহানির মধ্যে পথ কেটে বেরিয়ে আসা যে অসম্ভব ব্যাপার! কিন্তু জাঁ ভালজাঁ তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ম্যারিউসকে বাঁচিয়ে তুলতে হবেই। এর সাথে যে মা-মণি কোজেতের জীবন মরণ জড়িত। চারবার জেল থেকে পালিয়েছেন ভালজাঁ। তারপর ভালজাঁকে পালিয়েই বেড়াতে হচ্ছে। এবারও কি তিনি পালিয়ে যেতে পারবেন না ম্যারিউসকে নিয়ে? ম্যারিউসকে তিনি কাঁধে তুলে নিলেন!

ম্যারিউস যেখানে আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে তার অদূরে এককোণে রাস্তার উপরে ড্রেনের একটি মুখ। ড্রেনের এসব মুখ দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে নিচে নেমে সুইপাররা তা পরিষ্কার করে। ড্রেনের মুখটিতে ঝাঁজরির ঢাকনা। চারদিকে তাকাতে-তাকাতে

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভালজাঁর হঠাৎ ওদিকে চোখ পড়লো। খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলেন তিনি। তারপর ওদিকে এগিয়ে গেলেন। ড্রেনের ঢাকনা তিনি দ্রুতহাতে খুলে ফেললেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে চট করে ড্রেনের সেই সুড়ঙ্গপথে তিনি নেমে গেলেন। কাঁধের উপরে ম্যারিউস। চারদিকে তখন এক প্রলয়ের অট্টরোল। রাজসৈন্যেরা বুনো উল্লাসে ধাওয়া করছে বিদ্রোহীদের। এলাকার চারদিকে তখন তারা তাদের ঘাঁটি জোরদার করেছে। এমনি পরিস্থিতিতে লোকের চোখ বাঁচিয়ে জীবনের দারুণ এক ঝুঁকি নিয়ে ড্রেনের সুড়ঙ্গে নেমে পড়লেন ভালজাঁ।

অন্ধকার শুধুই অন্ধকার! সূর্য অস্ত গেছে। বাইরে তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে নেমেছে রাত। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। ড্রেনের সেই বন্ধ পরিবেশে বাইরের পৃথিবীর আলোর রেশটুকুও নেই। চারদিকে থমথমে অন্ধকার। দুর্গন্ধে ভরা পরিবেশ, হাঁটু থেকে কোমর সমান নোংরা পানি! কোন দিকে যাবেন ভালজাঁ?

পা দিয়ে ড্রেনের তলদেশকে ভালজাঁ অনুভব করার চেষ্টা করলেন। নর্দমাটি যেদিকে ঢালু সেদিকে তিনি এগিয়ে যাবেন। এই পানি নদীতে গড়িয়ে পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ঢালু পথে এগিয়ে গেলে তিনিও হয়তো নদীর মুখে পৌঁছে যেতে পারবেন।

ঢালু পথের দিকে আঁধারে পা টিপে-টিপে এগিয়ে চললেন ভালজাঁ! সময় যেন এগুতে চায় না! কেউ যেন ফিস-ফিস করে কানে-কানে বলছে,— আর কতদূর ভালজাঁ! কাঁধের উপর অচৈতন্য ম্যারিউসের দেহের ভারে তিনি ক্লান্ত। দুশ্চিন্তায় দপ-দপ করছে মাথার শিরা-উপশিরা।

চলতে-চলতে ম্যারিউসের দেহকে এ-কাঁধ থেকে ও-কাঁধে নিলেন ভালজাঁ। খানিকক্ষণ আবার ও-কাঁধ থেকে এ-কাঁধে। এমনি করে চলতে লাগলেন। কতক্ষণ চলেছেন খেয়াল নেই ভালজাঁর। হয়তো আধঘন্টাখানেক। কিন্তু মনে হয় যেন কত যুগ ধরে তিনি এই বন্ধুর পথ হেঁটে চলছেন।

কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে এই নোংরা পথ! নাকি পথ আমি ভুল করে চলেছি! ম্যারিউসকে কি বাঁচানো যাবে! এসব তোলপাড় চলছিল ভালজাঁর মনে। এসময় দূরে এক ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা গেল। আশা-আনন্দে ভালজাঁর মন নেচে উঠলো। তাহলে তিনি ঠিক পথেই এসেছেন। আরেকটু পরেই পৃথিবীর আলো-বাতাসের স্পর্শ পাবেন হয়তো।

আলোর রেখাটি আস্তে-আস্তে আরো বড় হতে লাগলো। হাঁটতে-হাঁটতে ভালজাঁ আলোর বৃত্তের কাছে এসে দাঁড়ালেন। হ্যাঁ, তিনি ঠিকই ভেবেছিলেন। ড্রেনের মুখে তিনি এসে পড়েছেন। কিন্তু একি ড্রেনের মুখের ঝাঁজরিটি একটি প্রকাণ্ড তালা দিয়ে আটকানো। তাহলে—তাহলে এবার কি এই ড্রেনের মধ্যেই তাকে পঁচে মরতে হবে!

সুড়ঙ্গের চারপাশে ঝাঁজরির ধারে যেখানটায় পানি তেমন নেই, সেখানে ম্যারিউসকে শুইয়ে দিলেন ভালজাঁ। তারপর ঝাঁজরির দরজাটি গায়ের জোর দিয়ে ঠেলতে লাগলেন। এমনিভাবে ধাক্কা দিয়ে দরোজার তালা খুলে বা ভেঙ্গে ফেলা যে সম্ভব নয়, ভালজাঁ তা বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু তালা যে তাঁকে ভেঙ্গে ফেলতেই হবে। তাঁকে এই নরক থেকে মুক্তি পেতেই হবে! ভালজাঁ ছোটখাট কিছু অস্ত্র সব সময়ই

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজের কাছে রাখতেন। তাঁর জামা বা কোটের পকেটে সেগুলো থাকে। বহুবার এসব অস্ত্রের সাহায্যে তিনি পালিয়ে যেতে পেরেছেন! এগুলো কাছে থাকলে তালা ভেঙ্গে ফেলা তেমন সমস্যা হতো না, কিন্তু আজ লড়াইয়ের ময়দানে আসার সময় ওগুলো তিনি আনেননি। ম্যারিউসের পকেট হাতড়ে দেখলেন যদি কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু না কিছুই নেই। ম্যারিউসের জামার পকেট থেকে পাওয়া গেল একটি পকেট বই, কয়েকটি টাকা এবং একটি রুটি।

ভালজাঁ আবার প্রাণপণে দরজা ধাক্কাতে লাগলেন। কিন্তু কোন কাজ হলো না। শ্রান্ত-অবসন্ন ভালজাঁ ম্যারিউসের পাশে বসে পড়লেন। সারা শরীর দিয়ে দর-দর করে ঘাম ঝরছে। সারা গায়ে লেগেছে ড্রেনের যতসব ময়লা। বাইরে চাঁদের আলো, ঝাঁজরির ফাঁক দিয়ে খানিকটা আলোও ড্রেনের মুখে এসে ছড়িয়ে পড়েছে।

ম্যারিউসের পকেটে যে রুটিখানা পেয়েছিলেন, ভালজাঁ তা খেয়ে ফেললেন। দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে তাঁর। তারপর ম্যারিউসকে কাঁধে তুলে আবার পা টিপে-টিপে ড্রেনের পথে এগিয়ে যেতে লাগলেন ভালজাঁ।

পথের কি শেষ নেই! আর কত দূর! চারধারে অন্ধকার—থকথকে অন্ধকার। নিচে নোংরা পানি, চারধারে দুর্গন্ধময় পরিবেশ। কাঁধের উপর নিথর দেহ। আর বুঝি পারছেন না ভালজাঁ। মনে হচ্ছিল, হোক না নোংরা পানি, হোক না অন্ধকারাচ্ছন্ন ড্রেন, তবু যদি তিনি একটু শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিতে পারতেন! মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি পা টলে পড়ে যাবেন। কিন্তু সাথে-সাথেই মনের সেই আচ্ছন্ন ভাবকে ঝেড়ে ফেলছেন ভালজাঁ। অবিচল স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলছেন। পথের সন্ধান তাঁকে পেতেই হবে। ম্যারিউসকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে।

চলতে-চলতে এক সময় আবার আলোর রেখা দেখতে পেলেন ভালজাঁ। আশা ও আনন্দে তিনি আবার উন্মুখ হয়ে উঠলেন। মনে-মনে বললেন,—ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন। পথের দিশা তাকে যে পেতেই হবে।

আলোর রেখাটি ধীরে ধীরে আরো স্পষ্ট হতে লাগলো। তারপর ভালজাঁ এক সময় ড্রেনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। ড্রেনটি ওখানে যেন নদীর সাথে ঢালু হয়ে মিশে গেছে। ভালজাঁ ড্রেন থেকে বেরিয়ে এলেন।

নদীর তীরে ঘাসের উপর অচৈতন্য ম্যারিউসকে শুইয়ে দিলেন ভালজাঁ। তিনি নিজেও আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইলেন! কিন্তু তা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে। ভালজাঁ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর কাজ তো এখনো শেষ হয়নি। ম্যারিউসকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। নদী থেকে আঁজলা ভরে পানি এনে ম্যারিউসের চোখে-মুখে ঝাপ্টা দিতে লাগলেন।

নাড়ী পরীক্ষা করলেন ভালজাঁ! ক্ষীণভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে ম্যারিউসের। নদী থেকে আঁজলা ভরে আবার পানি তুলতে লাগলেন ভালজাঁ।

এমন সময় কাঁধের উপর একটি হাত পড়লো। ভালজাঁ ঘাড় ফেরালেন।

—কে তুমি? এ রাতের বেলা এখানে কি করছ? কর্কশ কণ্ঠে লোকটি জিজ্ঞেস করলো।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—আমায় চিনতে পারছো না ইন্সপেক্টর জাভেয়ার! আমি জাঁ ভালজাঁ। ইন্সপেক্টর জাভেয়র চমকে ওঠে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে ভালজাঁর মুখের দিকে তাকায়। হঠাৎ সে ভালজাঁর কাঁধ আরো সজোরে আঁকড়ে ধরে।

ভালজাঁ বললেন,—ভয় নেই ইন্সপেক্টর, আমি পালিয়ে যাবো না। আমি তো তোমার হাতের মুঠোয় রয়েছি! পালাবার ইচ্ছে থাকলে আমি পালিয়ে যেতে পারতাম, তা' তুমি জানো ইন্সপেক্টর। কিন্তু আজ সকাল থেকেই আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করে রয়েছি। আমার বাড়ির ঠিকানাও দিয়েছি। তোমার হাতেই আমি বন্দী ইন্সপেক্টর; কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষে চাইবার রয়েছে।

কাঁধের উপর জাভেয়রের হাত শিথিল হয়ে এলো। ভালজাঁর চোখের দিকে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। মনের মধ্যে তার চিন্তার ঝড়। এমনি অবস্থায় বোধহয় সে জীবনে আর কোনদিন পড়েনি! বিড়বিড় করে সে বলে উঠলো,—হ্যাঁ, তুমিই জাঁ ভালজাঁ। কিন্তু তোমার এ কি চেহারা হয়েছে! সারা গায়ে কাদা! এত নোংরা! আর এ লোকটি তোমার কে?

ভালজাঁ বললেন,—আমি ওই ড্রেনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসেছি। সবার চোখের আড়ালে-আড়ালে থেকে আমাকে আসতে হয়েছে।

—কিন্তু এই লোকটিকে তুমি কোথায় পেলে? জাভেয়র জিজ্ঞেস করে।

—একে নিয়েই আমি ড্রেন পেরিয়ে এসেছি। এর ব্যাপারেই আমি তোমার কাছে খানিকটা সময় ভিক্ষা চাইছি ইন্সপেক্টর। একে বাড়িতে পৌছে দেবার সময়টুকু আমাকে দাও। এর বাড়ি ৬নং রু দ্যা ফীর দ্যা কাল্‌ভেয়র। এ মঁসিয়ে জিলনরমার নাতী।

জাভেয়র চুপ করে রইলো। মনে হলো, তার মনের চিন্তার ঝড় এখনো শেষ হয়নি। স্বভাবগতভাবে সে নিয়মভঙ্গকে মনে করে দারুণ অপরাধ, নিয়মের কাছে দয়া-ধর্ম তার নিকট কোনদিন ঠাঁই পায়নি। সে কাউকে বিশ্বাস করে না, কোন কিছু সে ভুলে যায় না, মূলতঃ কোন কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না। অপরাধীকে ধরার জন্য সে নির্মম হৃদয়ে অপেক্ষা করে। দোষীকে ধরিয়ে দেওয়ার কাজে নিষ্ঠুরতম পন্থা গ্রহণেও তার আপত্তি নেই। বিদ্রোহীদের প্রতি রয়েছে তার চরম বিদ্বেষ, শাসকদের আদেশের প্রতি রয়েছে পরম আনুগত্য। কিন্তু আজ সকাল থেকে যে চিন্তার ঝড় তার চিত্তকে বিপর্যস্ত করে তুলছিল, তা যেন এখন আবার উত্তাল সমুদ্র হয়ে উঠেছে। তবুও সে ঝড়কে গা-ঝাড়া দিয়ে ঝেড়ে ফেলে আগের সেই জাভেয়র ফিরে যেতে চাচ্ছিল।

নিচু হয়ে সে আহতের মুখ ভাল করে দেখে বললেন,—এই লোকটিকে তো আজ বিদ্রোহীদের দলে দেখেছি। এর নাম ম্যারিউস। ঠিক বলেছি না?

ভালজাঁ জবাব দিলেন,—হ্যাঁ।

জাভেয়র এবার ম্যারিউসের নাড়ী পরীক্ষা করতে লাগলো। তারপর বললো,—একে নিয়ে কোথায় যাবে জাঁ ভালজাঁ?

ভালজাঁ বললেন,—ঐ অলক্ষুণে কথা দয়া করে আর বলবে না ইন্সপেক্টর। এ ভয়ানকভাবে আহত হয়েছে। চেষ্টা করলে এখনো হয়তো একে বাঁচানো যাবে।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জাভেয়র আবার বললো,—তুমি বলছো আহত আর আমি তো দেখছি মারা গেছে।

ভালজাঁ এবার উচ্চ কণ্ঠে গম্ভীর স্বরে বললেন,—মিথ্যে কথা বলো না ইন্সপেক্টর জাভেয়র। আমি বলছি ম্যারিউস এখনো মরেনি। আমি তো তোমার কাছে খানিকটা সময় ভিক্ষা চেয়েছিলাম।

ভালজাঁর কথায় আবার ঝড় উঠলো জাভেয়রের মনে, আবার একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত।

দূরে একটি ভাড়াটে গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। জাভেয়র ডাকলো,—এই গাড়ী ভাড়ায় যাবে? এদিকে এসো।

রাত তখন মধ্যপ্রহর পেরিয়ে গেছে। আহত ম্যারিউস, ভালজাঁ ও জাভেয়রকে নিয়ে গাড়ী এসে মঁসিয়ে জিল্‌নরমার বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়াল। জাভেয়র গাড়ী থেকে নেমে গেইটের কড়া নাড়ল। জোরে-জোরে কয়েকবার কড়া নাড়ার পর দারোয়ান এসে দরোজা খুললো।

দরোজা সামান্য ফাঁক করে বাতি তুলে জিজ্ঞেস করলো,—আপনারা কে? কি চাই?

জাভেয়র বললো,—এটা তো মঁসিয়ে জিল্‌নরমার বাড়ি? তাকে গিয়ে খবর দাও যে, আমরা তার নাতীকে নিয়ে এসেছি। রাজসৈন্যের সাথে যুদ্ধে সে মারা গেছে।

দারোয়ান ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। ইতোমধ্যে জাভেয়র দরোজাটি ঠেলে আরো খানিকটা ফাঁক করেছে। জাভেয়রের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল ভালজাঁ, তাঁর গায়ে রক্ত ও কাদা মাখা ছেড়া জামা, কিম্ভূত-কিমাকার চেহারা। সে দারোয়ানকে ইঙ্গিতে বোঝালো যে, ম্যারিউস বেঁচে আছে। দারোয়ান কি বুঝলো, কে জানে। চাকর-বাকরদের সে ডাকাডাকি শুরু করলো। ম্যারিউসের নানী মাদাম জিল্‌নরমাও খবর পেলেন। মঁসিয়ে জিল্‌নরমাকে কেউ সাহস করে খবর দিচ্ছিল না। গাড়ী থেকে ম্যারিউসকে চাকর-বাকরেরা সবাই ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেল।

ম্যারিউসকে উপরের একটি ঘরে নিয়ে শুইয়ে দেয়া হলো। পিছু-পিছু ভালজাঁও উপরে চলে এলেন। ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠানো হয়েছে। ঘরের মধ্যে ফিস-ফিস করে এ ওর সাথে আলোচনা করছে। মঁসিয়ে জিল্‌নরমা তখনো খবর পাননি। ভালজাঁ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন ম্যারিউসের দিকে। সে দৃষ্টি যেন ম্যারিউসকে ছাড়িয়ে কোন সুদূরে ডানা মেলেছে। ভালজাঁর দু'চোখে যেন ছায়া ফেলেছে স্মৃতির পাখিরা।

এমনি সময় কাঁধে আলতো ছোঁয়া পেয়ে ভালজাঁ চমকে উঠলেন। পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখেন ইন্সপেক্টর জাভেয়র। ইন্সপেক্টর কোন কথা বলল না। শুধু ভালজাঁর দিকে শীতল দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিচে নামবার জন্য পা বাড়ালো। ভালজাঁও তাকে অনুসরণ করলেন। এখানকার কাজ তাঁর শেষ হয়েছে। ইন্সপেক্টরের কাছে তিনি সময় চেয়েছিলেন। এবার যেতে হবে।

গাড়ীতে উঠতে যাবেন এমনি সময়ে ভালজাঁ ইন্সপেক্টর জাভেয়রকে বললেন,—তোমার দয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ ইন্সপেক্টর। ম্যারিউসকে বাড়ি রেখে আসার সময় চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে সেই সময় দিয়েছো। তোমার কাছে আরেকটি ভিক্ষা

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাইছি। এতই যখন করলে, আমাকে এ দয়াটুকু তুমি করো ইন্সপেক্টর। আমাকে একটু বাড়ি নিয়ে চলো। বেশী দেরি করবো না, মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য আমাকে বাড়ি যেতে দাও। মা-মণির সাথে একবার একটু কথা বলার সুযোগ ও সময় তোমার কাছে আমি ভিক্ষে চাইছি।

চিন্তার ঝড়ে হাওয়ার মাতন আবার জাভেয়ারের চেহারায় প্রকট হয়ে উঠলো। খানিক পর সে ভালজাঁকে বললো,—গাড়ীতে ওঠো। হোমি আর্মি লেন চলো, বললো গাড়োয়ানকে। তারপর সে নিজে গাড়ীতে উঠে চুপ করে ওপাশের আসনে বসে রইলো। গাড়ী যখন চলতে শুরু করেছে তখন দেখা গেল দু'জনেই চুপ করে বসে কি যেন ভাবছে।

হোমি আর্মি লেনের মুখে এসে গাড়োয়ান হাঁক দিলো,—আপনারা কোথায় নামবেন হুজুর? গাড়ী তো গলির ভেতরে ঢুকবে না।

জাভেয়র ভালজাঁর দিকে তাকালেন। ভালজাঁ বললেন,—গলির মধ্যে খানিকটা পথ হেঁটে যেতে হবে।

গাড়ী থেকে নেমে জাভেয়র গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিলো। তারপর ভালজাঁকে বললো,—সাত নম্বরের বাড়িতে থাকো, তাই না? চলো।

সাত নম্বর বাড়ির গেটে এসে ভালজাঁ বললো,—আমি এই বাড়িতে থাকি ইন্সপেক্টর।

কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে দারোয়ান গেট খুলে দিল।

ভালজাঁ বললো,—চলো ইন্সপেক্টর, আমি উপরের তলায় থাকি।

জাভেয়র বললো,—তুমিই যাও ভালজাঁ। আমি নিচে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

ভালজাঁ অবাক হলেন। জাভেয়রের এমনি কণ্ঠস্বর তিনি আর কোনদিন শোনেননি। জাভেয়রের আজকের ব্যবহারে তিনি সত্যি বিস্মিত।

ভালজাঁ আবার বললেন,—আমি তাহলে দেখা করে আসি?

—তাইতো তোমাকে বললাম ভালজাঁ! যাও দেরি করো না।

উপরের তলায় সিঁড়ির বাঁকে একটি জানালা। সেখান দিয়ে বাড়ির গেটের সামনে থেকে শুরু করে গলির বেশ কিছুদূর অবধি দেখা যায়। জানালাটি খোলা ছিল। দোতলায় যাবার পথে ভালজাঁ কি ভেবে জানালা দিয়ে বাইরে নিচের দিকে তাকালেন। তাকিয়েই তিনি চমকে উঠলেন। গেটের সামনের নির্দিষ্ট স্থানে জাভেয়র দাঁড়িয়ে নেই। গলিপথের দিকে তাকিয়ে তিনি বিস্ময়ে দেখতে পেলেন যে, ইন্সপেক্টর জাভেয়র চলে যাচ্ছে। ভালজাঁ থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখতে-দেখতে ইন্সপেক্টর জাভেয়র দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

ভালজাঁ বাড়ির ভেতরে চলে যাওয়ার পর কয়েক মুহূর্ত ইন্সপেক্টর জাভেয়র চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। দারুণ সেই ঝড়ের দাপাদাপি তখন যেন তার মনের মধ্যে আরো উদ্দাম হয়ে উঠছে, ক্ষণে-ক্ষণে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুতের মত সারা মুখে চিন্তার রেখা। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপর ইন্সপেক্টর জাভেয়র ধীরে-ধীরে গলি ধরে চলতে লাগল।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গলি ছেড়ে সে রাজপথে পড়ল। রাত তখন দ্বিপ্রহর। জনশূন্য থমথমে রাজপথ। দীর্ঘকায় দুর্দান্ত ইন্সপেক্টর জাভেয়র মাথা ঝুঁকিয়ে-ঝুঁকিয়ে আস্তে-আস্তে রাজপথ বেয়ে চলছে।

চিন্তার যে ঝড় আজ সকাল থেকে জাভেয়রকে ক্ষণে-ক্ষণে বিপর্যস্ত করছে, তার উদ্দামতা তখন আরো বেড়ে চলেছে। পথ চলতে-চলতে জাভেয়র একসময় কপালের দু'পাশের শিরা দুটো টিপে ধরলো। ওর মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে।

জাভেয়র ভাবছিল, কোনটা বড় ? সে যাকে মূলতঃ কর্তব্য বলে মনে করে, না যা মানবতা ? ভালজাঁ আজ তাকে জীবন দান করেছে। যাকে সে খুনে ডাকাত বলে মনে করে সেই ভালজাঁ আজ তার জীবনের বড় শত্রুকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে।

জাভেয়র এই চিন্তাকে গা ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিতে চাইল। নিজেকেই এক ধমক দিয়ে যেন সে বললো,—এসব কি হচ্ছে ইন্সপেক্টর জাভেয়র ? তোমার একি মতিভ্রম হয়েছে! জীবনে যে কাজ তুমি কখনো করনি তাই আজ তুমি করছো ? ভালজাঁ অপরাধী, দাগী আসামী, খুনে ডাকাত—তাকে ধরার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে তুমি চেষ্টা করছো। তাকে বাগে পেয়েও তুমি ছেড়ে দিচ্ছো ? যাও, ফিরে যাও জাভেয়র, এখনো সময় আছে, তাকে গিয়ে পাকড়াও করো।

কিন্তু পারলো না জাভেয়র। পারলো না সে ফিরে যেতে। পাগলের মতো সে বলে উঠলো,—না না না! জাভেয়র, তুমি যেও না, তুমি তো আজ সেই দুস্যুকে ছেড়ে দিয়েছো।

দু'হাত কপালের দু'পাশে চেপে ধরে পাগলের মতো চিৎকার দিয়ে উঠলো জাভেয়র। পরমুহূর্তেই সে সম্বিত ফিরে পেল। চোখে ভেসে উঠলো প্রসারিত জনশূন্য রাজপথ, নীরব থমথমে রাত, রাস্তার আলো।

চারদিকে যেন ছবির ভীড়। জেলখাটা দাগী আসামী জাঁ ভালজাঁ, লোকপ্রিয় মেয়র মঁসিয়ে ফোশলভাঁর নানা কাহিনীর বিপরীতধর্মী ছবিগুলো যেন তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে—মাঁদলেন আর ফোশলভাঁ।

লোকহিতকর নানা কাজের জানা-অজানা কাহিনীগুলো ছবি হয়ে যেন তার সামনে নৃত্য করছে। জাভেয়র বিমোহিত হল। সাথে সাথেই আবার মনে-মনে বলে উঠলো,—ভালজাঁকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিতে হবে। এরপরও তাকে চাকুরী করতে হবে। অসহ্য, এ যে অপমান! জাভেয়র আবার নিজেকেই শুধালো,—ইন্সপেক্টর জাভেয়র, একে তুমি অপমান বলছো, কিন্তু এর নামই তো মানবতা।

ভাবনার ঝড়ের মাতন তখন আরো বেড়ে গেছে। জাভেয়র ক্ষণে আচ্ছন্ন, ক্ষণে স্বাভাবিক অবস্থায় পথ চলছিল। একসময়ে ঝড়ের দাপাদাপি যেন ঝিম ধরলো। জাভেয়র তখন ভাবছিল, আত্মহত্যা ছাড়া তার আর উপায় নেই।

মাথায় অসহ্য ব্যথা। শিরাগুলো যেন দপদপ করে জ্বলছে। পথ চলতে-চলতে এক সময় জাভেয়র সীন নদীর সেতুর উপর এসে দাঁড়ালো। বর্ষার ভরা নদী। সেতুর রেলিং-এর নিচে জলের ঘূর্ণি। জাভেয়র দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পানির সেই গভীর দেহ দেখতে লাগলো। সেতুর খুঁটির গায়ে ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে। জাভেয়র তার মাথার

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টুপি খুলে ফেলে দু'হাতে কপালের দু'পাশ চেপে ধরলো। তারপর আবার রেলিং-এর উপর ভর দিয়ে দেখতে লাগলো ঢেউয়ের নাচন। ধীরে-ধীরে সে যেন অন্য কোন জগতে হারিয়ে গেলো। সারামুখ ভরে গেলো প্রশান্তিতে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বুঁজে সে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলো। দু'হাত জোড় করে আকাশের দিকে তাকালো। তারপর রেলিং-এর উপর উঠে নদীর সেই গভীর দেহে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দুরন্ত 'সীন' গ্রাস করে নিল জাভেয়রকে।

বিছানার উপরে টেবিলের উপর জ্বলছে তিনটি বাতি। তার পাশে ডাক্তারের যন্ত্রপাতি। অতিরিক্ত রক্তপাতের দরুণ ম্যারিউস সেই যে নেতিয়ে পড়েছে, তারপর এখনো চোখ মেলেনি।

ডাক্তার এসে রোগীর দেহের আহত স্থানগুলো পরীক্ষা করেন। কাঁধের হাড় ভেঙ্গে গেছে। বেশ গুরুতর আঘাত। হাতে ও মাথার কয়েক জায়গায় তরবারির আঘাত লেগেছে। মাথার বেশ খানিকটা কেটে গেছে। একটি গুলী পাঁজরের পাশ ঘেষে বেরিয়ে যাওয়ায় স্থানটা খানিকটা মারাত্মকভাবে ছিঁড়ে গেছে।

ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন,—রোগীর নাড়ী এখনো বইছে। বুক পিঠের কোন ক্ষতি হয়নি। তবে আঘাতের ফলে রোগী জ্ঞান হারিয়েছে এবং রক্তপাতে রোগী নেতিয়ে পড়েছে—এটাই একটু চিন্তার বিষয়! তবে ভাববেন না।

বললেন বটে ডাক্তার। তবে তাঁর ভাব দেখে মনে হলো তিনিও চিন্তামুক্ত নন। কাপড় ভাঁজ করে তিনি রোগীর রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করছিলেন আর বিড়-বিড় করে অনুচ্চকণ্ঠে আপন মনে কি যেন বলছিলেন।

এমনি সময় ঘরের দরোজা খুলে প্রবেশ করলেন মঁসিয়ে জিল্‌নরমা। পাশের ঘরটিই তাঁর শয়নকক্ষ। বাড়ির সবার সাবধানতা সত্ত্বেও পাশের ঘরে লোকজনের আনাগোনার শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। ঘুম ঠিক নয়, বলা চলে তন্দ্রার ঘোর। গত ক'দিন থেকেই মঁসিয়ে জিল্‌নরমা মানসিক উত্তেজনায় ভুগছিলেন। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর থেকেই এটি শুরু হয়েছে। চিন্তা-ভাবনায় গত কিছুদিন থেকে মন তাঁর বিপর্যস্ত। আগের রাতে তাঁর ভাল ঘুম হয়নি। আজকে তিনি সন্ধ্যা গড়াতেই বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু নিদ্রা এলো না। ক্লান্তিতে চোখের পাতা যেন ভারী হয়ে নেমে আসতে চাইছে; কিন্তু ঘুম আসছে না। অনেক রাতে তন্দ্রার ঘোর যা-ও বা এলো, পাশের ঘরে লোকজনের ফিস্‌ফাস্ শব্দে তাও ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন পাশের ঘরের আলো দরোজার ফোঁকর গলিয়ে এ ঘরে এসে পড়েছে।

মঁসিয়ে জিল্‌নরমা জিজ্ঞেস করলেন,—কে, কে ঐ খাটে? কে শুয়ে রয়েছে? ম্যারিউস? তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপছে।

একজন চাকর জবাব দিল,—হ্যাঁ হুজুর। ম্যারিউস অবরোধে গিয়েছিলেন। খানিক আগে এক ব্যক্তি তাঁকে দিয়ে গেলেন।

মঁসিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে আরো সামনে এগিয়ে এলেন। বললেন,—ওকি তাহলে মরে গেছে? ম্যারিউস! ম্যারিউস! কথা বলছো না কেন? ম্যারিউস! ডাক্তার! কথা বলছো না কেন?

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডাক্তার চুপ করে রইলেন। মারিউসের দিকে কয়েক মুহূর্ত অপলক তাকিয়ে থাকলেন মঁসিয়ে জিল্‌নরমা। তারপর পাগলের মতো অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন। বলতে লাগলেন,—আমার উপর অভিমান করে ও আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। আমাকে জব্দ করার জন্যে অবরোধে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবো। ম্যারিউস! ম্যারিউস! তুই আমাকে এমনি করে জব্দ করলি!

ছটফট করতে লাগলেন মঁসিয়ে জিল্‌নরমা। ডাক্তার মঁসিয়ের অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি উঠে মঁসিয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

মঁসিয়ে বললেন,—আমি ঘাবড়াইনি ডাক্তার, আমি ভেঙে পড়িনি। সব কিছু আমি সহ্য করে নেবো ডাক্তার। আমি ষোড়শ লুইয়ের মৃত্যু দেখেছি। আমি পুরুষ মানুষ। এই খবরের কাগজগুলিই হলো যত নষ্টের মূল। তুমি ভাবছো ডাক্তার আমি রাগ করেছি। যে মরে গেছে তাকে নিয়ে রাগ করে আর কি করবো। কিন্তু ডাক্তার! ওকে আমি বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছি। ও যখন ছোট শিশু তখন ওর বাবা মারা যায়। ওর মা-ও এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। সাধারণতন্ত্রের জন্যে লড়াই করতে গিয়ে ও মারা গেল আর আমি এই বৃদ্ধ অথর্ব্য বেঁচে রইলাম! একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। হায়রে ম্যারিউস! আমার নয়নমণিরে! কোথায় হৈ-চৈ করে এই বয়সে আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাবি, না লড়াই করতে গিয়ে গুলীর ঘায়ে প্রাণ হারালি।

মঁসিয়ে জিল্‌নরমা যখন এমনি বিলাপ করছিলেন এমন সময় ম্যারিউস চোখ মেলে-তাকালো। দু'চোখে হাজার বছরের ক্লান্তি। মঁসিয়ের দিকে অবসাদভারাক্রান্ত দৃষ্টিতে সে তাকালো।

মঁসিয়ে জিল্‌নরমা অভাবিত বিস্ময়ে আনন্দে উত্তেজনায় প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলেন,—আমার ম্যারিউস! আমার নানাভাইমণি, তুই তাহলে বেঁচে আছিস! তুমি রক্ষা কর ঈশ্বর! বলতে বলতে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

চারমাস পর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ডাক্তার জানালেন ম্যারিউসের জীবনের আর কোন শঙ্কা নেই। তার অবস্থা এখন ক্রমান্বয়ে উন্নতির পথে। তবে কাঁধের হাড় ভেঙ্গে যাওয়ায় আরো কিছুদিন ম্যারিউস চলা-ফেরা করতে পারবে না। অন্ততঃপক্ষে আরো দু'মাস তাকে শুয়ে কাটাতে হবে।

এই চারমাস ম্যারিউস বহুবার জ্বরের ঘোরে অথবা রোগের যন্ত্রণায় প্রলাপ বকেছে এবং কোজেতের নাম করেছে। প্রলাপের ঘোরে সে অবরোধের কথা, বন্ধুদের কথা, লড়াইয়ের কথা বলতো। ডাক্তার বাড়ির লোকজনকে বার-বার বারণ করে দিয়েছেন—দেখবেন, এমন কিছু না হয় যাতে রোগীর কোনরকম উত্তেজনার কারণ ঘটে। এই চারমাস মঁসিয়ে জিল্‌নরমা বলতে গেলে প্রতি রাতেই ম্যারিউসের শয্যার পাশে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। এ সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো প্রতিদিন একজন অভিজাত ধরনের বৃদ্ধ দারোয়ানের কাছ থেকে ম্যারিউসের খবরাখবর নিয়ে যান। ম্যারিউসের ক্ষত বাঁধবার জন্যে তিনি ব্যাণ্ডেজের কাপড় নিয়ে আসতেন। বাড়ির দারোয়ানই খবরটি জানালো। সেই বৃদ্ধ কখনো দিনে দু'তিনবারও আসেন।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এদিকে দীর্ঘদিন রোগভোগের দরুণ ম্যারিউস বিদ্রোহের অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পেলো।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ডাক্তার যেদিন মঁসিয়ে জিল্‌নরমাকে জানালেন যে ম্যারিউসের ব্যাপারে এখন আর কোনরকম শঙ্কার কারণ নেই, সেদিন বৃদ্ধের খুশী দেখে কে! আনন্দের আতিশয্যে তিনি শিশুর মতো কাণ্ড কারখানা শুরু করলেন। কখনো ম্যারিউসকে বলেন,—কি খবর ব্যারন ম্যারিউস! কখনো বলে উঠেন,—সাধারণতন্ত্র জিন্দাবাদ! খুশীতে তিনি কখনো আপন মনে হাসেন, কখনো একে-ওকে মোহর পুরস্কার দেন। অবস্থা দেখে কে বলবে যে ইনিই সেই আভিজাত্যগর্বিত মঁসিয়ে জিল্‌নরমা। কে বলবে ইনিই এ বাড়ির গৃহকর্তা! মনে হচ্ছিল ম্যারিউসই যেন এ বাড়ির গৃহকর্তা।

ম্যারিউসের শরীর ধীরে-ধীরে সারতে লাগল। জ্বর থেমে যেতে ম্যারিউসের প্রলাপ বকা শেষ হলো। কিন্তু কোজেতের নাম সে আর মুখে আনে না। সারাক্ষণ ম্যারিউস কি যেন চিন্তা করে। মুখে কিছু বলে না, তবে মুখ দেখলে বোঝা যায়, চোখ যেন তার কোন সুদূরে নিবদ্ধ। এক নজরেই বোঝা যায়, স্মৃতির পাতায় সে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আসলে কোজেতকে ম্যারিউস ভোলেনি। ভোলা তার পক্ষে এই জীবনে সম্ভব নয়। কোজেত কোথায় কি করছে, কেমন আছে, কিছুই সে জানে না। আর মঁসিয়ে ফোশল্‌ভাঁ, তিনিই বা কোথায়? ফোশল্‌ভাঁর কথা মনে পড়তেই অপরাধের কথা, লড়াইয়ের কথা মনে পড়ে যায়। বন্ধুদের মুখ, লড়াইয়ের দারুণ মুহূর্তগুলো, গুলীর আঘাত এসব তার চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে উঠে। সেই ছবির মেলায় আবছা মতো মঁসিয়ে ফোশল্‌ভাঁর মুখটিও ভেসে উঠে। মঁসিয়ে সেখানে কেন গিয়েছিলেন? আরেকটি কথা, কে তাকে উদ্ধার করল? কে সেই অসমসাহসি মহানুভব ব্যক্তি? কি করে তিনি উদ্ধার করলেন? বাড়ির সবাইকে জিজ্ঞেস করেছে ম্যারিউস। বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞেস করেছে। কেউ কোন খবর দিতে পারলো না। ম্যারিউস ভাবে। মঁসিয়ে ফোশল্‌ভাঁ কি জানেন কে সেই ব্যক্তি? তাকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে।

কোজেতের কথা যখন মনে পড়ে তখন বড় ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। কতদিন হলো সে কোজেতকে দেখে না।

ম্যারিউস ভাবে, কোজেতকে ছেড়ে সে থাকবে না। নানাভাই কিংবা যেই হন না কেন, ম্যারিউসকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। এতে অনেক বিপত্তি, অনেক অন্তরায় আসবে জানে ম্যারিউস তাতেও সে পিছপা হবে না। এটাই তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

মঁসিয়ে জিল্‌নরমা সম্পর্কেও ম্যারিউসের মনোভাবের তেমন পরিবর্তন হয়নি। বৃদ্ধ তার জন্যে এত কিছু করলে কি হবে, ম্যারিউস ভাবে অন্য রকম, সে ভাবে এও এক চাল। ম্যারিউসের মনে হয়েছে, মন ভোলাবার জন্যেই বৃদ্ধ এসব করছে। সে অসুস্থ তাই মঁসিয়ে জিল্‌নরমা কোন হম্বিতম্বি করছেন না। তাছাড়া ম্যারিউস কোন কথায় বিরোধিতা করছে না। কিন্তু তা আর ক'দিন! মঁসিয়ের কথার বিরোধিতা করলেই তিনি আবার আগের মতো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেন। আর কোজেতের প্রসঙ্গ উঠলেই এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যারিউস আগেভাগেই মনস্থির করলো। নানাভাই-এর সাথে সে সহজ হতে পারলো না। মঁসিয়ে কথা বললে ম্যারিউস টুকটাক সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে চুপ করে থাকে। মঁসিয়েকে সে আগের মতো নানাভাই বলেও ডাকে না। মঁসিয়ে ভীষণ দুঃখ পেলেন। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বললেন না। মনে হলো, ধীরে ধীরে মেঘ জমে উঠছে। মেঘ কেটে যায় ভালো, নইলে নানা ও নাতীর মধ্যে আবার প্রচন্ড ঝড় উঠবে। একদিন কথায়-কথায় বিপ্লব সম্বন্ধে কথা উঠলো। মঁসিয়ে জিল্‌নরমার মুখের উপর বিভিন্ন কথায় ম্যারিউস এমন এক মন্তব্য ছুঁড়ে দিলো, যে তিনি তো থ' হয়ে গেলেন। মঁসিয়ের জেদ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তিনি বললেন,—তুমি ভুল বলছো ম্যারিউস, তোমার মন্তব্য অত্যন্ত আপত্তিকর।

এরপর সারাদিন মঁসিয়ে জিল্‌নরমা ম্যারিউসের সাথে একটি কথাও বললেন না। ম্যারিউস এবার সত্যি-সত্যি চিন্তায় পড়লো। মনে-মনে সে বুদ্ধি আঁটতে লাগলো। দেখা যাক, কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়। বুড়ো এবার হয়তো বলবে,—কোজেতের চিন্তা বাদ দাও। ম্যারিউসও তাহলে আচ্ছা জব্দ করবে সবাইকে। খাবার খাবে না, ওষুধ ছোঁবে না। ম্যারিউস গুম মেরে পড়ে রইলো।

কয়েকদিন পরের কথা। মাদাম জিল্‌নরমা ও মঁসিয়ে জিল্‌নরমা দু'জনেই ম্যারিউসের ঘরে এসেছে। মাদাম টেবিলের ওপর ওষুধের শিশিগুলো সাজিয়ে রাখছিলেন। ম্যারিউসকে মঁসিয়ে বললেন,—তুমি নাকি মাংস খেতে চাচ্ছ না। শরীর সারাতে হবে না? মাংস না খেলে চলবে কি করে?

ম্যারিউস চুপ করে রইলো। তারপর বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বললো,—আপনার সাথে একটি কথা ছিল।

মঁসিয়ে চমকে উঠলেন, বললেন,—কি কথা?

—আমি বিয়ে করবো বলে মন স্থির করেছি।

মঁসিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন,—ওহো, এই কথা, তাই বলো। আমি তো চমকে গিয়েছিলাম। এবার আর মন মানছে না। বেশতো আমি রাজী আছি। ওর জন্যে অত চিন্তা কিসের!

—রাজী আছেন? কার সাথে বিয়েতে রাজী আছেন?

—বললাম তো চিন্তা নেই। তোমার সেই কোজেতের সাথেই বিয়ে হবে। আমি রাজী আছি।

ম্যারিউস গম্ভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো মঁসিয়ে জিল্‌নরমার দিকে। আনন্দে আবেগে তাঁর ঠোঁট থিরথির করে কাঁপছে। তারপর দু'হাতে মঁসিয়েকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রেখে বললো,—নানাভাই! সত্যি বলছেন তো?

ম্যারিউসের চুলে হাত বুলোতে বুলোতে মঁসিয়ে বললেন,—হ্যাঁরে, আমার পাগলা ভাই, সত্যি বলছি। কোজেত তোমার রোজ খবর নেয়। একজন বুড়ো ভদ্রলোক খোঁজ-খবর নিয়ে যান। কোজেত তার হাতে রোজ তোমার জন্যে ব্যাণ্ডেজ পাঠাতো। আমি খবর নিয়েছি, মেয়েটি বেশ সুন্দরী, বুদ্ধিমতী। তাছাড়া ভদ্র-নম্র তো বটেই। সাত নম্বর হোমি আর্মি লেনে তারা থাকে। কয়েকদিন পরে আমি তাদেরকে বাসায় নিমন্ত্রণ করে আনবো।

www.BanglaBook.org

মঁসিয়ে জিল্‌নরমা বললেন,—তুই আমাকে ভুল বুঝিস না ম্যারিউস। তার চোখেও তখন আনন্দাশ্রু।

ম্যারিউস জিল্‌নরমার বুকে মুখ গুঁজে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললো,—নানাভাই, আমার লক্ষ্মী নানাভাই। আমার সোনামণি নানাভাই।

মঁসিয়ে জিল্‌নরমা বললেন,—আমি এতদিন যে কি যাতনায় ছিলাম ম্যারিউস। আজ আমার বুকের ভার অনেকটা কমলো। এতদিন পর তুমি আমায় সেই আগের মতো নানাভাই বলে ডাকলে—একবার নয়, তিনবার। আমার মতো সুখী আর কে আছে। আমি আজই তাদের ডেকে পাঠাবো। বললো, কোজেতকেও যেন নিয়ে আসে।

সেদিন বিকেলে মঁসিয়ে ফোশল্‌ভাঁ ওরফে জাঁ ভালজাঁ এলেন মঁসিয়ে জিল্‌নরমার বাড়িতে। সাথে এলো কোজেত। জাঁ ভালজাঁকে কেউ চিনতে পারেননি। সেই দুর্যোগ রাতে আহত ম্যারিউসকে অচেনা যে মহানুভব ব্যক্তি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন, তিনিই যে মঁসিয়ে ফোশল্‌ভাঁ তা কেউ কল্পনাও করেনি। ভাবা সম্ভবও নয়। সর্বাঙ্গ রক্ত ও কাদামাখা কিম্ভুতকিমাকার চেহারার জাঁ ভালজাঁর সাথে আজকের জাঁ ভালজাঁ ওরফে মঁসিয়ে ফোশল্‌ভাঁর কোন মিলই নেই।

সাদাচুল হাসিমুখ জাঁ ভালজাঁকে বাড়ির সবাই সমাদর করে বসালেন।

মঁসিয়ে বললেন,—আপনার সাথে পরিচিত হয়ে প্রীত হলাম। বসুন, আরাম করে বসুন।

জাঁ ভালজাঁ স্মিত হাসলেন। মিষ্টি অথচ উদাস হাসি। মনে হয়, সে হাসির আড়ালে কে যেন পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কখনো মনে হয়, আনমনা হাসি ছড়িয়ে রয়েছে জাঁ ভালজাঁর মুখে; আবার কখনো মনে হয়, এটা বুঝি চোখের বিভ্রম।

জাঁ ভালজাঁর বগলে একটি প্যাকেট। হালকা সবুজ রঙের কাগজে মোড়া। দেখে মনে হলো একটা বই তিনি মুড়ে এনেছেন।

কোজেতের সাথে ম্যারিউসের আবার দেখা হলো। প্রথমে কেউ কোন কথাই বলতে পারলো না। আবেগে কোজেত বাক্‌শূন্য হয়ে গেছে। ম্যারিউসের মুখেও চট করে কথা এলো না।

মঁসিয়ে জিল্‌নরমা বললেন,—কি হে। ব্যারন ম্যারিউস পামেরসি! বুঝলে, আমার কথার নড়চড় নেই। কথা দিয়েছিলাম, তা ওকে হাজির করেছি কিনা দেখো।

জাঁ ভালজাঁকে বললেন মঁসিয়ে জিল্‌নরমা,—প্রস্তাবটি আমি দিচ্ছি মঁসিয়ে ফোশল্‌ভাঁ। আপনার মেয়েকে আমার নাতবৌ করার ইচ্ছে করছি। তাতে আপনার সম্মতি চাচ্ছি। আপত্তি নেই তো?

জাঁ ভালজাঁ ওরফে ফোশল্‌ভাঁ এর জবাবে মাথা নুইয়ে সম্মতি দিলেন।

মঁসিয়ে জিল্‌নরমা বললেন,—খুশি হলাম মঁসিয়ে। ভীষণ খুশি হলাম। এ বিয়েতে তাহলে আপনার অমত নেই?

—এতো আমার পরম সৌভাগ্য, আমার মা-মণির পরম কামনা। আমিও খুশি হলাম। জবাব দিলেন জাঁ ভালজাঁ।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মঁসিয়ে জিল্‌নরমা বললেন,—আমি খুব খুশী হয়েছি মঁসিয়ে ফোশল্‌ভাঁ। খোঁজ নিয়েছি আর এবার স্বচক্ষে দেখলাম মেয়ে আপনার বেশ সুন্দরী, বেশ লক্ষ্মী। এমনি মেয়েই এবাড়িতে আমার নাতবৌ হয়ে আসার যোগ্য। আর দেখুন অনেকে হয়তো অনেক কথা বলতে পারে। আমি বলি, এ বিয়েতে আপত্তির কি আছে?

মঁসিয়ে জিল্‌নরমা বিয়ের যৌক্তিকতা সম্পর্কে লম্বা-চওড়া একটি বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন। কোজেতের গুণপনাও বর্ণনা করলেন। তারপর ম্যারিউসকে লক্ষ্য করে বললেন,—তবে তোমার কিন্তু কষ্ট হতে পারে। আমার যা কিছু রয়েছে, তার অর্ধেকেরও বেশী হলো সংসার খরচের জন্যে। যতদিন আমি বেঁচে আছি, ততদিন কোন অসুবিধা হবে একথা বলছি না। তোমার কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এই বুড়ো যদি আরো পনর-বিশ বছর বেঁচে থাকে, তবে তোমাদের জন্য হয়তো কপর্দকও অবশিষ্ট থাকবে না। তাই বলছিলাম, একটু কষ্ট হতে পারে। তুমিও শোন কোজেত, ব্যারনের স্ত্রী হলেও কিন্তু বেশ কষ্টেসৃষ্টে চলতে হবে।

—কষ্ট হয়তো হবে না মঁসিয়ে জিল্‌নরমা। ইউফ্রেসি ফোশল্‌ভাঁর প্রায় ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্ক জমা আছে—জাঁ ভালজাঁ গম্ভীর স্বরে ধীরে-ধীরে বললেন।

মঁসিয়ে জিল্‌নরমা থমকে গেলেন। বললেন,—ঠিক কথাটা বুঝলাম না মঁসিয়ে ফোশল্‌ভাঁ। প্রায় ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্ক ইউফ্রেসি'র রয়েছে, কিন্তু? তার সাথে আমাদের কি সম্পর্ক?

—নানাভাই, আমারই ভাল নাম ইউফ্রেসি ফোশল্‌ভাঁ। কোজেত বললো।

—ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্ক! মানে তোমার অত টাকা জমানো আছে?

—হ্যাঁ, ওর নামেই টাকাটা জমা রয়েছে। ঠিক ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্ক নয়, পনের ষোল হাজার কম হতে পারে। বললেন জাঁ ভালজাঁ।

বাড়ির আর সব লোকও কম অবাক হয়নি। ম্যারিউসের ছোট খালা বললেন,—ওমা! এ সব তো কখনো ম্যারিউস বলেনি।

জাঁ ভালজাঁ বললেন,—আমি ছাড়া একথা তেমন আর কেউ জানতো না। তা, আমি ওগুলো সাথেই এনেছি। এই যে দেখুন আপনারা।

জাঁ ভালজাঁ সবুজ কাগজে মোড়া প্যাকেটটি খুললেন। দেখা গেল বই নয়, একগাদা ব্যাঙ্ক নোট।

মঁসিয়ে জিল্‌নরমা তখন খুশিতে হাসছেন। বললেন,—রাজকন্যার সাথে অর্ধেক রাজত্ব দেখছি! নাতী আমার ডুবে-ডুবে অনেক পানিও খেয়েছে দেখছি।

কথাবার্তা পাকা হলো। ডাক্তারের সাথে আলাপ করে ঠিক হলো যে দু'মাস পর অর্থাৎ আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ওদের বিয়ে হবে।

ফাতিনের মেয়ে কোজেত। দুঃখী ফাতিনের দুঃখী মেয়ে কোজেত। একে মেয়ে হিসাবে বরণ করে নিয়ে ছিলেন জাঁ ভালজাঁ—যখন তিনি ছিলেন এমসুরেম, মন্টিল সুরেম শহরের মেয়র।

ফাতিনের জীবন দুঃখেই ঘেরা। সামাজিক পঙ্কিলতার গভীর থেকে জেগে উঠা মেয়ে ফাতিন। কে তার পিতামাতা, কেউ তা জানে না, সে নিজেও তার হদিস পায়নি।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এইটুকু জানতো ফাতিন, তার জন্ম হয় এম্‌সুরেম শহরে। ফাতিন নামটিও অপরের দেয়া। খালি পায়ে রাস্তায় ইতস্ততঃ ঘোরা-ফেরা করছিল ছোট্ট একটি ফুটফুটে মেয়ে। তাকে দেখে, এক পথিকের দয়া হলো। তিনি তাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। মেয়েটির নাম হলো ফাতিন—লিটল ফাতিন। ফাতিনের যখন ১০ বছর বয়স, তখন সে শহর ছেড়ে চলে গেল শহরতলীতে। সে খামারের চাকুরী নিল। ১৫ বছর বয়সে ভাগ্যান্বেষণে ফাতিন চলে এল প্যারিস। ফাতিন ছিল ভারী সুন্দরী। সোনালী চুল। মুক্তোর মতো দাঁত সব।

ফেলিক্স থলোমী বলে একটি যুবককে সে স্বামীর মর্যাদা দিয়েছিল। অথচ একদিন ফেলিক্স থলোমী তাকে ত্যাগ করলো। কান্না ছাড়া ফাতিনের তখন আর কোন সম্বল ছিল না। এই ফেলিক্স কোজেতের পিতা। ফেলিক্স যখন ওদের ছেড়ে চলে গেল, তখন কোজেতের বয়স দু'বছর দু'মাস।

এই ঘটনার মাস দশেকের পরের কথা। প্যারিসের কাছে মন্টফারমেল নামক এক জায়গায় একটি সরাইখানা গোছের দোকানের সামনে ফাতিনকে দেখা গেল। সাথে তিন বছরের মেয়ে কোজেত। সেই আগের ফাতিনকে আর চেনা যায় না। চেহারার সেই উজ্জ্বলতা নেই, পোশাক মলিন। দোকানটির মালিক ছিল থিনারডিয়ার। দোকানের সাথেই তার বাসা। সেখানে তাঁর স্ত্রী মাদাম থিনারডিয়ার ও ছেলেমেয়েরা সবাই একত্র থাকে।

ফাতিন তাদেরকে জানাল,—সে খেটে খায়। তার স্বামী মৃত। মেয়েটিকে কারো কাছে রাখতে পারলে সে একটু শান্তি পেত। এ বাবত সে মাসোহারা দেবে। মাসোহারার পরিমানও ঠিক করা হলো। থিনারডিয়ার দম্পতি কোজেতকে তাঁদের কাছে রাখলেন। এক বছরের আগাম মাসোহারা রেখে দিলেন।

এরপর দু'বছর কেটে গেছে। কোজেতের বয়স এখন পাঁচ। এই ছোট মেয়েটির উপর থিনারডিয়ার দম্পতি অবিচারের চূড়ান্ত করেন। তাকে ঘর মুছতে হয়, সব কিছু ঝাড়-পোঁছ করতে হয়, বাড়ির বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড় ধুতে হয়, এমনকি থিনারডিয়ার তাকে দিয়ে বোঝা টানায়। কষ্টে-কষ্টে মেয়েটি শুকিয়ে গেছে। এদিকে ফাতিনকে ঠিকই টাকা যোগাতে হচ্ছে। টাকার জন্যে থিনারডিয়ারের তাগাদার অন্ত নেই।

কোজেতকে রেখে ফাতিন তার সেই শৈশবের শহর এম্‌সুরেম চলে গেল। মঁসিয়ে মাঁদলেন তখন সেই শহরের মেয়র। ফাতিন একদিন তার নকল চুনী বানাবার কারখানার মহিলা বিভাগে চাকুরী গেল, কিন্তু শহরে নানান লোকের মধ্যে তাকে নিয়ে কানাকানি শুরু হলো, শেষে একদিন কারখানা থেকে তার চাকুরী গেল। মাত্র ৫০ ফ্রাঙ্ক নিয়ে তাকে বিদায় করা হলো। মহানুভব মঁসিয়ে মাঁদলেন এ সব কিছু জানতেন না। দুঃখী ফাতিনের দুঃখের কাহিনীও তাঁর জানা ছিল না। তাছাড়া ফাতিনও মঁসিয়ে মাঁদলেনকে তার দুঃখের কাহিনী জানাবার সুযোগ পায়নি।

শহর ছেড়ে চলে গেল না ফাতিন। তাকে বেঁচে থাকতেই হবে। তার অনেক টাকার প্রয়োজন। এই টাকার প্রয়োজনে সে একদিন তার সুন্দর মাথায় চুল বিক্রি করে

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিল। একদিন খবর এলো, কোজেত দারুণ অসুস্থ। তার ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছে। চিকিৎসার জন্য টাকার প্রয়োজন। এই টাকা যোগাড়ের জন্য ফাতিন মাত্র ৪০ ফ্রাঙ্কে তার মুক্তোর মতো সাজানো দাঁতের পাটি এক দন্তচিকিৎসকের কাছে বিক্রি করে দিল।

তারপর একদিন কোন এক কারণে ফাতিন পুলিশের হাতে ধরা পড়লো। ইন্সপেক্টর জাভেয়র তাকে হাজতে আটকালো। মেয়র মাঁদলেন এই দুঃখীর কাহিনী জানতে পারলেন। ফাতিনকে মুক্তি দেয়ার জন্য তিনি জাভেয়রকে নির্দেশ দিলেন। জাভেয়র এ নির্দেশ মেনে নিতে রাজী হলো না! কিন্তু মেয়রের নির্দেশ—মুক্তি পেল ফাতিন।

অসুস্থ ফাতিনকে নিয়ে এলেন মাঁদলেন নিজের গৃহে। তার দুঃখের কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনলেন, কোজেতকে নিয়ে আসা হলো, কিন্তু ফাতিনকে বাঁচানো গেল না। সে মারা গেল।

কোজেতের বিয়ে ঠিক হওয়ার পর জাঁ ভালজাঁ যাবতীয় করণীয় কাজ সমাধানের জন্যে নতুন উদ্যমে লেগে গেলেন। এককালে তিনি মেয়র ছিলেন, তাই আইনের ধারাগুলো তার জানাই ছিল। কোজেতের যৌতুকের টাকা, বংশ-পরিচয়, অভিভাবক ইত্যাদি সম্পর্কে আইনসম্মত ব্যবস্থা সম্পন্ন হলো। মঁসিয়ে জিলনরমা হলেন কোজেতের আরেক অভিভাবক। লোকে জানলো কোজেত যে বংশের মেয়ে সে বংশের জাঁ ভালজাঁ ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই। তিনি কোজেতের বাবা নন, চাচা। কোজেতের বাবা হলো তার বড় ভাই ফোশলভাঁ। একজন শুভাকাঙ্খী কোজেতকে ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্ক দান করেছিলেন। তিনি তার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। টাকাটা ভালজাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল।

১৬ই ফেব্রুয়ারী বিয়ের দিন ধার্য হয়েছিল। বিয়ের ক'দিন আগে হঠাৎ একটি দুর্ঘটনা হলো। ভালজাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙুল খানিকটা থেতলে গেল। ব্যাপারটা প্রথমে কেউ জানতে পারেনি। ব্যাণ্ডেজ দেখে সবাই জানতে পারলো মঁসিয়ে ফোশলভাঁ ওরফে জাঁ ভালজাঁ আঘাত পেয়েছেন। এ নিয়ে কাউকে কোন চিন্তা না করার জন্যে ভালজাঁ বললেন, এমনকি তিনি কাউকে শুশ্রূষা পর্যন্ত করতে দিলেন না; হাতে আঘাতের জন্যে কাগজপত্রে ভালজাঁ স্বাক্ষর করতে পারলেন না। করলেন মঁসিয়ে।

বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসছে কাজের তাড়াও তত বাড়ছে। প্রশ্ন দেখা দিলো বিয়ের পর জাঁ ভালজাঁ কোথায় থাকবেন একথা নিয়ে। জাঁ ভালজাঁ বললেন,—আমি পুরোনো বাসায়ই থাকবো।

কিন্তু কোজেত তা শুনলো না। মঁসিয়ে জিলনরমার বাড়িতে একটি কক্ষ ভালজাঁর জন্যে নির্দিষ্ট করা হলো। ভালজাঁ তাতে রাজী হন না কিন্তু কোজেত এসে যখন বললো,—আমি তোমাকে অনুরোধ করছি বাবা। এরপর আর জাঁ ভালজাঁ কিছু বলতে পারেননি।

১৬ই ফেব্রুয়ারীর আগের দিন সন্ধ্যায় জাঁ ভালজাঁ ম্যারিউসকে ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ফ্রাঙ্ক দিলেন। মঁসিয়ে জিলনরমাও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

কোজেত ও ম্যারিউসের বিয়ে হয়ে গেল। গীর্জা থেকে ফিরে এসে মঁসিয়ে জিলনরমার বাড়ির বারান্দার এককোণে একটি চেয়ারে চুপচাপ বসেছিলেন জাঁ ভালজাঁ।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গীর্জায় যাওয়ার পথে ঘটা একটি ঘটনা তার বারবার মনে পড়ছিল। বিয়ের শোভাযাত্রা যখন যাচ্ছিল তখন পথে তিনি খিনারজিয়ারকে দেখেছেন। খিনারজিয়ার তাকে চিনতে পেরেছে।

বারান্দায় বসে-বসে পুরোনো সব নানা কথা ভাবছিলেন, এমন সময় কোজেত এলো। বিয়ের কনের সাজে তাকে সত্যি অপরূপ দেখাচ্ছে।

কোজেত বললো,—বাবা তুমি এ বিয়েতে নিশ্চয় সুখী হয়েছো?

ভালজাঁ বললেন,—হ্যাঁ, মা-মণি। আমি খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু একথা জানতে চাইছো কেন?

—তবে তুমি চুপচাপ বসে কি ভাবছো? হাসো না কেন?

ভালজাঁ এবার হেসে উঠলেন! বললেন,—ও এই কথা! পাগলী মেয়ে কোথাকার! বলেই আবার তিনি হো-হো করে হাসতে লাগলেন।

খানিক পর খাবার টেবিলে মেহমানদের ডাক পড়লো। অতিথিরা একে-একে নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন। কনের আসনের বামে ও ডানে জাঁ ভালজাঁ অর্থাৎ ছোট ফোশলভাঁ মঁসিয়ে জিলনরমার বসার জায়গা করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেলো মঁসিয়ে ফোশলভাঁ সেখানে নেই।

মঁসিয়ে ফোশলভাঁ বা জাঁ ভালজাঁর খোঁজ পড়লো। বাড়ির লোকজন জানালো— মঁসিয়ের হাতে ব্যথা হওয়ায় তিনি বাসায় চলে গেছেন। এজন্যে সবার কাছে তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন। মঁসিয়ে বলে গেছেন যে, আগামীকাল সকালে তিনি আসবেন।

এদিকে উৎসবমুখর সেই বাড়ি থেকে হোমি আর্মি লেনের বাসায় ফিরে এলেন মঁসিয়ে ছোট ফোশলভাঁ ওরফে জাঁ ভালজাঁ। আলো জ্বাললেন। দোতালায় গেলেন। ঘর শূন্য। বুকের ভেতর একটা মোচড় দিয়ে উঠলো। কোজেতের সামান্য যা জিনিষপত্র ছিল তা নেই। সব ওবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুধু রয়েছে ভালজাঁর একটি খাট।

শয্যার কাছে যেতে হঠাৎ একটি জিনিসের উপর চোখ পড়লো। কোজেত কি এটা ভুলে ফেলে রেখে গেছে, না এটা ইচ্ছাকৃত। কোজেত তার এই সহচরটিকে বড্ড হিংসে করতো। ছোট্ট একটি বাক্স। কোজেত হয়তো ভেবেছে—কিই-বা এমন অমূল্য ধন! হোমি আর্মি লেনের বাসায় সেদিন বিছানায় শিয়রের কাছে এটাকে তিনি রেখেছিলেন। এর উপর ছিল একটি বাতিদান। আজো তেমনি রয়েছে।

পকেট থেকে চাবী বের করে বাক্সটি খুললেন ভালজাঁ। বাক্সের মধ্যে রয়েছে কোজেতের দশ বছর আগের পুরানো কাপড়-চোপড়। বিছানার উপর কাপড়গুলোকে সাজিয়ে একদৃষ্টিতে তিনি সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। একসময় দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। পরম আবেগে কাপড়গুলোকে বুকে জড়িয়ে কান্নাভেজা অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন,—কোজেত—আমার মা-মণি।

পরদিন দুপুরের কিছু আগে মঁসিয়ে জিলনরমার বাড়িতে গেলেন জাঁ ভালজাঁ।

পরিচারক তাকে দেখে সালাম জানালো। ভালজাঁ তাকে জিজ্ঞেস করলেন,—ব্যারিস্টার ঘুম থেকে উঠেছে?

সে বললো,—আমি এক্ষুণি খবর দিচ্ছি মঁসিয়ে। আপনি উপরে চলুন।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জাঁ ভালজাঁ বললেন,—আমি নিচেই বসছি। শোন, শুধু ম্যারিউসকেই খবর দাও। তবে আমার নাম বলো না। শুধু বলবে, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। তার কিছু গোপন কথা রয়েছে তোমার সাথে।

খবর পেয়েই ম্যারিউস নিচে নেমে এলো। ভালজাঁকে দেখে বললো,—বাবা, আপনি! আমি ভাবছিলাম অন্য কেউ। এখানে বসে কেন, উপরে চলুন।

ভালজাঁ বললেন,—আমি এখানেই বসবো। কিছু কথা রয়েছে।

ম্যারিউস বললো,—তা' হবে তখন। আপনার হাত এখন কেমন? কালরাতে আপনার কথা আমরা সবাই বলাবলি করেছি। চিন্তাও করেছি অনেক।

জাঁ ভালজাঁ বললেন,—আমার হাতে কিছুই হয়নি ম্যারিউস। আমি সবাইকে মিথ্যা কথা বলেছি। ভালজাঁ হাতের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেললেন। আঘাতের কোন চিহ্নই নেই। ম্যারিউস হতবাক! ভালজাঁ বললেন,—ম্যারিউস, আমি একজন দাগী আসামী।

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—ম্যারিউস বললো।

—মানে, আমি জেল খেটেছি!

—আপনি এসব কি বলছেন?—ম্যারিউস জিজ্ঞেস করলো।

—হ্যাঁ, মঁসিয়ে ম্যারিউস পমেয়রসী। আমি ১৯ বছর জেল খেটেছি ডাকাতির জন্য। তারপর ছাড়া পেয়ে আবার ডাকাতির জন্যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হই। আজও আমি পলাতক আসামী।

ম্যারিউস যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে জিজ্ঞেস করলো,—এজন্যেই কি আপনি বলছেন যে আপনি কোজেতের বাবা নন।

—না মঁসিয়ে, সেজন্যে বলিনি। সত্যি আমি কোজেতের কেউ নই! আমি ফেবারুলের এক দরিদ্র কৃষক। আমি কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করতাম। আমার ভগ্নিপতি মারা যাবার পর বিধবা ও ছোট-ছোট সাতটি ভাগ্নে-ভাগ্নীর ভরণপোষণের ভার আমার উপর পড়লো। দেশে তখন খাদ্য ও কাজের আকাল। একটি রুটি চুরির জন্যে আমার কয়েদ হলো। আমার নাম ফোশলভাঁ নয়—জাঁ ভালজাঁ।

—কিন্তু এসব কথা যে সত্যি তার প্রমাণ?—ম্যারিউস জিজ্ঞেস করলো।

—আমি তো বলছি মঁসিয়ে। এ কথা মিথ্যে নয়। ভালজাঁ বললো।

ম্যারিউস ভালজাঁর চোখের দিকে তাকালো। এমন প্রশান্ত মুখ থেকে মিথ্যে কথা বেরোতে পারে না।

জাঁ ভালজাঁ বললেন,—কোজেত আমার মা-মণি, আমার নয়নের মণি। কিন্তু আমি কোজেতের কে? তার জীবনে আমি একজন পথচারী ব্যতিত আর কেউ নই। দশবছর আগেও আমি কোজেতকে চিনতাম না। আজ কোজেত আমার জীবনেরই আর-একটি অংশ, কিন্তু দু'জনের পথ ভিন্ন এবারে তার অভিভাবকের বদল হয়েছে। এই বদলানোতে কোজেত লাভবান হয়েছে, সুখী হয়েছে। ৬ হাজার ফ্রাঙ্ক আমার কাছে যা গচ্ছিত ছিল ও টাকাও অবৈধ নয়। আমার কাজ শেষ হয়েছিল। বাকী ছিল তোমার কাছে আমার আসল পরিচয় দেয়া। তাও আজ আমি দিলাম মঁসিয়ে পমেয়রসী।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—কিন্তু আপনি এসব বলছেন কেন ? কেউতো আপনাকে বাধ্য করেনি। আপনি তো চেপে রাখতে পারতেন। কেন বললেন ? কি উদ্দেশ্যে ?—ম্যারিউস জিজ্ঞেস করলো।

—কোন উদ্দেশ্যে বলছি জিজ্ঞেস করছো মঁসিয়ে ?

ভালজাঁ ধীরে-ধীরে বললো,—বলছি সম্ভ্রানবোধ, আত্মবোধ থেকে। মঁসিয়ে পমেরসী! আমি বড় দুঃখী অভাগা। আমার জীবনের সর্বাবয়বে দুঃখ তার নাম লিখে রেখেছে। দুর্ভাগ্য একটি রজ্জুর মতো আমার বুকটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এই দুর্ভাগ্য আমাকে আকর্ষণ করছে—নিষ্পেষণ করছে। দুর্ভাগ্যের এই রজ্জুকে আমি ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছি। পারিনি। খুলে ফেলতে চেয়েছি, পারিনি। আমি ভাবলাম—আমার মা-মণিকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। তোমার বাড়িতে আমার থাকার জায়গা হলো। একটি সুখী পরিবেশ, সুখী বাড়িতে, সুখী পরিবারে থাকতে পারবো। তুমি বলবে মঁসিয়ে তুমি থাকলে না কেন ? কিন্তু আমি যে অভাগা মঁসিয়ে। কেউ আমার বিরুদ্ধে কথা লাগায়নি, কেউ আমাকে তাড়া করেনি, আমি কি করছি তা' দেখার জন্যে কেউ আমায় অনুসরণ করেনি। কিন্তু আমি নিজেই যে আমাকে তাড়া করছি। আমিই নিজে আমার সামনের বাধার প্রাচীর। আমিই আমাকে টেনে রাখি, বাধা দেই। আমি তোমাকে সব কথা না বলে থাকতে পারলাম না মঁসিয়ে। বাঁচার জন্যে একবার আমি রুটি চুরি করেছিলাম, আজ বাঁচার জন্যে আমি আর আমার পরিচয় চুরি করবো না। এটা অন্যায়, এটা সম্ভব নয়।

ম্যারিউস কোন কথা বললো না। পায়চারী করতে লাগলো। এক সময় বললো,—নানাভাইয়ের অনেক বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। আপনার দণ্ডাদেশ মওকুফের জন্যে আমি চেষ্টা করবো ?

—তার কোন প্রয়োজন নেই। ভালজাঁ বললেন,—লোকের কাছে ভালজাঁ মৃত, অইনকর্তৃপক্ষের কাছেও সে মৃত বলে রেজিষ্টারভুক্ত।

ম্যারিউস খানিক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো,—বেচারী কোজেত এ খবর শুনলে...

ভালজাঁ বললো,—তাকে জানিও না মঁসিয়ে। কিন্তু আমি কি তার সাথে দেখা করতে পারবো না। তুমি কি মনে করো তার সাথে আমার সম্পর্ক বহাল রাখলে মঙ্গল হবে না ?

ম্যারিউস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো,—আসা-যাওয়া, দেখা-শোনা যত কম হয় ততই ভালো।

একটু পরে আবার বললো,—প্রতিদিন বিকেলে এসে আপনি কোজেতের সাথে দেখা করে যাবেন। সে ব্যবস্থাই হবে।

পরদিন বিকেলে মঁসিয়ে জিল্‌নরমার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন ভালজাঁ।

বাড়ির পরিচারক ভালজাঁকে দেখে সালাম জানিয়ে বললো,—মঁসিয়ে, ব্যারণ ম্যারিউস আমাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছিলেন যে, আপনি উপরে যাবেন, না নিচের ঘরেই বসবেন ?

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভালজাঁ বললেন,—আমি নিচে বসবো।

পরিচারক বেশ সম্ভ্রমের সাথে বললো,—তাহলে চলুন মঁসিয়ে।

নিচের তলার একটি ঘর সে খুলে দিল। খানিকটা স্যাঁতসেঁতে ঘর। প্রয়োজনীয় সময়ে একটি গুদাম ঘর হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ঘরটায় তেমন আলোও নেই। তবে এককোণে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। ফায়ারপ্লেসের পাশে দু'টো হাতলওয়ালা চেয়ার। মনে হলো, 'নিচে বসবো' এ ধরণের উত্তরই যে ভালজাঁর কাছ থেকে আসবে, কেউ আগেই তা' অনুমান করেছিল।

পরিচারক বললো,—আপনি বসুন মঁসিয়ে! আমি মাদাম ব্যারলেসেকে খবর দিচ্ছি।

জাঁ ভালজাঁ একটি চেয়ারের উপর বসলেন। ক্লান্তিতে তাঁর সারা শরীর ভেঙে পড়ছে। পা টলছে। গত ক'দিন তিনি কিছুই খাননি। রাতেও ঘুমোননি। চেয়ারের একটি হাতলের উপর মাথা রেখে তিনি চোখ বুঁজে রইলেন। হঠাৎ তিনি জেগে উঠলেন। কোজেত তাঁর চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েক মুহূর্ত তিনি কোজেতের দিকে তাকিয়ে রইলেন। নববধূ কোজেতকে ভারী সুন্দর লাগছে। কিন্তু ভালজাঁ যেন কোজেতের হৃদয়কে পলে-পলে নতুন করে অনুভব করতে চাইছেন।

কোজেত বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো,—বাবা! আমি ঠিকই ভেবেছিলাম, তুমি একাকী চুপচাপ এখানে বসে রয়েছো! ম্যারিউস আমাকে বললো, তুমিই আমার সাথে এই নিচের তলার এই ঘরে দেখা করতে চেয়েছো। কথাটা সত্যি বাবা?

—হ্যাঁ, আমি তাই চেয়েছি।

—কেন? তুমি আমার সাথে কথা বলার জন্যে বাড়ির সবচেয়ে বাজে ঘরে এসে বসেছো? মাগো, কি বিচ্ছিরি ঘর এটা!

—তুমি জানো মাদাম, আমি একটু অদ্ভুত ধরণের লোক। ভালজাঁ বললেন।

—মাদাম! কোজেত অবাক দৃষ্টিতে ভালজাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো,—তুমি আমাকে মাদাম বলছো কেন বাবা?

ভালজাঁ বললেন,—তুমি মাদাম হতে চেয়েছিলে। তোমার ইচ্ছে পূরণ হয়েছে। এখন তো তুমি তাই। আর তাই তোমাকে মাদাম বলছি।

—কিন্তু তোমার কাছে তো আমি কোজেতই। মাদাম নই বাবা!

—আমাকে আর বাবা বলো না। ভালজাঁ ধীরে-ধীরে বললেন।

—বাবা! এসব কি বলছো তুমি? তোমার কি হয়েছে? কোজেতের কণ্ঠ ভেজা।

—হ্যাঁ, মাদাম আমাকে বাবা বলো না। যদি ইচ্ছে করে, আমাকে মঁসিয়ে জাঁ ভালজাঁ বলে ডেকো। তোমার আর বাবার প্রয়োজন নেই, তুমি স্বামী পেয়েছো। ভালজাঁ বললেন।

কোজেত এবার গম্ভীর হয়ে গেল। ভালজাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বললো,—আমি সুখী হই, তা' তুমি চাও না বাবা?

ভালজাঁর ক্লান্ত চোখে যে সামান্য আলো ছিল, তাও যেন ম্লান হলো। সারা মুখ মলিন হয়ে গেলো। কয়েক মুহূর্তের জন্যে তিনি কোন জবাব দিতে পারলেন না। তারপর বিড়বিড় করে আপন মনে বলতে লাগলেন,—ওরে, তুই তো সুখী হতে

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেয়েছিলি, অভাগী, জীবনে তুই কত কষ্ট পেয়েছিস। এবার তুই সুখী হয়েছিস। তারপর আবেগকম্পিত কণ্ঠে ভালজাঁ বললেন,—কোজেত, আমার মা-মণি! তুমি সুখী হয়েছো। আমার কাজের পালা শেষ হয়েছে।

—আহ্, এতক্ষণে তুমি আমাকে কোজেত বলে ডাকলে। উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো কোজেত। সে খুশিতে ভালজাঁর গলা জড়িয়ে ধরলো।

ভালজাঁ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। কোজেতকে গভীরভাবে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলেন, ধীরে-ধীরে তার পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন।

এক সময় ভালজাঁ উঠে দাঁড়ালেন, হাতটি তুলে নিলেন। বললেন,—এবার আমি আসি মাদাম, ওঁরা বোধহয় তোমার জন্য দরজার বাইরে অপেক্ষা করছেন।

দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে তিনি আবার দাঁড়ালেন, বললেন,—আমি তোমাকে কোজেত বলে ডেকেছি। তোমার স্বামীকে বলো, এমনটি আর ভবিষ্যতে হবে না। আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইছি।

জাঁ ভালজাঁ চলে গেলেন।

পরদিন একই সময়ে ভালজাঁ এলেন। নিচের সেই ঘরটি খুলে দেয়া হলো। কোজেত আজ আর কোন প্রশ্ন করলো না, আগের মতো অবাকও হলো না। ভালজাঁর সাথে ম্যারিউসের যে কথাবার্তা হয়েছে, সম্ভবতঃ সে ধরণের কিছু কথাবার্তা ম্যারিউসের সাথে কোজেতেরও হয়েছে।

প্রতিদিন একই সময় মঁসিয়ে জিল্‌নরমার বাড়ির নিচের তলার প্রায় অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এসে বসেন ভালজাঁ। বাঁধাধরা নিয়মের মত কোজেত নিচে নেমে আসে। সামনের চেয়ারে উপবেশন করে। ম্যারিউসের প্রতিদিনই এমন সব কাজ পড়ে যে ঐ সময় সে বাড়ি থাকে না। বাড়ির সবাইও জাঁ ভালজাঁ ওরফে মঁসিয়ে ফোশলভাঁর এই চালচলনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো।

কয়েক সপ্তাহ চলে গেছে। নতুন জীবনের আনন্দে কোজেত নিজেকে জড়িয়ে নিচ্ছে দিনের পর দিন। সেই বৃদ্ধ লোকটির অচেনা আচরণ, 'মাদাম' বলে তাকে সম্বোধন, মঁসিয়ে জাঁ ভালজাঁর সব কিছু ধীরে-ধীরে কোজেতকে জাঁ ভালজাঁ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে লাগলো। দিনে-দিনে কোজেত খুশিতে আরো হাসি খুশি হয়ে উঠছে, দিনে-দিনে ভালজাঁর প্রতি তার মমতা কমছে। কিন্তু তবু এখনো সে জাঁ ভালজাঁকে ভালবাসে। ভালজাঁও তা' অনুভব করেন।

একদিন হঠাৎ কোজেত ভালজাঁকে বললো,—তুমি আমার বাবা ছিলে; এখন আর তা' নও, তোমাকে আমি চাচা বলে জানলাম। এখন তুমি আর চাচাও নয়। আগে তুমি ছিলে মঁসিয়ে ফোশলভাঁ, এখন হয়েছো জাঁ ভালজাঁ। সত্যি করে বলো তো, আসলে তুমি কে? আমার এসব ভাল লাগে না। তোমাকে ভালো লোক বলে যদি জানা আমার না থাকতো তবে আমি সত্যি বলছি তোমাকে আমার দারুণ ভয় করতে হতো।

এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে একদিন কোজেতকে মাঁরিউস বললো,—চল আজ বিকেলে কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি। অনেক দিন বাইরে যাই না। আজ আমাদের বাগান বাড়িতে যাবো বলে দিয়েছি।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোজেত আর ম্যারিউস বিকেলে বাইরে চলে গেল। নির্দিষ্ট সময়ে জাঁ ভালজাঁ এলেন। বাড়ির পরিচারক জানালো, তাঁরা তো বেড়াতে গেছেন, আপনি অপেক্ষা করবেন?

ভালজাঁ নীরবে বসে রইলেন। ঘন্টা খানেকের বেশী কেটে গেলো কিন্তু কোজেত ফিরে এলোনা। মাথা নিচু করে ধীর পদক্ষেপে ফিরে চলে গেলেন ভালজাঁ।

পরদিন যথা সময়ে আবার ভালজাঁ এলেন। আজ কোজেত বাড়ি ছিল। কিন্তু গতকাল যে ভালজাঁর সাথে তার দেখা হয়নি, এ ব্যাপারে একটি কথাও সে বললো না। গতকালকের বেরিয়ে আসার আনন্দে সে তখনও বিভোর।

একদিন জাঁ ভালজাঁ অন্যান্য দিনের তুলনায় কোজেতের সাথে একটু বেশীক্ষণ গল্প করলেন। পরদিন এসে দেখেন যে ফায়ারপ্লেসে আগুন নেই। পরদিন যখন আবার এলেন ভালজাঁ তখন দেখতে পেলেন যে, ফায়ারপ্লেসে খানিকটা আগুন আছে, কিন্তু চেয়ার দুটো যথাস্থানে নেই। দরজার কাছে টেনে এনে রাখা হয়েছে। ভালজাঁ চেয়ারটিকে ফায়ার প্লেসের কোণায় টেনে নিয়ে আগের জায়গায় বসলেন।

এর মধ্যে কোজেতের একটি কথায় ভালজাঁ বুঝতে পারলেন, যৌতুকের ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ফ্রাঙ্ক সম্পর্কে ম্যারিউসের মনে সন্দেহ জেগেছে। সে হয়তো ভাবছে এটি সৎ উপায়ে উপার্জিত নয়। কোজেতের কথা শুনে ভাবলেন, আর না। এবার তার পালা পুরোপুরি সাঙ্গ হবে।

এরপর একদিন ভালজাঁ এসে দেখলেন যে, কথাবার্তা বলার সেই ঘরটিতে একটি চেয়ারও নেই। কোজেত নিচে নেমে এসে ভালজাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো,—একি দাঁড়িয়ে কেন? চেয়ার কোথায়?

ভালজাঁ বললেন,—আজ আর আমি বসবো না মা। ওদের বোধহয় চেয়ারের দরকার পড়েছে। আমিই নিয়ে যেতে বলেছি।

পরদিন ভালজাঁ এলেন না। পরের দিনও নয়। ভালজাঁ অসুস্থ কিনা খোঁজ নেওয়ার জন্যে পরদিন কোজেত লোক পাঠালো। ভালজাঁ তাকে জানালেন যে, তিনি অসুস্থ নন। তবে কাজের খানিকটা চাপ পড়েছে। তাতেই ব্যস্ত রয়েছেন। কয়েক দিনের জন্যে একটু বাইরেও যাবেন। তাঁর জন্যে কোন চিন্তা করার দরকার নেই। শীগগীরই তিনি দেখা করে আসবেন।

এসবই কিন্তু মিথ্যে বললেন ভালজাঁ, তাঁর কোন কাজ নেই। সময়কে বরঞ্চ বয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রতিদিন তিনি সেই নির্দিষ্ট সময়ে বাসা থেকে বেরোন। মঁসিয়ে জিলনরমার বাড়ির দিকে এগিয়ে যান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হয় না। আস্তে-আস্তে সেই পথ চলাও তাঁর কমে এলো।

অস্থির প্রহরগুলো সরিয়ে-সরিয়ে দিন কাটছে ম্যারিউসের, তাকে দোষ দেয়া অন্যায় হবে। বিয়ের আগে সে মঁসিয়ে ফোশলভাঁকে কোন প্রশ্নই করেনি। বিয়ের পর আজ তাকে অর্থাৎ জাঁ ভালজাঁর যাওয়া-আসা বন্ধ করা এবং যতটা সম্ভব কোজেতের মন থেকে তাকে মুছে ফেলার জন্যে ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করছে। এর বেশী আর কিছু নয়। যা প্রয়োজনীয় মনে করছে ম্যারিউস, সে তাই করছে। সে মনে করছে—কোন রকম

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কটু কথা বলে বা কঠোর আচরণ না করে, আবার কোন রকম দুর্বলতা না দেখিয়ে ভালজাঁকে এই বাড়ি ও কোজেতের মন থেকে সরিয়ে দেয়ার যথেষ্ট জোরালো কারণ রয়েছে।

কিন্তু একদিন তার ভুল ভাঙলো। সে জানতে পারলো, ভালজাঁ সম্পর্কে সে যা জেনেছে—তাই সম্পূর্ণ সত্য এবং সত্যিও নয়। তাকে বলা হয়েছিল—মেয়র মাঁদলেনকে জাঁ ভালজাঁ হত্যা করেছে, জাল সই দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে মঁসিয়ে মাঁদলেনের পাঁচ লক্ষাধিক ফ্রাঙ্ক তুলে নিয়েছে, পিস্তলের গুলিতে ইন্সপেক্টর জাভেয়রকে হত্যা করেছে। কিন্তু তার ভুল ভাঙলো। সে জানতে পারলো—জাঁ ভালজাঁই হলো সেই মহানুভব মেয়র মাঁদলেন, ব্যাঙ্ক থেকে সই জাল করে কোন টাকা তিনি উঠাননি এবং হাতের মুঠোয় পেয়েও তিনি তার পরম শত্রু ইন্সপেক্টর জাভেয়রকে ছেড়ে দিয়েছেন। আত্মদংশনে জাভেয়র আত্মহত্যা করেছে। ম্যারিউস জানতে পারলো—মঁসিয়ে ফোশলভাঁ ওরফে জাঁ ভালজাঁই তার উদ্ধারকারী।

সবকথা জানতে পেরে ম্যারিউস ছুটে গেলো কোজেতের কাছে। বললো,—কোজেত! আমার দারুণ ভুল হয়ে গেছে। আমি অপরাধী। শীগগীর চলো আমার সাথে। তাঁর সাথে আমি দেখা করবো। আর এক মিনিটও দেরি করা সম্ভব নয়।

জাঁ ভালজাঁর শরীর দিন-দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। একদিন তিনি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে সবে রাস্তায় তিন চার-পা এগিয়েছেন—এমন সময় হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠলো। তিনি একটি পাথরের উপর বসে পড়লেন। কয়েক মিনিট বসে থাকার পর তিনি ধীরে-ধীরে আবার নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। পরদিন শরীর আরো দুর্বল হয়ে পড়লো। তিনি ঘর ছেড়ে কোথাও বেরোতে পারলেন না। পরদিন এমন অবস্থা হলো যে, বিছানা থেকে ওঠার তার সামর্থ্য নেই।

রান্না আর গেরস্থালীর টুকিটাকি কাজ করার জন্য একজন মহিলাকে রাখা হয়েছিল। পরদিন সে দেখলো—প্লেটে খাবার সে যেমন সাজিয়ে রেখে গিয়েছিল, তেমনি রয়েছে। অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করলো,—কি হয়েছে মঁসিয়ে, আপনার শরীর খারাপ নাকি?

ভালজাঁ বললেন,—গতকাল খাইনি। ভাল লাগছে না। কাল খাবো।

দেখতে-দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেলো। কিন্তু ভালজাঁর অবস্থার কোন উন্নতি নেই। এ ক'দিন তিনি ঘরের বাইরেও বেরোতে পারেননি। সারাদিন বিছানায় পড়ে থাকেন। পরিচারিকা কোন কথা জিজ্ঞেস করলে ম্লান হাসি হেসে কখনো জবাব দেন, কখনো জবাব এড়িয়ে যান।

পরিচারিকা দেখলো লক্ষণ শুভ নয়। বাড়ির সামনের গলির মাথায় এক ডাক্তার রয়েছে। তাঁকে যে ডেকে নিয়ে এলো।

ডাক্তার এসে জাঁ ভালজাঁকে পরীক্ষা করলেন, কথাবার্তা বললেন। নিচে নেমে যাবার আগে তিনি পরিচারিকাকে বললেন,—ওঁর শরীর খুব ভেঙ্গে পড়েছে। বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একটু ভাল করে ওঁর যত্ন নেওয়া দরকার।

—ওঁর কি হয়েছে ডাক্তার? পরিচারিকা জিজ্ঞেস করলো।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—হয়েছে সব কিছুই, আবার কিছুই হয়নি—আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, তবে মনে হচ্ছে, তিনি কোন প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। তিনি খুব মানসিক আঘাত পেয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় মৃত্যুও ঘটে। তাই বলছিলাম, ওঁর দিকে একটু খেয়াল রাখা দরকার। ডাক্তার বললেন।

—আপনি আবার আসবেন তো ডাক্তার?

—হ্যাঁ, আসবো।

পরের দিন সন্ধ্যার কথা। বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে ভালজাঁ আগের চেয়ে দুর্বল বোধ করলেন। কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে উঠতে গেলেন। পারলেন না। মনে হচ্ছে যেন সারাঘর অল্প-অল্প দুলছে। থেকে-থেকে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। হাতের নাড়ী পরীক্ষা করে দেখলেন ভালজাঁ, ধীরভাবে বইছে।

এমনিভাবে খানিকক্ষণ কেটে গেল। বিছানা থেকে ওঠার জন্যে আবার চেষ্টা করলেন ভালজাঁ। শোয়া অবস্থা থেকে বিছানার উপর উঠে বসলেন। ধীরে-ধীরে তিনি তাঁর কাপড় বদলালেন। বাক্স খুলে কোজেতের পুরোনো কাপড়-চোপড় বের করে বিছানার উপর ছড়িয়ে রাখলেন।

বিশপ মিরিয়েলের দেয়া ক্যান্ডিলান দুটো টেবিলের উপর রয়েছে। তাতে তিনি মোমবাতি বসালেন। ঘরের সবখানে ছড়িয়ে রয়েছে দিবালোক। সেই আলোর মধ্যেই তিনি মোমবাতি জ্বালালেন। ঘরের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া ও জিনিসপত্র নাড়া-চাড়া করায় তিনি ততক্ষণে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। মোমবাতি জ্বালাতে গিয়ে তাঁর মনে হলো পা দুটো তার টলছে, ঘর দুলছে। তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন তিনি থর-থর করে কাঁপছেন। রাজ্যের শীত যেন তার গায়ে নেমে এসেছে। অতিকষ্টে তিনি উঠে বসলেন। কাগজ-কলম টেনে নিলেন। কম্পিত হস্তে লিখলেন,—

"কোজেত! তুমি সুখী হও। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি। তোমার কাছে আমি এর কৈফিয়ত দিতে যাচ্ছি। আমার সরে যাওয়া দরকার—একথা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তোমার স্বামী কোন অন্যায় করেননি। সংগত কাজই তিনি করেছেন। তিনি অত্যন্ত ভালো। তাকে সবসময় ভালবাসবে—এই পৃথিবী থেকে আমি যখন ওপারে চলে যাবো তখনো। এই কথাগুলোই আমি তোমায় বলতে চাচ্ছি। আর যে টাকা তোমাকে দিয়েছি, তা তোমারই নিজের মনে করবে। অবৈধভাবে ও টাকা অর্জিত নয়। নরওয়ে থেকে আসে সাদা চুনী, ইংলন্ড থেকে আসে কালো চুনী, নকল কালো চুনী আসে জার্মানী থেকে। ফ্রান্সেও আমরা উত্তম মানের নকল চুনী প্রস্তুত করতে পারি। এসব চুনী স্পেনীয়রা অনেক ক্রয় করে। এটি চুনীর দেশ—

এটুকু লিখতে না লিখতেই হাত থেকে তাঁর কলম খসে পড়লো। গভীর এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ভালজাঁ কম্পিত দু'হাতে তার মাথা চেপে ধরলেন। আপন মনে বলতে লাগলেন,—সব শেষ হয়ে এলো। আমি আর তাকে কোনদিন দেখতে পাব না। কোজেত! আমার কোজেত! আমার জীবনের এক টুকরো হাসির সামিল আমার

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোজেত। অন্ধকার নেমে আসছে। তাকে না দেখেই আমি এই অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছি। মৃত্যুকে ভয় নেই—কিন্তু তার সাথে দেখা না হলে এই মৃত্যু ভীতিপ্রদ। শেষ হয়ে গেছে—সব শেষ হয়ে গেছে। মা-মণিকে দেখতে পাবো না...

এমনি সময় দরোজায় করাঘাত হলো।

দরোজায় করাঘাতের শব্দে জাঁ ভালজাঁ ফিরে তাকালেন। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন,—ভেতরে আসুন।

দরোজা খুলে গেলো। কোজেত আর ম্যারিউস দাঁড়িয়ে রয়েছে দরোজায়।

কোজেতকে দেখে নিথর চোখে তাকিয়ে রইলেন ভালজাঁ। চেয়ার থেকে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পরম আবেগে কোজেতের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। থর-থর করে কাঁপছেন ভালজাঁ।

কোজেত দৌড়ে এসে তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলতে লাগলো,—বাবা, তোমার কি হয়েছে বাবা? আমায় তুমি এতদিন ভুলে থাকতে পারলে? তোমার মা-মণিকে না দেখে থাকতে পারলে?

কোজেতের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে জাঁ ভালজাঁ বলতে লাগলেন,—কোজেত! আমার কোজেত! তুমি তাহলে আমায় ক্ষমা করেছো?

দরোজার চৌকাঠের পাশে এতক্ষণ ম্যারিউস দাঁড়িয়েছিল। সেও কাছে এগিয়ে এলো, বললো,—বাবা।

—তুমিও আমাকে ক্ষমা করেছো ম্যারিউস! জাঁ ভালজাঁ জিজ্ঞেস করলেন।

ম্যারিউস একবার কোন জবাব দিতে পারলো না। চুপ করে সে দাঁড়িয়ে রইলো। ভালজাঁ আবার বললেন,—তোমায় অনেক ধন্যবাদ ম্যারিউস।

ভালজাঁ ঠিকমতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না! কোজেত বললো,—বাবা, তুমি চেয়ারে বসো। তোমার শরীর বড্ড দুর্বল মনে হচ্ছে।

কোজেত চেয়ারের হাতলের উপর বসে ভালজাঁর মাথায় হাত বুলোতে লাগলো। সেই আগে যেমন বাবার গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতো, আবদার জানাতো, তেমনিভাবে গলা জড়িয়ে ধরে ভালজাঁর কপালে চুমু দিলো কোজেত।

ভালজাঁ হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। কোজেত-ম্যারিউসকে দেখা অবধি সব ঘটনা যেন তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। কোজেতকে তিনি কোন বাধাও দিলেন না। কয়েক মুহূর্ত শুধু চুপ করে বসে রইলেন।

তারপর ধীরে-ধীরে বললেন,—কোজেতের সাথে দেখা হওয়ার বড় প্রয়োজন ছিল। অল্প কিছুক্ষণের জন্যে হলেও তার সাথে দেখা করার কথা আমার বার-বার মনে হচ্ছিল মঁসিয়ে পমেয়রসি। আমি তাকে কোজেত বলেই ডাকলাম মঁসিয়ে। কিছু মনে করো না এ জন্যে। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

অনেক কষ্টে এতক্ষণ নিজেকে সম্বরণ করে রেখেছিল ম্যারিউস, কিন্তু আর পারলো না। কান্নাভেজা কণ্ঠে সে বললো,—শুনছো কোজেত, বাবা কি বলছেন? তিনি আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছেন, অথচ তোমরা কেউই জানো না, তিনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন, তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন আর তারপর নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি একান্তে দূরে সরে গেছেন। আমার মতো অকৃতজ্ঞকে তিনি উল্টো ধন্যবাদ জানালেন—ধিক্কারে মাটির সাথে আমার মিশে যেতে ইচ্ছে করছে কোজেত! উনি মানুষ নন, উনি ফেরেশতা। বাবা, আপনার পদতলে বসে যদি আমার সারাজীবনও কেটে যায়, মনে হবে, তাও যেন কিছু নয়। আমার এ ঋণ কোনদিন পরিশোধ হবার নয়।

হৃদয়ের সব কথা যেন উজাড় করে দিতে চায় ম্যারিউস। ভালজাঁ চুপ করে শুনছিলেন, কিন্তু আবেগ যে তাঁকেও বিচলিত করেছে, বোঝা গেল। ম্যারিউসকে বললেন,—যা সত্য তাই তোমাকে আমি জানিয়েছিলাম। বসো, শান্ত হও।

—না, আপনি সবকিছু আমাকে জানাননি। সত্য মানে পুরো ঘটনা। আপনি আপনার সব কথা কেন জানাননি বাবা? আপনিই যে সেই মেয়র মাঁদলেন, একথা কেন বলেননি? আপনি জাভেয়রকে বাঁচিয়েছিলেন তাও বলেননি? আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন, সে কথা কেন বলেননি? কতদিন কতভাবে আমি জানতে চেয়েছি। আপনি সব সময় এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। বলুন বাবা, আমি কি অন্যায় করেছিলাম? ম্যারিউস ভালজাঁর দু'হাত ধরে জিজ্ঞেস করলো।

—যতটুকু প্রয়োজন মনে করেছি, তোমাকে জানিয়েছিলাম ম্যারিউস। আমি মনে করেছিলাম আমার কাজ শেষ হয়েছে। এবার আমার সরে যাওয়ার পালা।

—আমাদের ছেড়ে আপনাকে আর কোথাও থাকতে দিচ্ছি না বাবা। ম্যারিউস বললো,—আপনাকে আমরা নিয়ে যেতে এসেছি। সত্যি বলছি আপনাকে আমরা নিয়ে যেতে এসেছি। আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না আমরা। আপনি কোজেতের বাবা। আমারও বাবা! কাল থেকে আর এই বাড়িতে আপনার থাকা হচ্ছে না।

ভালজাঁ ম্লান হাসলেন। ধীরে-ধীরে বললেন,—আগামীকাল! হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো ম্যারিউস। কাল আর এ বাড়িতে রইবো না। কিন্তু তোমাদের বাড়িতেও আমি যাবো না ম্যারিউস।

ম্যারিউস অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো,—সেকি! আপনি অন্য কোথাও যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, ম্যারিউস, আমি অন্যখানে চলে যাচ্ছি। যেখান থেকে কেউ আর কোনদিন ফিরে আসে না, আমি সেখানে চলে যাচ্ছি।

ম্যারিউস এবারও কিছু বুঝতে পারলো না। জাঁ ভালজাঁ ধীরে-ধীরে বললেন,—মৃত্যু আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে। কিছুক্ষণ পর আমি পরপারে চলে যাবো ম্যারিউস।

কোজেত ও ম্যারিউস আর্তনাদ করে উঠলো,—মৃত্যু! এসব কি বলছো বাবা! কিছুই যে বুঝতে পারছি না!

—হ্যাঁ, মৃত্যু—সেইতো স্বাভাবিক। ও কিছু নয়।

কোজেত ডুকরে কেঁদে উঠলেন,—না বাবা, না। আমি তোমায় যেতে দেবো না। মরতে দেবনা। আমায় ছেড়ে তুমি কোথায় যাচ্ছো বাবা? না, আমি তোমায় যেতে দেবো না!

ভালজাঁ বললেন,—কেঁদো না মা-মণি। ম্যারিউস, তুমিও শান্ত হও। আমাকে মরতে বারণ করছো। বাস্তবতাকে কী কেউ কি রোধ করতে পারে? মৃত্যুর শীতল স্পর্শ

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার দেহে আমি অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল পরপারের পথে আমি ধীরে-ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। এমন সময় তোমরা এলে। মনে হলো বুঝি খানিক বিরতি পেয়েছি সামনের কিছুক্ষণ।

এ সময় ডাক্তার এলেন। ভালজাঁ তাঁকে বললেন,—শুভদিন ও শুভ বিদায় ডাক্তার! আসুন। এই আমার ছেলে-মেয়ে। ওরা একটু আগে এসেছে।

ম্যারিউস ডাক্তারের দিকে এগিয়ে গেলেন। ভালজাঁ কোজেতের দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টিতে যে তার কি মায়া, প্রকাশের ভাষা নেই। মনে হচ্ছিল এই দৃষ্টি যেন শাশ্বত এক বাবার দৃষ্টি। অনন্তকাল যেন এই দৃষ্টি পরম আদরের কোজেতকে জড়িয়ে রাখতে চাইছে।

ডাক্তার ভালজাঁর নাড়ী দেখলেন। কোজেত আর ম্যারিউসের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ম্যারিউসের কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চস্বরে বললেন,—সব শেষ হয়ে আসছে।

কোজেতের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে ভালজাঁ ম্যারিউসের দিকে তাকালেন। ঘরের মধ্যে নীরবতা, ভালজাঁর চোখে সেই পবিত্র শাশ্বত দৃষ্টি। ম্যারিউসের চোখে পানি চিকচিক করছে। ডাক্তারের দিকে ফিরে তাকালেন ভালজাঁ। বললেন,—মৃত্যু আশ্চর্য কিছুই নয় ডাক্তার।

সহসা তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দেয়ালের তাকের দিকে তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন। ম্যারিউস ও ডাক্তার তাঁকে সাহায্য করতে গেল। কিন্তু দু'হাতে তিনি তাদের সরিয়ে দিলেন। তাঁর গায়ে যেন আগের মতো বল ফিরে এসেছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, তিনি যেন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। নিভে যাওয়ার আগে দপ করে জ্বলে ওঠা প্রদীপের মতো যেন জ্বলে উঠেছেন।

দৃঢ় পদক্ষেপে দেয়ালের তাকের উপর থেকে ছোট একটি তামার ক্রুশ তুলে নিয়ে তিনি আবার চেয়ারে বসলেন। বেশ সুস্থ লোকের মতোই তিনি বসলেন কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। আবার তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। মনে হচ্ছিল তিনি ধীরে-ধীরে হারিয়ে যাচ্ছেন অতলে। কবরের শীতল পরশ তাকে ধীরে-ধীরে জড়িয়ে ধরছে যেন।

কয়েক মিনিট পর যেন এই দুর্যোগ কেটে গেল। ভালজাঁ আবার যেন সেই আগের মতো সুস্থ হয়ে উঠলেন! কোজেতের একটি হাত তুলে নিয়ে আলতোভাবে আদর করলেন।

ম্যারিউস চিৎকার করে বলে উঠলো,—ডাক্তার! বাবা বাঁচবেন ডাক্তার? আপনি একটু চেষ্টা করুন। মনে হচ্ছে বাবা ভাল হয়ে উঠছেন।

ভালজাঁ তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। বললেন,—বাস্তবতাকে রোধ করা যায় না, ম্যারিউস।

ধীরে-ধীরে আবার তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগলেন। ঝি জিজ্ঞেস করলো,—একজন বিশপকে ডেকে আনতে হবে!

ভালজাঁ তাকে বারণ করলেন। বললেন,—বিশপ তো আমার কাছেই রয়েছেন। ওই যে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তোমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছো না!

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পায়ে-পায়ে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। অন্ধকার দিগন্তের দিকে হাত বাড়িয়ে তিনি যেন কাকে খুঁজছেন। শ্বাস নিতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। চোখে তার অজানা পৃথিবীর আলো ছড়িয়ে পড়ছে।

কোজেত ও ম্যারিউসকে তিনি কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন,—আমি মরে গেলে তুমি কাঁদবে কোজেত ? আমার জন্য কোন দুঃখ করো না ম্যারিউস। একটি কথা বিশ্বাস করো, তোমাদের যে যৌতুক আমি দিয়েছি, তা সৎ ভাবেই উপার্জিত। আরেকটি কথা, আমার কবর নিরাভরণ রেখো। শুধু একটি পাথর দিয়ে জায়গাটি চিহ্নিত করে রেখো। আর কিছু নয়। পাথরের বুকে আমার নাম লিখে রেখো না। তোমাদের মনে আমি চিরদিন বেঁচে থাকতে চাই। আর কোজেত, তোমার মার নাম ফাতিন। যখন তাঁর নাম মনে করবে, তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে দোয়া করো। সে বড় দুঃখী ছিল।

কোজেত কাঁদছিলো। ম্যারিউসের চোখের কোণে পানি।

ভালজাঁ বললেন,—কেঁদো না মা-মণি, কেঁদোনা ম্যারিউস। আমিতো তোমাদের ছেড়ে বহুদূরে চলে যাচ্ছি না। তোমাদের আমি সব সময় দেখতে পাবো। রাতে যখন তোমরা আকাশের দিকে তাকাবে; আমার হাসি দেখতে পাবে।

কোজেত ও ম্যারিউস কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। ভালজাঁর কোলে মাথা রেখে তারা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। ধীরে-ধীরে ভালজাঁর মাথা পেছনের দিকে চলে পড়লো। মোমবাতির আলো তাঁর শান্ত সমাহিত মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি তাহলে মারা গেছেন। হ্যাঁ, সত্যি মারা গেছেন। আলো পাখী যেন অচেনা পৃথিবীর পানে পাখা মেলেছে চির দিনের জন্যে।

BanglaBook.org